চতুর্থ অধ্যায়

তওবা ও এস্তেগফারের ক্ষেত্রে যেই সকল বাক্য কোরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত আছে এই অধ্যায়ে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে যে কোন ভাষায়, যে কোন উপায়ে এবং যে কোন বাক্য দ্বারাই তওবা করা যাইবে। তবে কোরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত বাক্যসমূহ দ্বারা তওবা করাই উত্তম এবং কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক সম্ভাবনাময়। সুতরাং পাঠকদের সুবিধার্থে এই অধ্যায়ে আমরা কোরআন–হাদীসে বর্ণিত বেশ কিছু দোয়া সংকলন করিয়াছি। প্রথমে কালামে পাকের দোয়াসমূহ এবং পরে হাদীসে উদ্ধৃত দোয়া সমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে।

কালামে পাকে তওবা ও এস্তেগফারের দোয়াসমূহ

আয়াত—১

وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থঃ আর আমাদিগকে আমাদের হজ্বের আহকাম বলিয়া দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও মেহেরবান।

– ছুরা বাক্বারা, রুকুঃ ১৫

আয়াত—২

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقف وَاغْفِرْ لَنَا وقف وَارْحَمْنَا وقف اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

অর্থঃ আর তাহারা সকলেই বলিল, আমরা শ্রবণ করিলাম এবং সানন্দে আনুগত্য স্বীকার করিলাম, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। আল্লাহ্ তায়ালা কাহাকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না; কিন্তু উহাই যাহা তাহার সামর্থ্যে আছে। সে ছাওয়াবও উহাই পাইবে যাহা সে স্বেচ্ছায় করে এবং সে শাস্তিও উহাই ভোগ করিবে যাহা স্বেচ্ছায় করে। হে আমাদের রব! আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, যদি আমরা ভুলিয়া যাই কিংবা ভুল করিয়া বসি। হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি কোন কঠোর ব্যবস্থা পাঠাইবেন না, যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠাইয়াছিলেন, হে আমাদের রব! এবং আমাদের প্রাতি এমন কোন গুরুভাব চাপাইবেন না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের

নাই। আর ক্ষমা করিয়া দিন আমাদিগকে এবং মার্জনা করিয়া দিন। আর আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আপনি আমাদের কর্মসম্পাদক। সুতরাং আমাদিগকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর প্রাবল্য দান করুন।

– ছুরা বাক্বারার শেষ আয়াত

আয়াত—৩

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۔

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের গোনাহ্সমূহ এবং আমাদের কর্ম সমূহে সীমা অতিক্রমকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদিগকে দৃঢ়পদ রাখুন, আর আমাদিগকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

– ছুরা আল্ এমরান, রুকুঃ ১৫

আয়াত—৪

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমরা এক আহবানকারী (রাসূলুল্লাহ্)–এর (আহবান) শুনিয়াছি, তিনি ঈমান আনয়নের জন্য আহবান করিতেছেন যে,তোমরা স্বীয় রবের প্রতি ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান আনিলাম। হে আমাদের রব! অতএব, আমাদের গোনাহ্সমূহকে মাফ করিয়া দিন এবং ভুল ত্রুটিগুলিকেও আমাদিগ হইতে মোচন করিয়া দিন এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সহিত করুন। – ছুরা আল্ এমরান, শেষ রুকু

আয়াত—৫

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি, সুতরাং আমাদের

গোনাহ্সমূহ মাফ করিয়া দিন। এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আজাব হইতে পরিত্রান দিন। – ছুরা আল্ এমরান, রুকুঃ ২

আয়াত—৬

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۔

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের বড়ই ক্ষতি করিয়াছি। আর যদি আমাদিগকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে অবশ্যই আমাদের নেহায়েত ক্ষতি হইবে। – ছুরা আ'রাফ, রুকুঃ ২

হযরত আদম আলাইহিস্সালাম উপরোক্ত দোয়া করিয়াছিলেন। যখন তাহাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কারণে দুনিয়াতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল তখন হযরত আদম ও হাওয়া স্বীয় অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্ পাক তাহাদের অন্তরে উপরোক্ত দোয়াটি ঢালিয়া দিলেন। তাহারা ঐ দোয়া পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্ পাক তাহাদের তওবা কবুল করিলেন।

আয়াত—৭

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۔

অর্থঃ আপনিই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক, আমাদিগকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন,আর আপনিই সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। – ছুরা আ'রাফ, রুকুঃ ১৯

আয়াত—৮

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ۔

অর্থঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি ত্রুটি–বিচ্যুতির দ্বারা নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। – ছুরা ক্বাসাস, রুকুঃ ৩

আয়াত—৯

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে মার্জনা করুন এবং অনুগ্রহ করুন আর আপনি সকল অনুগ্রহকারী অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।

– ছুরা মো'মেনূন, রুকুঃ ৬

আয়াত—১০

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۔

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের ত্রুটি মাফ করিবেন, এবং তিনি সকল মেহেরবানের চেয়ে অধিক মেহেরবান। – ছুরা ইউসুফ, রুকুঃ ১১

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালাম এই দোয়াটি নিজ ভাইদের জন্য করিয়াছিলেন।

আয়াত—১১

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার ভ্রাতারও এবং আমাদের উভয়কে নিজ রহমতের মাঝে দাখিল করুন। বস্তুতঃ আপনি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়াশীল। – ছুরা আ'রাফ, রুকুঃ ১৮

আয়াত—১২

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۔

অর্থঃ হে আমার রব! ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার মাতা–পিতাকে, আর যে মোমেন হওয়া অবস্থায় আমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে তাহাকে আর সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীকে আর অনাচারীদের ধ্বংস হওয়াকে আরও বর্ধিত করিয়া দিন। – ছুরা নূহ, রুকুঃ ২

উপরোক্ত দোয়াটি হযরত নূহ অলাইহিস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালাম নিজের জন্য, নিজের পিতা–মাতা ও মুসলমান নর–নারীর জন্য করিয়াছিলেন। তখন তিনি জালেমদের বিনাশও কামানা করিয়াছিলেন।

আয়াত—১৩

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

অর্থঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার মাতা–পিতাকে এবং সমস্ত মোমেনকে হিসাব কায়েম হওয়ার দিন।

– ছুরা ইব্রাহীম, রুকুঃ ৬

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম উপরোক্ত দোয়াটি নিজের জন্য নিজের মাতা–পিতা ও ঈমানদারদের জন্য করিয়াছিলেন।

আয়াত—১৪

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ
اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

অর্থঃ হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আপনার রহমত ও আপনার জ্ঞান সর্বব্যাপী। তাহাদিগকে ক্ষমা করুন যাহারা (কুফর হইতে) তওবা করিয়াছে এবং আপনার পথে চলিতেছে, আর তাহাদিগকে দোজখের আজাব হইতে রক্ষা করুন। – ছুরা মোমিন, রুকুঃ ১

আয়াত—১৫

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ
لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আর আমাদের সেই ভাইদিগকেও যাহারা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছে, এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয়। হে আমাদের রব! আপনি বড় স্নেহশীল বড় করুণাময়। – ছুরা হাশর, রুকুঃ ১

আয়াত—১৬

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এই নূরকে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন, আর আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। – ছুরা তাহ্‌রীম, রুকুঃ ২

হাদীস শরীফে তওবা ও এস্তেগফারের দোয়া–

(১)

হযরত শাদ্দাদ বিন আউস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেরা এস্তেগফার এইরূপ–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থঃ হে আল্লাহ্‌! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি তোমার বান্দা এবং যথা সম্ভব আমি তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর কায়েম রহিয়াছি। আমার সকল পাপের অপকারিতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমার সকল নেয়ামতের কথা স্বীকার করিতেছি এবং আমার গোনাহের কথাও স্বীকার করিতেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, কেননা তুমি ব্যতীত আর কেহ গোনাহ্‌ ক্ষমা করিতে পারে না।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দোয়াকে "সকল এস্তেগফারের সেরা" আখ্যা দিয়া এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে দিনের বেলা এই দোয়া পাঠ করিবে, ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্বে তাহার ইন্তেকাল

হইলে সে জান্নাতী হইবে। এমনিভাবে রাত্রি বেলা এই দোয়া পাঠ করিবার পর সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে সেও জান্নাতী হইবে। – মেশকাত।

(২)

হযরত আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছি–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا
اَسْرَرْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্‌! আমি আগে–পরে এবং প্রকাশ্যে–গোপনে যত গোনাহ্‌ করিয়াছি ঐ সকল গোনাহ্‌ হইতে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনিই আগে বাড়ান এং আপনিই পিছনে হটান আর আপনি সকল বস্তুর উপর শক্তিশালী।

(৩)

হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মজলিসে একশতবার নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিতেন–

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ ۔

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার তওবা কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল।

– তিরমিজী, আবু দাউদ।

(৪)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এইরূপ দোয়া করিল–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

তাহার সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও সে জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করে। – তিরমিজী, আবু দাউদ।

অন্য এক কিতাবে উহা তিনবার পাঠ করার কথা বলা হইয়াছে এবং উহাতে استغفر الله এর পর العظيم। শব্দটি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তা ছাড়া সুনানে তিরমিজীতে এই দোয়াটি শয়নকালে তিনবার পাঠ করার কথা উল্লেখ করিয়া উহার বহু ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে।

শেখ ইব্নুছ্ছান্নী " আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্ গ্রন্থে হযরত বারা বিন আযিবের (রাঃ) বরাত দিয়া এই দোয়াটি নামাজের পর তিনবার পাঠ করার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫)

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ -

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ হইতে তোমার মাগফেরাত অনেক প্রশস্ত আর তোমার রহমতই আমার নিকট আমার আমল হইতে অনেক বড় আশার বস্তু।

(৬)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِيْ فِيْ اَمْرِيْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমার পাপ, অজ্ঞতা ও সীমালংঘন এবং ঐ সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দাও যাহা তুমি আমার চাইতে অধিক অবগত।

– হিস্নে হাসীনঃ বোখারী ও মুসলিম হইতে।

(৭)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ وَخَطِيْئَتِيْ وَعَمَدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ -

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার দ্বারা যেই সকল গোনাহ্ স্বেচ্ছায়, হাসি–কৌতুকে, ভুল করিয়া এবং জানিয়া–শুনিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ সকল গোনাহ্ তুমি ক্ষমা করিয়া দাও; উহা আমার দ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছে।

– হিসনে হাসীনঃ বোখারী ও মুসলিম হইতে।

(৮)

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّيْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার গোনাহ্কে বরফ ও বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দাও,এবং আমার অন্তরকে পাপ হইতে এমনভাবে পরিষ্কার করিয়া দাও যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হইতে পরিষ্কার করা হয়, আর আমার অন্তর এবং আমার গোনাহের মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের সমান দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও।

– হিসনে হাসীনঃ বোখারী ও মুসলিম হইতে।

(৯)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ - وَاهْدِنِيْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমার উপর রহম কর, আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং আমাকে রিজিক ও হেদায়েত দান কর।

– হিস্নে হাসীনঃ মুসলিম হইতে।

(১০)

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ -

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার তওবা কবুল কর, আমার গোনাহ্কে ধৌত করিয়া দাও এবং আমার দোয়া কবুল কর।

– হিস্নে হাসীনঃ ছুনানে আরবা' হইতে।

(১১)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর এবং আমার উপর রাজী হইয়া যাও। আমার এবাদতসমূহ কবুল কর, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং দোজখ হইতে নাজাত দান কর আর আমাদের সকল হালাত দুরস্ত করিয়া দাও।

– হিস্‌নে হাসীনঃ ইবনে মাজা ও আবু দাউদ হইতে।

(১২)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি আগে-পরে, প্রকাশ্যে ও গোপনে যত গোনাহ্ করিয়াছি এবং যাহা সম্পর্কে আপনি আমার চাইতে অধিক অবগত ঐ সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিন। আপনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই।

– হিস্‌নে হাসীনঃ মুসতাদরাকে হাকিম ও মুসনাদে আহমাদ হইতে।

(১৩)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর এবং আমাকে জান্নাত দান কর। – হিস্‌নে হাসীনঃ তাবরানী হইতে।

(১৪)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَاَسْتَهْدِيْكَ لِمَرَاشِدِ اَمْرِيْ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّيْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আমার গোনাহের জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করিতেছি এবং আমার ভাল আমল সমূহে আপনার নেগ্‌রানী কামনা করিতেছি। আমি আপনার নিকট তওবা করিতেছি, আপনি আমার তওবা কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি আমার প্রতিপালক।

(১৫)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيْلَ الْاَقْوَمَ ـ

অর্থঃ হে পরওয়ারদিগার! আমাকে ক্ষমা করুন,আমার উপর রহম করুন এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন।

– হিস্‌নে হাসীনঃ মুসনাদে আহমাদ হইতে।

(১৬)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا اَحْيَيْتَنَا ـ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! হে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রব! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার অন্তর হইতে ক্রোধ বাহির করিয়া দাও। আর আজীবন তুমি আমাকে গোমরাহীর ফেৎনা হইতে হেফাজত কর।

– হিস্‌নে হাসীনঃ মুসনাদে আহমাদ হইতে।

(১৭)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে মাফ কর আমার (কবরের) ঘরকে প্রশস্ত করিয়া দাও এবং আমার রিজিকে বরকত দান কর।

–হিস্‌নে হাসীনঃ মুসনাদে আহমাদ হইতে।

হযরত আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তখন তিনি অজু করিতেছিলেন। ঐ সময় আমি তাহাকে উক্ত দোয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছি। তাই এই দোয়া অজুর শেষে অথবা মধ্যবর্তী সময়ে পড়া যাইতে পারে। তা ছাড়া যে কোন সময় পড়ার জন্যও ইহা একটি উত্তম দোয়া।

পরিশিষ্ট

এখন আমি এই কিতাব শেষ করিতেছি। পাঠকদের নিকট আরজ আপনারা এই কিতাবটি নিজে বার বার পাঠ করিবেন এবং অপরকে পড়িয়া শোনাইবেন। ইহা যেন নিছক বুক সেলফের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ঘরে পড়িয়া না থাকে। মন দিয়া পাঠ করুন এবং আমলের চেষ্টা করিয়া নিজের আখেরাত সংশোধনের ফিকির করুন। চরম গাফলতী ও অবহেলার এই যুগে মানুষ আখেরাতের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। দ্বীনি কিতাব পাঠ করিয়া লেখকের নিকট প্রশংসাপত্রও পাঠানো হয় যে, আপনি বেশ চমৎকার লিখিয়াছেন, কিন্তু কিতাবে লিখিত বিষয়ের উপর আমলের কোন চেষ্টা করা হয় না।

আমরা জানি; একদিন সকলকেই মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হাশরের মাঠে হিসাব কিতাব ও ছওয়াল জওয়াব হইবে। নেকীর বদলায় জান্নাত মিলিবে আর 'গোনাহ্' দোজখের আজাবের কারণ হইবে। এই সকল বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা গোনাহ্ ও পাপাচার হইতে বিরত হইতেছি না, তওবার প্রতি কোন প্রকার খেয়াল করা হইতেছে না, অনেকেই মুখে মুখে তওবা করেন বটে কিন্তু ভবিষ্যতে গোনাহ্ হইতে বিরত থাকিবার থাকিবার পাকা এরাদা করিলেও তওবা কবুলের শর্ত তথা হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রকার চেষ্টা-তদ্বির করা হয় না। ফলে দেখা যায়, তওবা করা হইতেছে বটে কিন্তু উহার পাশাপাশি কাজা নামাজ, ছুটিয়া যাওয়া রোজা ও জাকাত আদায় করা হইতেছে না। হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ যাহা আদায় করা সম্ভব উহার ব্যাপারে কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ করা হইতেছে না। ভাই সকল। সময় থাকিতে মানুষের করজ আদায় করিয়া ফেলুন। করজদাতা ভুলিয়া গেলেও উহা আদায় করিতেই হইবে।

যত ঘুষ গ্রহণ করা হইয়াছে উহা ফেরত দিতে হইবে। যত মানুষের গীবত করা হইয়াছে এবং যত মানুষের গীবত শোনা হইয়াছে তাহাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে কিংবা নিখোঁজ হইয়া থাকে তবে তাহাদের জন্য এই পরিমাণ মাগফেরাতের দোয়া করিবে যেন মন এই সাক্ষ্য দেয় যে, গীবতের

মোকাবেলায় যেই পরিমাণ দোয়া করা হইয়াছে উহা দেখিলে তাহারা নিশ্চয়ই খুশী হইয়া যাইবে।

কোন কোন বুজুর্গ বলিয়াছেন, যাহার গীবত করা হইয়াছে বা শোনা হইয়াছে তাহাকে গীবতের সংবাদ দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, এই সংবাদ পাওয়ার পর তাহার মনোকষ্টই বৃদ্ধি পাইবে। এই ক্ষেত্রে তাহার জন্য উপরে বর্ণিত নিয়মে মাগফেরাতের দোয়া করাই বিধেয়।

অন্যায়ভাবে কাহাকেও প্রহার করা, গালি দেওয়া, কাহারো বিষয়-সম্পদ ও জমি দখল করা ইত্যাদি সবই হক্কুল এবাদ। এই সকল বিষয়ের ক্ষতিপূরণ ও সংশোধন আবশ্যক। তওবা করিবার পরও যদি কেহ যাবতীয় পাপাচার হইতে বিরত না হয় এবং হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান না হয় তবে উহা তওবার নামে নিছক ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমরা এই কিতাবের তৃতীয় অধ্যায়ে মানুষের হকের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করিয়াছি। উহা বার বার পাঠ করতঃ চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আমার জিম্মায় কার কার হক রহিয়াছে। দুনিয়াতে যদি বান্দার হক আদায় করা না হয় তবে আখেরাতে আদায় করিতে হইবে। এখানে ক্ষমা চাহিয়া অথবা ক্ষতিপূরণ দ্বারা উহার সংশোধন হইতে পারে কিন্তু পরকালে সেই সুযোগ থাকিবে না, তখন হকদারকে নেকী দিতে হইবে এবং তাহার গোনাহ্ নিজে গ্রহণ করিতে হইবে। দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের এই বিনিময় হইবে বড় দুর্ভাগ্যজনক। দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, এই দুনিয়াতেই আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক আদায় করা সম্ভব। চক্ষু বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন পরকালের দৃশ্য সামনে ভাসিয়া উঠিবে তখন আর সেই সুযোগ থাকিবে না। মৃত্যু কখন আসিয়া হাজির হইবে উহার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। সুতরাং সময় থাকিতেই খাঁটি দিলে তওবা করা এবং হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ আদায় করা জরুরী। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ

অর্থঃ ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যে স্বীয় নফ্‌স (প্রবৃত্তি)-কে নিয়ন্ত্রনে রাখে এবং

মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে। আর ঐ ব্যক্তি নির্বোধ যে স্বীয় নফ্‌সকে খাহেশাতের পিছনে লাগাইয়া রাখে অথচ আল্লাহ্ পাকের নিকট নেক বদলার আশা করে।

উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত থাকিয়া মাগফেরাতের আশা পোষণ করা বোকামি। এক ধরনের লোক আছে যাহারা গোনাহের কাজে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, এখন আর তাহারা গোনাহ্‌কে কিছুই মনে করে না। বরং অন্যায়–অপরাধকেই যেন জীবনের উদ্দেশ্য বানাইয়া লইয়াছে। তাহারা তওবার প্রয়োজনও অনুভব করে না। কখনও তওবার কথা স্মরণ হইলেও নফ্‌স–শয়তান তাহাদিগকে কু–পরামর্শ দিয়া বলে যে, এখন গোনাহ্ করিতে থাক, তোমার সামনে দীর্ঘ জীবন পড়িয়া আছে। এখন আমোদ–প্রমোদ ও ফূর্তি করিয়া জীবনের শেষ দিকে তওবা করিয়া লইলেই চলিবে। অথচ মানুষের হায়াত–মউতের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। প্রতি মুহূর্তে এই সম্ভাবনা আছে যে, ইহাই হয়ত জীবনের শেষ মুহূর্ত, শেষ সুযোগ। আজকাল মানুষ প্রায়ই দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া আকস্মিক মৃত্যুর শিকার হইতেছে। "আগামীতে তওবা করিয়া লইব" এই আশায় গোনাহ্ করিতে থাকা এবং তওবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তওবা না করা নিতান্ত বোকামি ও দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

আরেক ধরনের লোক আছে, তাহারা জানে যে, গোনাহ্ ক্ষতিকর বিষয়। কিন্তু তাহাদের নফ্‌স ভিতর হইতে পরামর্শ দিতে থাকে যে, আল্লাহ্ পাক বড় দয়ালু ও মেহেরবান, সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই। তিনি অব্যশই ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহারা এই কথা চিন্তা করে না যে,আল্লাহ্ পাক জাব্বার ও কাহ্‌হারও বটে। শাস্তি দিতেও তাহার কোন বাঁধা নাই। প্রকৃত বুদ্ধিমানগণ চিন্তা করিবেন যে, আল্লাহ্ তো ক্ষমা করিতে বাধ্য নন। তিনি যদি ক্ষমা না করেন তবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরিণতি কি হইবে? যাহারা অন্যায়–অপরাধ ও পাপাচারে লিপ্ত থাকিয়া মাগফেরাতের আশা পোষণ করিতে থাকে, হাদীসে পাকে তাহাদিগকে বেওকুফ ও বোকা বলা হইয়াছে।

আমরা প্রতিনিয়ত দুনিয়ার হালাতের পরিবর্তন ও বিবর্তন প্রত্যক্ষ করিতেছি। দুনিয়াবী বিষয়ে সামান্য সম্ভাবনার উপর সর্তক দৃষ্টি রাখা হয়।

ছফরের সময় প্রয়োজনের তুলনায় বেশী অর্থ এই সম্ভাবনার উপর রাখা হয় যে, "প্রয়োজন হইতে পারে"; অথবা কোন দুর্ঘটনাও ঘটিতে পারে। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে একাধিক ডাক্তারের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। "পূর্ববর্তী ডাক্তার হয়ত রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই"; এই ধারণার উপর দুই চারি দিন পর পরই ডাক্তার পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে এই ধরনের কোন চিন্তা–ভাবনা ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। এখানে এই সম্ভাবনার কথা চিন্ত করা হয় না যে, আল্লাহ্ পাক যদি ক্ষমা না করেন তবে কঠিন আজাবে গ্রেফতার হইতে হইবে। বরং যাবতীয় গোনাহ্ ও পাপাচারে লিপ্ত থাকিয়া মাগফেরাতের আশা পোষন করা হয়। ইহা নফ্‌স ও শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে–

مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ هِىَ الْجَنَّةُ ـ

অর্থঃ যেই ব্যক্তির অন্তরে এই ভয় হয় যে, হয়ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে পারিব না; সে অন্ধকার রাত্রে উঠিয়া যাত্রা শুরু করে, আর যে অন্ধকার রাত্রিতেই উঠিয়া যাত্রা করে সে তাহার মঞ্জিল ও গন্তব্যস্থলের নাগাল পায়। অতঃপর এরশাদ হইয়াছে, খবরদার! আল্লাহ্ পাকের সওদা অনেক মূল্যবান। খবরদার! তাহার সওদা হইল বেহেস্ত।

যেই ব্যক্তি জান্নাত পাইতে চায় সে অবহেলা ও গাফলতের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে, গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকিবে, শরীয়তের হুকুমের বরখেলাফ করিতে থাকিবে আর তওবার ব্যাপারে অবহেলা করিবে– ইহা হইতে বড় বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে?

মোমেনের কাজ হইল, বেশী বেশী এবাদত করা এবং সেই সঙ্গে এস্তেগফারে লাগিয়া থাকা। এস্তেগফার দ্বারা এবাদতের ত্রুটি–বিচ্যুতি সমূহের ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। মোমেন ব্যক্তি সর্বদাই গোনাহ্ হইতে দূরে থাকিবে, যদি কখনো কোন গোনাহ্ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। আখেরাতের ফিকির হইতে গাফেল থাকাই হইল পরকালের বরবাদীর সূচনা।

গোনাহ্ করিলে দুনিয়াতে সামান্য স্বাদ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু পরকালে উহার জন্য বড় কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। হায় আফসোস্! فهل من مدكر (কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?)।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد

অর্থঃ ইহাতে সেই ব্যক্তির জন্য উপদেশ রহিয়াছে, যাহার অন্তর আছে, অথবা সে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে।

একটি বিশেষ আমল

"মিল্লাতে ইব্‌রাহীম" নামে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর একটি ওয়াজ (উর্দূতে) ছাপা হইয়াছে। উহাতে তিনি দুর্বলমনাদের রূহানী চিকিৎসার জন্য একটি সহজ আমলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যদি উহার উপর আমল করা হয় তবে ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই জীবনে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হইবে, ক্রমে যাবতীয় গোনাহ্ দূর হইতে থাকিবে এবং খাঁটি তওবা করারও তওফীক হইবে। আমলটি এই-

তওবার নিয়তে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া এইরূপ দোয়া করিবেঃ আয় আল্লাহ্! আমি একজন নাফরমান বান্দা। আমি আপনার ফরমাবরদারীর এরাদা করি, কিন্তু আমার এরাদায় কিছুই হইবে না, আপনার ইচ্ছাতেই সকল কিছু হওয়া সম্ভব। আমি আমার নফ্‌সের এছলাহ ও সংশোধন কামনা করিতেছি, কিন্তু আমি কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, আমার হিম্মত হইতেছে না, সুতরাং আমার সংশোধন আপনার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

আয় আল্লাহ্! আমার কোন যোগ্যতা নাই, আমি আপনার এক গোনাহ্‌গার বান্দা, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমার অন্তর বড় দূর্বল, গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার আমার কোন শক্তি নাই। আমাকে শক্তি দান করুন। আমার নাজাতের কোন উপায় নাই, আপনি গায়েব হইতে আমার নাজাতের উপায় করিয়া দিন।

আয় পরওয়ারদিগার! আপনার রহমত দ্বারা আমার জীবনের সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিন। আমি এই কথা বলি না যে, আমার দ্বারা আর কখনো কোন গোনাহ্ হইবে না। আমি জানি আমার দ্বারা আবার গোনাহ্ হইয়া যাইবে; আমি পুনরায় উহা ক্ষমা করাইয়া লইব।

এইভাবে বার বার নিজের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং এছ্লাহের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে। দৈনিক নিয়মিত মাত্র দশ মিনিট এই আমলটি করিতে থাকিলে আল্লাহ্ পাক এমনভাবে গায়েবী সাহায্য করিবেন যে, মনের জোরও বৃদ্ধি পাইবে, ইজ্জত সম্মানেরও কোন হানি হইবে না এবং কোন প্রকার বাঁধা বিঘ্নও সৃষ্টি হইবে না। মোটকথা, এমনভাবে গায়েবী এন্তেজাম হইবে যাহা আপনি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

গোনাহের তালিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذى الطول، لا اله الا هو اليه المصير، والصلوة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى اله وصحبه الذين اهتدوا بهديه فنالوا الاجر الكبير، ومن تبعهم باحسان الى يوم يحاسب فيه القطمير والنقير-

যখন "ফাজায়েলে তওবা ও এস্তেগফার" লিখিতে শুরু করিলাম তখন বার বার আমার এই খেয়াল হইতে লাগিল যে, পাঠকদের সামনে যাবতীয় গোনাহের তালিকাও পেশ করা দরকার। কারণ, অনেকেই সামাজিক প্রথা ও দেশীয় রেওয়াজ হিসাবে এমন অনেক কাজ করিয়া থাকেন যাহা দ্বারা গোনাহ্ ও পাপ হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা ধারণাও করেন না।

আবার অনেকেই নিজের আমলকে গোনাহের কাজ মনে করেন বটে, কিন্তু তাহাদের ইহা জানা নাই যে, উহা কোন্ পর্যায়ের গোনাহ্। সুতরাং কবীরা গোনাহ্‌কে তাহারা মামুলী মনে করিয়া করিতে থাকেন। এই কারণেই আমি "ফাজায়েলে তওবা ও এস্তেগফার" লিখিবার পূর্বেই অত্র কিতাবটি লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে ইহাও সমাপ্ত হইল। এই কিতাবটি "ফাজায়েলে তওবা ও এস্তেগফারের" সম্পূরক গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। এই দুইটি কিতাবের ধারাবাহিক পাঠ অব্যাহত রাখিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় আমরা যেই সকল কাজ–কারবার করিতেছি উহাতে কি কি গোনাহ্ হইতেছে এবং এই সকল গোনাহের কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের কি কি লোক্‌সান হইতেছে এবং পরকালে ইহার জন্য কি ধরনের

শাস্তিবিধান রহিয়াছে এই সকল বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই কিতাবটি লেখা হইয়াছে।

গোনাহের বিবরণ সম্বলিত বহু হাদীস অত্র গ্রন্থে সংকলন করা হইয়াছে। অধিকাংশ হাদীস "মেশকাতুল মাছাবীহ" গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। তবে স্বল্প সংখ্যক হাদীস হাফেজ মুনজিরী (রহঃ) রচিত "আত্‌তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব এবং মুসতাদরাকে হাকিম হইতে লওয়া হইয়াছে। সকল হাদীসের বর্ণনা শেষেই উহার সূত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। কিতাবটির আগা-গোড়া সম্পূর্ণই যেন সকল শ্রেণীর মুসলমানের বোধগম্য হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

কোন্‌টি কবীরা ও কোন্‌টি ছগীরা গোনাহ্‌ উহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ না করিয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে যাহা যাহা নিষিদ্ধ ঐগুলিকে একত্রিত করিয়া পাঠকদের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

ছগীরা গোনাহ্‌ হউক বা কবীরা গোনাহ্‌, সকল অবস্থাতেই উহা গোনাহ্‌ বটে। প্রাণনাশকারী বিষ কম হইলেও বিষ আর বেশী হইলেও বিষ। আলেমগণ বলিয়াছেন, কোন ছগীরা গোনাহ্‌ যখন বারংবার করা হয়, তখন উহাও কবীরা গোনাহে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং সাধারণ মানুষ যেই সকল গোনাহ্‌কে ছগীরা ও ছোট গোনাহ্‌ মনে করিয়া বার বার করিতেছে; ঐ সকল গোনাহ্‌ ছগীরা হইলেও বার বার করার কারণে উহা আর ছগীরা থাকিতেছে না। মানুষ যখন ছগীরা গোনাহে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন শয়তান তাহাকে অনায়াসে কবীরা গোনাহের দিকে টানিতে থাকে। কাজেই ছোট বড় সকল পাপ হইতেই সর্বদা বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। শয়তানের ধোকায় পড়িয়া কখনো কোন গোনাহ্‌ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে, ইহাই মোমেনের শান।

এই কিতাবে যেই সকল গোনাহের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে উহার অধিকাংশই কবীরা গোনাহ্‌। স্বল্প সংখ্যক ছগীরা গোনাহেরও আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠকগণ কিতাবটিকে গভীর মনোযোগসহকারে নিজে পাঠ করুন এবং অপরকেও পড়িয়া শোনাইতে থাকুন। সেই সঙ্গে নিজের বিগত জীবনের সংশোধন ও ভবিষ্যতে যাবতীয় পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিবার দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া নফ্‌স ও শয়তানের ধোকা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে তৎপর হউন।

পাঠকবর্গের খেদমতে আমার বিশেষ নিবেদন এই যে, কিতাবটি পাঠ করিয়া যদি কিছুমাত্র উপকৃত হন তবে আমি অধমের জন্য এবং আমার মাতা-পিতা, মাশায়েখ এবং আমার উস্তাদদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিবেন।

– বিনীত

মোহাম্মাদ আশেক এলাহী বুলন্দ শহরী

মদীনা মোনাওয়ারা

১৭-৮-১৪০৩ হিজরী

সাতটি মারাত্মক গোনাহ্

শেরেক, যাদু, হত্যা, সুদ, এতীমের মাল ভক্ষণ, জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন এবং সতী নারীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন।

১নং হাদীসঃ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাতটি ধ্বংসাত্মক গোনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা কর। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐ সাতটি গোনাহ্ কি? এরশাদ হইলঃ

১। আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা।
২। যাদু করা।
৩। অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা। তবে ন্যায়ভাবে হত্যা করা যাইবে (যেমন কেহ অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিলে শরীয়ত নির্ধারিত কেসাসের বিধান অনুযায়ী তাহাকে হত্যা করা যাইবে।)
৪। সুদ খাওয়া।
৫। এতীমের মাল খাওয়া।
৬। জেহাদের ময়দান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া চলিয়া আসা।
৭। এমন সতী-সাধ্বী ও ঈমানদার নারীর নামে অপবাদ দেওয়া, যে কখনো অপরাধের কল্পনাও করে না।

ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান, লুণ্ঠন, গনীমতের মালে খেয়ানত

২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَغُلُّ اَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিনাকারী জিনা করার সময় মোমেন থাকে না।, চোর চুরি করার সময় মোমেন থাকে না এবং মদ্যপ মদ পান করার সময় মোমেন থাকে না। কোন ব্যক্তি যখন সম্পদ লুণ্ঠন করে- যাহার দিকে মানুষ (হতবাক নেত্রে) তাকাইয়া থাকে- তখন সে মোমেন থাকে না এবং গনীমতের মালে খেয়ানতকারী ব্যক্তি খেয়ানত করার সময় মোমেন থাকে না। - মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৭

মোনাফেকের চারিটি স্বভাব

৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَّمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا، اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তির মধ্যে চারিটি স্বভাব থাকিবে সে খালেছ মোনাফেক। আর যাহার মধ্যে উহা হইতে একটি স্বভাব থাকিবে, তাহার মধ্যে মোনাফেকীর একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে উহা ত্যাগ করিবে। (ঐ চারিটি স্বভাব এই–)

১। আমানত রাখিবার পর উহাতে খেয়ানত করা।

২। কথা বলার সময় মিথ্যা বলা।

৩। ওয়াদা করিবার পর ধোকা দেওয়া।

৪। ঝগড়া করার সময় গালি দেওয়া। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৭

নামাজে অবহেলা করা

৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ
حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ
عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهٗ نُوْرًا وَّلَا بُرْهَانًا وَّلَا نَجَاةً وَّكَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَ
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, যেই ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান হইয়াছে রোজ কেয়ামতে সেই নামাজ তাহার জন্য নূর হইবে এবং উহা তাহার ঈমানের দলীল হইবে। নামাজ তাহার জন্য নাজাতের কারণ হইবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি নামাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না কেয়ামতের দিন তাহার জন্য কোন নূর ও দলীল থাকিবে না। তাহার মুক্তিরও কোন ছামান থাকিবে না। বরং কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সঙ্গে তাহার হাশর হইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৫৯

স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করা ও মদ পান করা

৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ اَنْ
لَّا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّاِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً
مُّتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ
الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

অর্থঃ হযরত আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাকে যদি টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয় তথাপি তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিও না, আর স্বেচ্ছায় ফরজ নামাজ ত্যাগ করিও না। কেননা, যেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করে তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের কোন জিম্মাদারী থাকে না। তোমরা মদ পান করিও না। কারণ মদ হইল সকল অনিষ্টের চাবি বা মূল। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৫৯

মোনাফেকের নামাজ

৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا
اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَّا يَذْكُرُ اللّٰهَ
فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ নামাজ হইল মোনাফেকের নামাজ যাহার জন্য বসিয়া সূর্যের অপেক্ষা করা হয়, অবশেষে সূর্যের বর্ণ লাল হইয়া যায়। তখন শয়তানের দুই শিং–এর মাঝখানে (সেজদার নামে) চারটি ঠোকর

মারিয়া কোনক্রমে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়।

– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৬০

ফায়দাঃ "শয়তানের দুই শিং–এর মাঝখানে" কথার অর্থ হইল, সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে শয়তান উহার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার দুই শিং দোলাইতে থাকে। সূর্যপুজারীগণ উহারই উপাসনা করে।

নামাজে চুরি

৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِىْ يَسْرِقُ مِنْ صَلٰوتِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلٰوتِهٖ؟ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا ـ

অর্থঃ হযরত আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবচাইতে নিকৃষ্ট চোর হইল ঐ ব্যক্তি যে নিজের নামাজের মধ্যে চুরি করে। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাজের মধ্যে কিভাবে চুরি করে? এরশাদ হইল, নামাজের রুকু–সেজদা পুরাপুরীভাবে আদায় করে না (ইহাই নামাজের চুরি)। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৮৩

জামাত তরক করা

৮ নং হাদীস

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ وَّفِىْ رِوَايَةٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهٗ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমার অন্তর চায় যে, বেশ কিছু জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিতে হুকুম করি এবং উহা সংগ্রহ হইবার পর নামাজের হুকুম দেই। অতঃপর আজান দেওয়া হইলে কাহাকেও ইমামতী করিতে আদেশ করি। এইবার আমি ঐসকল লোকের নিকট গমন করিয়া তাহাদের গৃহে আগুন ধরাইয়া দেই যাহারা কোন প্রকার ওজর ছাড়াই গৃহে অবস্থান করিতেছে। ঐ যাতের কছম! যাহার হাতে আমার প্রাণ, (যাহারা জামাতে শরীক হয় না) তাহাদের কেহ যদি জানিতে পারে যে, (জামাতে শরীক হইলে) সে গোস্তের একটি চিকন হাড্ডি পাইবে অথবা বকরীর দুইটি ভাল ক্ষুর পাইবে তাহা হইলে অবশ্যই সে এশার নামাজে আসিয়া হাজির হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৯৫

ফায়দাঃ যাহারা জামাতের সহিত নামাজ আদায় করিতে মসজিদে হাজির হয় না, উপরোক্ত হাদীসে তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের দুনিয়াপ্রীতি ও হীনমন্যতার পরিচয় দিয়া বলা হইয়াছে যে, সামান্য একটি চিকন হাড্ডি ও বকরীর দুইটি ক্ষুরের জন্য তাহারা হাজির হইতে পারিবে কিন্তু নামাজের জন্য মসজিদে আসিতে পারে না।

জুমুআর নামাজ তরক করা

৯ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, যাহারা জুমুআর নামাজ তরক করে তাহাদের সম্পর্কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার মন চায় যে, কাহাকেও নামাজ পাড়াইতে আদেশ করি, অতঃপর যাহারা জুমুআর নামাজে শরীক না হইয়া ঘরে অবস্থান করিতেছে তাহাদের ঘরে আগুন ধরাইয়া দেই।
– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১২১

১০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ـ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমরা রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, লোকেরা যেন জুমুআ ত্যাগ না করে। অন্যথায় আল্লাহ্ পাক তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিবেন। অতঃপর অবশ্যই তাহারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১২১

লোক দেখানো এবাদত

১১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ

অর্থঃ হযরত শাদ্দাদ বিন আউস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যেই ব্যক্তি (মানুষকে) দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িল ও রোজা রাখিল এবং ছদকা দিল সে শেরেক করিল। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৫৫

১২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِيَّاكُمْ وَشِرْكُ السَّرَائِرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ قَالَ يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُزَيِّنُ صَلٰوتَهٗ جَاهِدًا لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ اِلَيْهِ فَذٰلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ

হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা বাহিরে) তাশরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! তোমরা গোপন শেরেক হইতে পরহেজ কর। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোপন শেরেক কি? এরশাদ হইল, মানুষ নামাজ পড়িতে দাঁড়ায় অতঃপর স্বীয় নামাজকে এই কারণে ভালভাবে আদায় করে যে, লোকেরা তাহাকে দেখিতেছে। ইহাই গোপন শেরেক। –আত্ তারগীব ওয়াত্তারহীব পৃঃ ৬৮

১৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الرِّيَاءُ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا جزى النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

অর্থঃ হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি

তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী যেই জিনিসের আশঙ্কা করিতেছি তাহা হইল, ছোট শেরেক। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছোট শেরেক কি? তিনি এরশাদ করিলেন, রিয়া (লোক দেখানো এবাদত)। আল্লাহ্ পাক যেই দিন মানুষের আমলের বদলা দিবেন সেই দিন (রিয়াকারীদিগকে বলিবেন, তোমরা তাহাদের নিকট যাও, দেখ তাহাদের নিকট কোন বদলা পাওয়া যায় কি–না। – আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৮

ফায়দাঃ এক হাদীসে বলা হইয়াছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক যখন সকল মানুষকে একত্রিত করিবেন, যাহা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই; সেই দিন (আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে) এক ঘোষক ঘোষণা করিবে যে, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের জন্য কোন এবাদত করিয়াছে এবং উহাতে অপর কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে যেন ঐ আমলের ছাওয়াব ঐ ব্যক্তির নিকটেই প্রার্থনা করে (যাহাকে সে শরীক করিয়াছিল)। কেননা, আল্লাহ্ পাক অংশিদারিত্বের ব্যাপারে একেবারেই প্রভাব মুক্ত। (অর্থাৎ কোন অংশিদার কাজ–কারবারের তিনি কোনই প্রয়োজন বোধ করেন না। তাই এইরূপ এবাদতও তিনি গ্রহণ করিবেন না।) – তারগীব

গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে এবাদত

১৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتىٰ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصُحُفٍ مُخَتَّمَةٍ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَىِ اللهِ تَعَالىٰ فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىٰ اَلْقُوا هٰذِهٖ وَاَقْبَلُوْا هٰذِهٖ فَتَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ وَعِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ مَا رَأَيْنَا اِلَّا خَيْرًا فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ هٰذَا كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِىْ وَاِنِّىْ لَا اَقْبَلُ اِلَّا مَا ابْتُغِىَ بِهٖ وَجْهِىْ ـ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন

আল্লাহ্ পাকের নিকট মোহরকৃত অনেক আমলনামা পেশ করা হইবে। আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদেরকে নির্দেশ দিবেন, (আমলনামার মধ্যে হইতে) এইগুলিকে ফেলিয়া দাও; আর (অবশিষ্ট) এইগুলিকে কবুল করিয়া লও। আদেশ পাইয়া ফেরেস্তাগণ আরজ করিবেন, আয় পরওয়ারদিগারে আলম! আপনার ইজ্জত ও জালালের কসম, আমরা তো (এই বাতিলকৃত আমলের মধ্যে) খারাপ কিছুই দেখিতেছি না। উত্তরে আল্লাহ পাক বলিবেন, নিঃসন্দেহে (ইহাতে যেই আমল লিপিবদ্ধ আছে) উহা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় নাই। আর আমি শুধু ঐ সকল আমলই কবুল করিয়া থাকি যাহা শুধু আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়। – আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৩

দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আমল করা

১৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرْ هٰذِهِ الْاُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْاَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْاٰخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ نَصِيْبٌ ،

অর্থঃ হযরত উবাই ইবনে কায়াব রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতকে সুসংবাদ দাও যে, তাহারা উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে, তাহাদের দ্বীন বিজয়ী হইবে এবং ভূপৃষ্ঠে তাহাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর যেই ব্যক্তি আখেরাতের আমল দুনিয়ার জন্য করিবে পরকালে সে উহার কোন অংশ পাইবে না। – আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪

প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আমল করা

১৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَرَأَيْتَ رَجُلًا

غَزَا يَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاشَيْءَ لَهُ، فَاَعَادَهَا ثَلٰثَ مِرَارٍ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاشَيْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ وَجْهُهُ۔

অর্থঃ হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বলুন, এক ব্যক্তি ছাওয়াব ও প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ করে; এরশাদ হইল, সে কিছুই পাইবে না। আগন্তুক তিনবার এই একই প্রশ্ন করিলে প্রতিবারই তিনি বলিলেন, সে কিছুই পাইবে না। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ পাক কেবল ঐ আমলই কবুল করেন যাহা নিছক তাহার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় (অন্য কোন কিছুর সংমিশ্রণ তাহাতে থাকে না)। – আত্ তারগীব ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫

১৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ اَسَامِعَ خَلْقِهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে নিজের প্রসিদ্ধি ও সুনাম কামনা করে আল্লাহ্ পাক তাহাকে (দুর্নামের সহিত) বিখ্যাত করিয়া দিবেন এবং (মানুষের নজরে) তাহাকে নিকৃষ্ট ও খাটো করিয়া দিবেন।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪৫৪

জাকাত আদায় না করা

১৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক যাহাকে সম্পদ দান করিয়াছেন সে যদি ঐ সম্পদের জাকাত আদায় না করে, তবে কেয়ামতের দিন তাহার সম্পদকে টাকমাথা বিশিষ্ট সাপ বানানো হইবে (বিষের তীব্রতার কারণে তাহার মাথা হইতে চুল পড়িয়া যাইবে।) উহার দুই চক্ষুতে দুইটি কালো বিন্দু হইবে। অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজের বক্তব্যের সমর্থনে) নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন–

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتٰهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شرٌّ لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيٰمة - ولله ميراث السمٰوٰت والارض والله بما تعملون خبير ○

অর্থঃ আর কখনো যেন ধারণা না করে এইরূপ লোক, যাহারা কৃপণতা করে ঐ বস্তুতে যাহা তাহাদিগকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় করুণায় দান করিয়াছেন– উহা তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে; বরং উহা তাহাদের জন্য খুবই অমঙ্গলজনক। তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন তওক (বেড়ী) পরাইয়া দেওয়া হইবে। উহার (ঐ মালের) যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিয়াছিল। বস্তুতঃ

অবশেষে আসমান ও যমীন আল্লাহ্ তায়ালারই থাকিয়া যাইবে। আর আল্লাহ্ আমাদের যাবতীয় কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫৫

হজ্ব আদায় না করা

১৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْسُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْمَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا

হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হজ্ব আদায় করিতে যাহার সম্মুখে কোন বাঁধা নাই, বা কোন জালেম বাদশাহ্ কিংবা কোন রোগ-ব্যাধি প্রতিবন্ধক হয় নাই; তথাপি সে যদি হজ্ব আদায় না করে তবে সে ইহুদী কিংবা নাসারা হইয়া মৃত্যুবরণ করুক। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২২২

রমজানের রোজা ত্যাগ করা

২০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَاِنْ صَامَهُ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু ইহতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত এবং কোন প্রকার রোগ-ব্যাধি ব্যতীত রমজানের একটি রোজা ভঙ্গ করিল, অতঃপর সে যদি সারা জীবনও রোজা রাখে তবুও ঐ একটি রোজার ক্ষতিপুরণ হইবে না, যদিও সে উহার কাজাও আদায় করে। (কেননা, রমজান মাসে রোজা রাখিলে যেই ফজিলত পাওয়া যায় রমাজানের বাহিরে অপর কোন মাসে রোজা রাখিলে সেই ফজিলত পাওয়া যায় না।) যদিও সঙ্গত কারণে ভঙ্গকৃত একটি রোজার পরিবর্তে একটি রোজা রাখিলেই উহার কাজা আদায় হইয়া যাইবে।

ফায়দাঃ রমজান শরীফের রোজা রাখা ফরজ। ইসলামের পঞ্চভিত্তির একটি হইল রোজা। শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া রমজান মাসের রোজা ভঙ্গ করা মহাপাপ।

কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া

২১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ اُمَّتِىْ حَتّٰى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ اُمَّتِىْ فَلَمْ اَرَ ذَنْبًا اَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَوْاٰيَةٍ اُوْتِيْهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا۔

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের নেক আমলসমূহ আমার সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে, এমনকি কোন ব্যক্তি মসজিদ হইতে সামান্য খড়-কুটা পরিষ্কার করিয়াছে, (উহাকেও আমি নেক আমলের মধ্যে দেখিয়াছি) এবং আমার সম্মুখে আমার উম্মতের গোনাহ্ পেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আমি উহা হইতে বড় কোন গোনাহ্ দেখি নাই যে, কোন ব্যক্তিকে কোরআন শরীফের কোন ছুরা বা আয়াত (মুখস্থের তৌফিক) দেওয়া হইল, আর সে উহা ভুলিয়া গেল। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৬৯

২২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنِ امْرِءٍ يَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ
اِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَجْذَمَ -

অর্থঃ হযরত ছায়াদ বিন আবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়িয়া পুনরায় ভুলিয়া যায় সে কেয়ামতের দিন কুষ্টরোগী অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাজির হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৯১

বেদ্আত জারী করা

২৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ
مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন "নূতন বিষয়" অন্তর্ভুক্ত করে যাহা দ্বীন নহে, তবে ঐ "নূতন বিষয়" প্রত্যাখ্যাত। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৭

মানুষকে নিজের অনুসারী বানানোর ইচ্ছায় এবং প্রতিপক্ষকে পরাভূত করার জন্য এলেম হাসিল করা

২৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ

الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ
اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ -

অর্থঃ হযরত কায়াব বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আলেমদের সঙ্গে মোকাবেলা করা, মুর্খদের সঙ্গে ঝগড়া করা এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এলেম হাসিল করে আল্লাহ্ পাক তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৪

দুনিয়ার জন্য এলেম হাসিল করা

২৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى
بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا
لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَعْنِيْ رِيْحَهَا

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই এলেম দ্বারা আল্লাহ্ পাকের রেজা ও সন্তুষ্টি সন্ধান করা হয়, এমন এলেমকে যে দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ কামাইবার উদ্দেশ্যে হাসিল করিল, সে জান্নাতের খুশবুও পাইবে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৪

এলেম গোপন করা

২৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ
كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাহারো নিকট এলমী বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিলে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি সে উহা গোপন করে তবে কেয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরানো হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৪

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত "এল্মী বিষয়" দ্বারা কোরআন হাদীস ও দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েলের কথা বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ দ্বীনী বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও কেহ প্রশ্ন করিলে যদি উহার উত্তর দেওয়া না হয় তবে হাদীসে বর্ণিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

যাহা হাদীস নহে উহাকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা

২৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার উপর মিথ্যা বলে (অর্থাৎ যাহা হাদীস নহে, উহাকে হাদীস বলিয়া বর্ণনা করে) তবে সে যেন দোজখে নিজের ঠিকানা করিয়া লয়।

– ছহী মুসলিম ১ম খণ্ড পৃঃ ৭

আল্লাহ্ওয়ালাদের সঙ্গে দুশ্মনী করা

২৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা হইতে জানা যায়, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ যেই ব্যক্তি আমার কোন দোস্তের সঙ্গে দুশ্মনী রাখে আমি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিলাম। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৯৭

ফায়দাঃ যেই সকল ব্যক্তি এখলাসের সঙ্গে দ্বীনের এলেম ও আমলের মধ্যে লিপ্ত, তাঁহারাই আল্লাহ্ওয়ালা। তাঁহাদের সঙ্গে দুশ্মনী রাখা কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা যে, আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন।

হারাম মাল খাওয়া

২৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ গোস্ত (শরীর) জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যাহা হারাম উপায়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। আর হারাম উপায়ে প্রতিপালিত গোস্ত জাহান্নামেরই উপযুক্ত। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪২

উপার্জিত হারাম সম্পদ রাখিয়া যাওয়া

৩০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهٗ

فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللّٰهَ
لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা হারামভাবে উপার্জিত সম্পদ ছদকা করিলে উহা কবুল করা হইবে না। যদি ঐ মাল খরচ করে তবে উহাতে বরকত হইবে না। যদি হারাম সম্পদ রাখিয়া যায় তবে উহা তাহাকে দোজখে লইয়া যাওয়ার পাথেয় হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪২

সুদ খাওয়া

৩১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ الرِّبٰوا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَ
هُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِينَ زَنْيَةً

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানজালা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ সুদের একটি দিরহামও ভক্ষণ করে এবং সে জানে (যে, ইহা সুদ) তবে (উহার গোনাহ্) ছত্রিশবার জিনা করা হইতেও অধিক ভয়াবহ!

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪৫

সুদের হিসাব লেখা এবং উহার সাক্ষী হওয়া

৩২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبٰوا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَ
قَالَ هُمْ سَوَاءٌ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, যাহারা সুদ খায়, সুদ খাওয়ায়, সুদের হিসাব লিখে এবং সুদের সাক্ষী হয় তাহাদের সকলের উপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়াছেন, (গোনাহের ব্যাপারে) তাহারা সকলেই সমান।

– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৪৪

জমি দখল করা

৩৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ
يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

হযরত ছাঈদ বিন জায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিও অন্যায়ভাবে দখল করিয়াছে, কেয়ামতের দিন ঐ দখলকৃত জমিনের সাত তবক পর্যন্ত সবটুকু তাহার গলায় বেড়ি পরাইয়া দেওয়া হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫৪

৩৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنَ
الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَّحْفِرَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ
أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ

হযরত য়া'লা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি জুলুম করিয়া যদি এক বিঘত পরিমাণ জমিও দখল করিয়া লয়, তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক ঐ জমিনের সাত তবকের শেষ স্তর পর্যন্ত খনন করিতে আদেশ করিবেন। অতঃপর ঐ জমিনকে তাহার গলায় তওক বা বেড়ি বানাইয়া দিবেন। কেয়ামতের দিন

মানুষের সম্মুখে তাহার ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত উহা তাহার গলায় থাকিবে।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫৬

বিনা দাওয়াতে আহার করা

৩৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাহাকেও খাওয়ার দাওয়াত করা হইলে সে যদি উহা কবুল না করে তবে সে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করিল। আর যেই ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া আসিয়া আহারে শরীক হয়, সে যেন চোর হইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ডাকাত হইয়া বাহির হইয়া গেল। ১ – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৭৮

১। চোর হইয়া গৃহে প্রবেশ করার বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ বিনা নিমন্ত্রণে এবং গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া কাহারো গৃহে প্রবেশ করা চুরিই বটে। এই ক্ষেত্রে গৃহকর্তা ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের খাতিরে কিছু না বলিলেও আগন্তুক নিশ্চয় ইহা কামনা করে যে, গৃহকর্তা যেন আমাকে দেখিতে না পায়। আর আগন্তুক যেহেতু প্রকাশ্য দিবালোকে এবং সকলের সম্মুখে মালিকের অনুমতি ছাড়া অপরের মাল উদরস্থ করিয়া চলিয়া গেল; সুতরাং তাহার এই আচরণকে ডাকাতি ছাড়া আর কিইবা বলা যাইবে?

মদ, মুরদার, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় করা

৩৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهٗ تُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا أَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهٗ ـ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (সাঃ) শরাব বিক্রয় করা এবং মুরদার, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় করাকে হারাম করিয়া দিয়াছেন। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুরদারের চর্বির ব্যাপারে কি হুকুম? কেননা উহা নৌকা ও চামড়ার মধ্যে লাগানো হয় এবং মানুষ ইহাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। এরশাদ হইল, না। (চর্বিও ব্যবহার করা যাইবে না) ইহাও হারাম। অতঃপর এরশাদ করিলেন, আল্লাহ্ পাক ইহুদীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। কারণ, তাহাদের জন্য যখন চর্বি হারাম করা হইল তখন তাহারা উহাকে (আগুনে গালাইয়া এবং উহার সঙ্গে আরো কিছু মিশাইয়া) সুদৃশ্য করিল। (যেন উহাকে কেহ চর্বি বলিয়া চিনিতে না পারে) অতঃপর উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিল। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪১

মাপে কম দেওয়া

৩৭ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ اِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِمَا الْاُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাপজোখকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের উপর এমন দুইটি বিষয় সোপর্দ করা হইয়াছে যাহা দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হইয়াছে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫০

ফায়দাঃ মাপজোখে কম করা হারাম। অতীতের উম্মতগণ এই অপরাধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। হযরত শোয়াইব আলাইহিস্সালামের কওমের এই আচরণের কথা পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ কওম ওজন ও মাপে কম করার কারণে ধ্বংস হইয়াছে।

ঘুষ দেওয়া ও গ্রহণ করা

৩৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত আছে যে, ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের উপরই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়াছেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২২৩

ফায়দাঃ হযরত ছাওবান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত এতদ্সংক্রান্ত হাদীসে বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিবে তাহাকেও আল্লাহ্ পাক অভিশাপ দিয়াছেন।

ট্যাক্স উশুল করা

৩৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِىْ الَّذِىْ يَعْشُرُ النَّاسَ ـ

অর্থঃ হযরত ওক্ববা বিন আমের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, ট্যাক্স উসূলকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২২

ফায়দাঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে কাষ্টমডিউটি, নগরশুল্ক এবং আয়কর (ইনকাম ট্যাক্স) ইত্যাদি উশুল করা জায়েজ নহে। সুতরাং উহা উশুল করা এবং উশুল করানো সবই হারাম।

মিথ্যা শপথ করিয়া কাহারো হক নষ্ট করা

৪০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ وَاِنْ كَا قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ

অর্থঃ হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথ করিয়া কোন মুসলমানের হক নষ্ট করিবে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য দোজখ ওয়াজিব করিয়া দিবেন এবং জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন। এতদ্শ্রবণে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি মামুলী বিষয় হয়? এরশাদ হইল, পিলু বৃক্ষের একটি শাখা হইলেও। (পিলু বৃক্ষের ডাল দ্বারা দাঁতন তৈরী হয়)

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২৬

অন্যায়ভাবে কাহারো সম্পদ দাবী করা

৪১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থঃ হযরত আবু জর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন জিনিস দাবী করে যাহা তাহার নহে, তবে সে আমাদের মধ্যে নহে (অর্থাৎ মুসলমানদের দলভুক্ত নহে), সে যেন দোজখে নিজের ঠিকানা করিয়া লয়। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২৭

মজুদদারী

৪২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَّالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ

অর্থঃ হযরত ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য সম্ভার (শহর ও বস্তীতে) সরবরাহ করে (যাহা দ্বারা মানুষ নিজেদের খাদ্যচাহিদা পূরণ করে) এমন ব্যক্তি হইল মারজুক (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাহাকে রিজিক দিবেন)। আর যেই ব্যক্তি (প্রয়োজনের সময়) খাদ্য শষ্য মওজুদ করিয়া রাখে (এবং মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষা করে) এমন ব্যক্তি অভিশপ্ত।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫১

মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা সাক্ষ্য

৪৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবীরা গোনাহ্ হইলঃ

☆ আল্লাহ্র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা
☆ মাতা–পিতাকে কষ্ট দেওয়া
☆ কোন প্রাণীকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা এবং
☆ মিথ্যা শপথ করা। – বোখারী।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় اليمين الغموس (মিথ্যা শপথ) এর স্থলে شهادة الزور (মিথ্যা সাক্ষের) উল্লেখ রহিয়াছে।

ফায়দাঃ মিথ্যা শপথকে اليمين الغموس। বলা হইয়াছে। মেশকাতের শরাহ মেরকাতে বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি মিথ্যা কসম খায়, প্রথমে ঐ মিথ্যা কসম তাহাকে অন্যান্য গোনাহে প্রবেশ করাইয়া পরে কেয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে।

شهادة الزور অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কঠিন গোনাহ্। আজকাল অনেকেই অপরের সম্পদ দখল কিংবা কোন আপনজনকে মামলায় জিতাইবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। আরেক দল লোক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে পেশায় পরিণত করিয়াছে। তাহারা সামান্য পয়সার বিনিময়ে দৈনিক কাচারীতে গিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং উহার বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করা উভয়ই হারাম।

উক্ত হাদীসে কয়েকটি কবীরা গোনাহের কথা বলা হইয়াছে। অপরাপর হাদীসে কবীরা গোনাহের আরো বিস্তারিত বিবরণ আসিয়াছে।

আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারো নামে কসম খাওয়া

৪৪ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারো (নামে) কসম খাইল সে শেরেক করিল।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৯৬

গোনাহের কাজে নজর মানা

৪৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهٖ ـ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদারীর নজর মানে সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্য করে (অর্থাৎ নজর পূরণ করে)। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানীর (অর্থাৎ কোন গোনাহের) নজর মানে সে যেন আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী না করে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৯৭

ফায়দাঃ কোন গোনাহের কাজে মান্নত মানাও গোনাহ্ এবং উহা পূরণ করাও গোনাহ্। যদি কেহ কোন গোনাহের মান্নত মানে তবে তাহার কর্তব্য, সে যেন

উহা পূরণ না করে, বরং কাফ্ফারা আদায় করিয়া দেয়। আর উহার কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারার মত।

আত্মহত্যা করা

৪৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ تَحَسّٰى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَسَمُّهٗ فِيْ يَدِهٖ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهٗ فِيْ يَدِهٖ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا ـ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি পাহাড় হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিল, সে দোজখের আগুনে অনন্তকাল (পাহাড় হইতে) পতিত হইতে থাকিবে। যেই ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করিল, বিষ তাহার হাতেই থাকিবে আর সে দোজখের আগুনে হামেশা উহা পান করিতে থাকিবে। যেই ব্যক্তি কোন লোহা দ্বারা আত্মহত্যা করিল, সে অনন্ত কাল উহা নিজের পেটে বিদ্ধ করিতে থাকিবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৯৯

ফায়দাঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে ইহাও বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি নিজের গলা টিপিয়া (গলায় ফাঁস লাগাইয়া) আত্মহত্যা করিবে, দোজখেও সে নিজের গলা টিপিতে থাকিবে। আর যেই ব্যক্তি বর্শা দ্বারা আত্মহত্যা করিবে, দোজখে সে নিজের পেটে বর্শা বিদ্ধ করিতে থাকিবে।

–বোখারী।

কোন মুসলমানকে হত্যা করা

৪৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّغْفِرَهٗ إِلَّا مَنْ مَّاتَ
مُشْرِكًا أَوْ مَنْ يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ـ

অর্থঃ হযরত আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সকল গোনাহের ব্যাপারেই আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ পাক উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে মোশরেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা ঐ ব্যক্তি যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মোমেনকে হত্যা করে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩০১

৪৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَّأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنْ
رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
اشْتَرَكُوْا فِيْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِي النَّارِ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ এবং হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি আসমান ও জমিনের সকলে মিলিয়া কোন মোমেনের রক্তে শরীক হয় (অর্থাৎ সকলে মিলিয়া তাহাকে হত্যা করে) তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তাহাদের সকলকে উপুড় করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবেন।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩০০

৪৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطْرَ كَلِمَةٍ
لَقِيَ اللّٰهَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اٰيِسٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে সামান্য কথার দ্বারাও সহায়তা করিল, সে (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র সঙ্গে এমন অবস্থায় সক্ষাত করিবে যে, তাহার দুই চক্ষুর মাঝখানে লেখা থাকিবেঃ "আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত"।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩০২

খেয়ানত করা

৫০ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমাদের উপর (অর্থাৎ মুসলমানদের উপর) অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। আর যেই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে খেয়ানত করে সেও আমাদের দলভুক্ত নহে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩০৫

৫১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ رَفَعَهٗ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ
وَجَلَّ يَقُوْلُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ
فَإِذَا خَانَهٗ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ـ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কোন কাজ করে তখন আমি তাহাদের মধ্যে তৃতীয় জন হই (অর্থাৎ ঐ দুই ব্যক্তির সাহায্য করি) যতক্ষণ তাহাদের কেহ আপন সাথীর সঙ্গে খেয়ানত না করে, আর যখনই কেহ আপন সাথীর সঙ্গে খেয়ানত করিয়া বসে, তখন আমি তাহাদের মধ্য হইতে চলিয়া যাই (অর্থাৎ আমার সহায়তা আর থাকে না)।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৫৪

ওয়াদা খেলাফী করা

৫২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا قَالَ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ ـ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এমন ঘটনা অনেক কম ঘটিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিয়াছেন অথচ তখন ইহা বলেন নাই যে, "ঐ ব্যক্তির কোন ঈমান নাই যে আমানতদার নহে, আর ঐ ব্যক্তির কোন দ্বীন নাই যে ওয়াদা পূরণ করে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫

প্রতারণা করা

৫৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرْفَعُ لَهٗ بِقَدْرِ غَدْرِهٖ اَلَا وَلَا غَادِرَ اَعْظَمُ غَدْرًا مِّنْ اَمِيْرِ عَامَّةٍ ـ

অর্থঃ হযরত ছাইদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সকল প্রতারকের

জন্যই একটি করিয়া ঝাণ্ডা হইবে যাহা তাহার প্রতারণা পরিমাণ দীর্ঘ করা হইবে। (অতঃপর এরশাদ করিলেন) খবরদার! যেই ব্যক্তি সাধারণ মানুষের নেতা হইবে তাহার প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গ হইতে বড় প্রতারণা আর কাহারো হইবে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২৩

প্রজাদের অধিকার খর্ব করা

৫৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ وَّالٍ يَّلِىْ رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَّهُمْ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ـ

অর্থঃ হযরত মা'ক্বাল বিন য়াছার রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের মধ্য হইতে কেহ প্রজাদের শাসক হওয়ার পর যদি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে স্বীয় প্রজাদের অধিকার খর্বকারী ছিল, তবে আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২১

ন্যায়পরায়ন শাসক ও জালেম শাসক

৫৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ وَاِنَّ اَبْغَضَ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَشَدَّهُمْ عَذَابًا وَفِىْ رِوَايَةٍ اَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ ـ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের নিকট ঐ বাদশাহ্ অধিক প্রিয় হইবে যে ন্যায়পরায়ন ছিল এবং নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের নিকট অধিক মাবগুয ও শাস্তিযোগ্য হইবে জালেম শাসক। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২২

বিচারে জুলুম করা

৫৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي
النَّارِ فَاَمَّا الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ ـ وَرَجُلٌ
عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ
عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ ـ

অর্থঃ হযরত বুরাইদা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ফায়সালাকারীগণ তিন প্রকার। তাহাদের মধ্যে এক দল জান্নাতে যাইবে আর অপর দুই দল জাহান্নামে যাইবে। যাহারা জান্নাতে যাইবে তাহারা হইল ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা হক ও সত্যকে চিনিয়াছে এবং তদনুযায়ী ফায়সালা করিয়াছে। আরেক দল হইল যাহারা সত্যকে চিনিয়াও অন্যায় ফায়সালা করিয়াছে– ইহারা দোজখে যাইবে। পক্ষান্তরে যাহারা কোন কিছু না বুঝিয়াই লোক সমাজে বিচার–মীমাংসা করে (অথচ কোন্‌টি হক আর কোন্‌টি না হক এই ব্যাপারে তাহাদের কোন ধারণাই নাই) ইহারাও দোজখে যাইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২৪

ক্ষমতাসীনদের অত্যাচারে সাহায্য করা

৫৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَرَاءُ سَيَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ مَنْ دَخَلَ

عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ بِظُلْمِهِمْ فَلَيْسُوْا مِنِّيْ وَلَسْتُ
مِنْهُمْ وَلَنْ يَّرِدُوْا عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ
بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَاُولٰئِكَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُمْ

অর্থঃ হযরত কা'আব বিন উজরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শীঘ্রই আমার পরে জালেম আমীর (শাসক) হইবে। তাহাদের নিকট যাহারা গমন করিবে এবং তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে এবং তাহাদের জুলুমে সাহায্য করিবে তাহারা আমার সঙ্গে নহে এবং আমিও তাহাদের মধ্যে নাই (অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই) আর তাহারা হাউজে (কাউছারে) আমার নিকট আসিবে না। পক্ষান্তরে যাহারা তাহাদের নিকট গমন করে নাই এবং তাহাদের মিথ্যার স্বীকৃতি ও জুলুমে মদদ করে নাই, তাহারা আমার এবং আমিও তাহাদের। তাহারা হাউজে আমার নিকটে আসিবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩২২

জুলুম ও কৃপণতা

৫৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ
عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ ـ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা জুলুম হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা কেয়ামতের দিন জুলুম অন্ধকার হইয়া সামনে আসিবে। আর কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাক, কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদিগকে রক্তপাত ও হারাম কাজে লিপ্ত হইতে উৎসাহিত করিয়াছে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৬৪

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে জুলুম ও কৃপণতার অশুভ পরিণতি বর্ণনা করিয়া উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে বলা হইয়াছে। প্রথমে জুলুম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, উহা অন্ধকার হইয়া সামনে আসিবে। অর্থাৎ নেক আমল যেমন কেয়ামতের দিন নূর ও আলোতে পরিণত হইবে ঠিক তেমনি জুলুম, অন্ধকার ও জুলমতের কারণ হইবে। অন্ধকারে যেমন মানুষ পথ চলিতে পারে না, ঠিক তেমনি অত্যাচারী জালেম হাশরের মাঠে মুক্তির পথ পাইবে না; যতক্ষণ না মজলুমের হক আদায় করিবে।

অনেকে জুলুমের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন উহা 'মুসীবত' হইয়া সামনে আসিবে। উভয় বক্তব্যের পরিণতি অভিন্ন ও সঠিক। তা ছাড়া কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, উহার কারণে পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হইয়াছে। কৃপণতার কারণেই তাহারা পরস্পর রক্তপাত করিয়াছে এবং শরীয়তের বিধান লংঘন করিয়া হারাম কাজে লিপ্ত হইয়াছে। মোটকথা, সম্পদের মোহ হইতে কৃপণতা সৃষ্টি হয়। আর সম্পদের মোহ মানুষকে এতটা বিপথগামী ও বেপরওয়া করিয়া তোলে যে, অবশেষে তাহারা খুন-খারাবীতেও লিপ্ত হইয়া যায়। সম্পদের মোহই মানুষকে বরবাদী ও ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেয়। যেখানে অর্থ খরচ করা ফরজ সেখানে খরচ না করা শুধু কৃপণতাই নহে বরং কবীরা গোনাহ্ও বটে। আর মোস্তাহাব কাজে খরচ না করা হইল ছাওয়াব হইতে মাহ্রূম হওয়ার কারণ।

বান্দার হক নষ্ট করা

৫৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّوَاوِيْنُ ثَلٰثَةٌ دِيْوَانٌ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَدِيْوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللّٰهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَدِيْوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللّٰهُ بِهٖ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ فَذَاكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ وَاِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) তিন প্রকার দফতর হইবে। উহার মধ্যে একটি দফতর এমন, যাহাতে লিপিবদ্ধ গোনাহ্সমূহ আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করিবেন না। উহা হইল শেরেকী গোনাহ্। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার সহিত শরীক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। আরেকটি দফতর এমন যে, আল্লাহ্ পাক (উহাতে লিখিত বিষয়াদি ফায়সালা না করিয়া) উহাকে ছাড়িবেন না। উহা হইল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক জুলুম। আল্লাহ্ পাক পরস্পর হইতে জুলুমের বদলা আদায় করাইবেন। আরেকটি দফতর এমন হইবে যে, উহাতে ঐ সকল অপরাধ (লিখিত) থাকিবে যাহা আল্লাহ্ পাকের হুকুম অমান্য করার দরুন বান্দার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। শেষোক্ত অপরাধসমূহ আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে উভয়বিধ সম্ভাবনাই রহিয়াছে। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪৩৫

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল যে, কোন মানুষের জান-মালের ক্ষতিসাধন কিংবা কাহারো সম্ভ্রম ও মানহানি করা হইলে তাহা ক্ষমা করা হইবে না। যতক্ষণ না উহার বদলা আদায় করা হইবে। আর ঐ বদলা আদায়ের লেনদেন হইবে পাপ-পূণ্য দ্বারা।

৬০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلَا دِرْهَمٌ فَاِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهٖ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি

তাহার ভাইয়ের উপর কোন জুলুম করিয়াছে, সেই জুলুম ইজ্জতের উপর করা হউক অথবা অন্য কোন প্রকার (যেমন, করজ আদায় না করা, খেয়ানত করা, চুরি করা, ঘুষ গ্রহণ করা ইত্যাদি) তবে সে যেন আজই (উহা আদায় করিয়া অথবা ক্ষমা চাহিয়া সমাধা করিয়া লয়) ঐ দিন আসিবার পূর্বে যখন কোন দিনার অথবা দেরহাম থাকিবে না। অন্যথায় জুলুমকারীর নিকট যদি কোন নেক আমল থাকে তবে তাহার নিকট হইতে জুলুম পরিমাণ নেক আমল লইয়া মজলুমকে দিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি ঐ জালেমের নিকট কোন প্রকার নেক আমল না থাকে তবে মজলুমের গোনাহ্‌সমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে (ফলে সে দোজখের আজাব ভোগ করিতে থাকিবে)।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্‌ পৃঃ ৪৩৫

ফায়দাঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা ছাহাবায়ে কেরামগণকে) বলিলেন, তোমরা কি বলিতে পার, গরীব কাহাকে বলে? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, আমরা তো ঐ ব্যক্তিকেই গরীব মনে করি যাহার নিকট কোন অর্থ–সম্পদ নাই। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই গরীব, যে কেয়ামতের দিন নামাজ, রোজা ও জাকাত লইয়া আসিবে আর (তাহার অবস্থা এমন হইবে যে,) সে হয়ত কাহাকেও গালি বা অপবাদ দিয়াছে, কাহারো সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছে, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিয়াছে, সুতরাং তাহার নেক আমলসমূহ তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। উহাতেও যদি তাহাদের হক আদায় না হয় আর তাহার নেকী শেষ হইয়া যায় তবে তাহাদের গোনাহ্‌সমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্‌ পৃঃ ৪৩৫

ঋণী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা

৬১ নং হাদীসঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنُ ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঋণ ব্যতীত শহীদের যাবতীয় গোনাহ্‌ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। – মেশকাতুল মাছাবীহ্‌ পৃঃ ২৫২

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ করিয়া উহা আদায় না করে এবং আদায়ের কোন ব্যবস্থাও না করিয়া শাহাদাত বরণ করে তবে শাহাদাতের কারণে তাহার যাবতীয় গোনাহ্‌ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইলেও তাহার ঋণ ক্ষমা করা হইবে না। কারণ উহা বান্দার হক।

৬২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَّلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِيْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا اَنْ يَّمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً

হযরত আবূ মূসা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হাদীসঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে যেই সকল কবীরা গোনাহ্‌ হইতে আল্লাহ্‌ পাক বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন (যেমন, শিরক, যাদু, হত্যা, মাতা–পিতার অবাধ্যতা ইত্যাদি) আল্লাহ্‌ পাকের নিকট উহা হইতে বড় গোনাহ্‌ হইল ঋণী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা এবং উহা আদায়ের কোন ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়া। – মেশকাতুল মাছাবীহ্‌ পৃঃ ২৫৩

মানুষের দোষ অন্বেষণ ও খারাপ ধারণা পোষণ

৬৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ
الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا
وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কাহারো সম্পর্কে খারাপ) ধারণা পোষণ হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা (ঐ) ধারণা পোষণ হইল একটি ডাহা মিথ্যা বিষয়। আর কে কি করিতেছে উহা জানিবার জন্য নিজের চোখ, কান, ইত্যাদি ব্যবহার করিও না। মানুষের দোষ অন্বেষণ করিয়া ফিরিও না। কেহ দাম করিতে থাকিলে উহাতে যাইয়া মূল্য বৃদ্ধি করিও না। কাহারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিও না। পরস্পর মুখ ফিরাইয়া রাখিও না। আল্লাহ্'র সকল বান্দা ভাই ভাই হইয়া বসবাস কর। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, (অপরের ক্ষতিসাধন করিয়া নিজের সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে) পরস্পর মোকাবেলা করিও না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৭

সম্পর্কচ্ছেদ

৬৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِىْ
كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ
عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ اِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ
اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার সপ্তাহে এই দুই দিন (আল্লাহ্ পাকের দরবারে) মানুষের আমল পেশ করা হয়। আল্লাহ্ পাক সকল মোমেন বান্দার গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন, কিন্তু যেই ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, তাহার গোনাহ্ ক্ষমা করেন না। তাহাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহাদের বিষয়টি স্থগিত রাখ– যতক্ষণ না তাহারা শত্রুতা হইতে বিরত হয়। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

৬৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّهْجُرَ مُؤْمِنًا
فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاِنْ مَرَّتْ بِهٖ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ
رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِى الْاَجْرِ وَاِنْ لَمْ يَرُدَّ فَقَدْ بَاءَ
بِالْاِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মোমেনের জন্য ইহা হালাল নহে যে, সে অপর কোন মোমেনের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। সুতরাং তিন দিন অতিক্রম হইবার পর তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ছালাম করিবে। যদি সে সালামের উত্তর দেয় তবে উভয়ে ছাওয়াবের মধ্যে শরীক হইয়া গেল। আর ছালামের উত্তর না দিলে সে গোনাহ্গার হইবে এবং ছালামদাতা সম্পর্কচ্ছেদের গোনাহ্ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

৬৬ নং হাদীসঃ

وَعَنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ
وَهِىَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ

অর্থঃ হযরত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিদ্বেষের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। আর বিদ্বেষ ও শত্রুতা হইল ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মত বিষয়। (অতঃপর এরশাদ করিলেন) আমি ইহা বলি না যে, চুল ন্যাড়া করিয়া দেয়। বরং উহা দ্বীনকে ন্যাড়া করিয়া দেয়।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

হিংসা করা

৬৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থঃ হযরত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা হিংসা হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ, হিংসা মানুষের নেক আমলকে এমনভাবে খাইয়া ফেলে (অর্থাৎ নষ্ট করিয়া ফেলে) যেমন আগুন জ্বালানী কাষ্ঠকে খাইয়া ফেলে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

ফায়দাঃ আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় বান্দাদের উপর রহমত নাজিল করেন, আর হিংসুক উহা দেখিয়া হিংসায় জ্বলিতে থাকে। অথচ আল্লাহ্ কাহাকেও কিছু দান করিতে চাহিলে দুনিয়ার কেহই উহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু হিংসুক আল্লাহ্'র ফায়সালায় সন্তুষ্ট নহে। সুতরাং সে হিংসার অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইতে থাকে। ইহা নিজের পক্ষ হইতেই নিজের উপর এক আজাব ভিন্ন কিছু নহে।

কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা বা প্রতারণা করা

৬৮ নং হাদীসঃ

عَنْ أَبِي بَكْرِ نِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ

অর্থঃ আবু বকর ছিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মালা'উন (অভিশপ্ত) যে কোন মোমেনের অনিষ্ট করে বা তাহার সঙ্গে প্রতারণা করে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

মানহানি করা

৬৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন কিছু লোক অতিক্রম করিয়াছি যাহাদের নখগুলি ছিল তামার (যাহা দ্বারা) তাহারা স্বীয় চেহারা ও বক্ষস্থলে আঁচড় কাটিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিব্রাইল! ইহারা কাহারা? উত্তরে তিনি জানাইলেন, ইহারা মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করিত এবং তাহাদের সম্ভ্রমহানি করিত।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৯

ফায়দাঃ মানুষের আগোচরে সমালোচনা করা, খোটা দেওয়া ইত্যাদি সবই মানহানির মধ্যে সামিল এবং এই সকল ক্ষেত্রে উপরোক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

অপবাদ দেওয়া

৭০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَكًا يَحْمِىْ لَحْمَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمٰى مُسْلِمًا بِشَىْءٍ يُرِيْدُ بِهٖ شَيْنَهٗ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

অর্থঃ হযরত মোয়াজ ইবনে আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন মোনাফেকের গালমন্দ হইতে রক্ষা করিয়াছে, আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন তাহার জন্য একজন ফেরেস্তা পাঠাইবেন, সে তাহাকে দোজখের আজাব হইতে রক্ষা করিবে এবং যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে অপবাদ দিয়াছে আল্লাহ্ পাক তাহাকে দোজখের পুলের উপর আটকাইয়া রাখিবেন– যতক্ষণ না সে তাহার বক্তব্য হইতে বাহির হইয়া যাইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৪

ফায়দাঃ স্বীয় বক্তব্য হইতে বাহির হইয়া আসিবার অর্থ হইল, কাহারো উপর আরোপিত অপবাদকে সত্য প্রমাণিত করা, কিন্তু তখন কোন মিথ্যা অপবাদকে সত্য প্রমাণিত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং উহার সমাধানের একটি মাত্র পথ হইল, যাহার উপর অপবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে খুশী করা অথবা তাহার গোনাহের বোঝা নিজের মাথায় লইয়া সাজা ভোগ করা।

জুয়া খেলা ও খোঁটা দেওয়া

৭১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ

وَقَمَّارٌ وَّلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মাতা–পিতার নাফরমান, জুয়ারী, খোঁটাদানকারী এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩১৮

ফায়দাঃ যাহারা মাতা–পিতাকে কষ্ট দেয় হাদীসে বর্ণিত عَاقٌ 'আক্' শব্দ দ্বারা তাহাদের কথাই বুঝানো হইয়াছে। তা ছাড়া যাহারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহারাও উহার অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত হাদীসে মাতা–পিতার অবাধ্য, জুয়ারী, খোঁটাদানকারী ও মদ্যপদের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

প্রসঙ্গঃ মদ

দশ ব্যক্তির উপর রাসূলে পাকের (সাঃ) অভিশাপ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىْ لَهَا وَالْمُشْتَرٰى لَهٗ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের ব্যাপারে দশ ব্যক্তির উপর অভিশাপ দিয়াছেন–

১। মদ প্রস্তুতকারক।

২। যে মদ প্রস্তুত করায়।

৩। মদ পানকারী।

৪। মদ বহনকারী।

৫। যাহার জন্য মদ বহন করা হয়।

৬। যে মদ পান করায়।

৭। মদ বিক্রেতা।

৮। মদ ক্রেতা।
৯। যাহার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।
১০। মদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণকারী।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪২

মাদক দ্রব্য হারাম

৭২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহা পান করিলে নেশার সৃষ্টি হয় এমন সকল বস্তু হারাম। – মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩১৭

৭৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

অর্থ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই দ্রব্য পরিমাণে বেশী হইলে নেশা ধরায় উহা কম হইলেও হারাম। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃ ৩১৭

মাদক সেবনের শাস্তি

৭৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ

الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, ইয়ামন হইতে এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের দেশে ভুট্টা হইতে প্রস্তুত পানীয় দ্রব্য যাহাকে মুযর বলা হয় উহা পান করার কি হুকুম তাহা জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি নেশার সৃষ্টি করে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ। তখন নবীজী তাহাকে বলিলেন, যে সকল জিনিস নেশার সৃষ্টি করে উহার প্রত্যেকটিই হারাম। আল্লাহ্ পাক নিজের উপর এই কথা জরুরী করিয়া লইয়াছেন যে, তিনি নেশা পানকারীদের "তিনাতুল খাবাল' পান করাইবেন। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনাতুল খাবাল" কি? উত্তরে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাইলেন, ইহা জাহান্নামীদের গায়ের দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম বা পুঁজ।

বাজনাবাজানো

৭৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعٰلَمِينَ وَهُدًى لِلْعٰلَمِينَ وَأَمَرَنِي رَبِّي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَحَلَفَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِي لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيدِ مِثْلَهَا وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُدُسِ.

অর্থঃ হযরত আবু উমামা রজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক আমাকে গোটা পৃথিবীর জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আর আমার রব আমাকে সকল বাদ্যযন্ত্র, মূর্তি ও ক্রুশ চিহ্নসমূহ ধ্বংস করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় কুসংস্কারের অবসান ঘটাইতেও নির্দেশ দিয়াছেন। আমার রব শপথ করিয়া বলিয়াছেন, যে কেহ এক ঢোক শরাব পান করিবে তাহাকে অবশ্যই ঐ পরিমাণ পূঁজ পান করাইব, আর যেই ব্যক্তি আমার ভয়ে শরাব ত্যাগ করিবে তাহাকে পবিত্র হাউজ হইতে পান করাইব।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ৩১৮

ঢোল বাজানো

৭৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরাব-গোবায়রা পান, জুয়া খেলা ও ঢোল বাজাইতে বারণ করিয়াছেন। তিনি আরো এরশাদ করিয়াছেন, সকল মাদক দ্রব্যই হারাম।

ফায়দাঃ আবিসিনিয়ার লোকেরা তৎকালে এক প্রকার শস্য দ্বারা মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিত, উহকেই 'গোবায়রা' বলা হয়। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, কম হউক বা বেশী হউক সকল প্রকার মাদক দ্রব্যই হারাম। তা ছাড়া গান-বাজনাকে হারাম ঘোষণা দিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন; ঢোল, সারেঙ্গী, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্যই আমি প্রেরীত হইয়াছি।

দাইয়ুস হওয়া

৭৭ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِيْ اَهْلِهِ الْخُبْثَ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক তিন ধরনের লোকের জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(এক) মদ পানকারী।

(দুই) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি।

(তিন) দাইয়ুস। দাইয়ুস বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে স্বীয় স্ত্রী বা পরিবারের অন্য কোন মহিলাকে অন্য পুরুষের সহবাসে দেয় ও তাহার উপার্জন খায়।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩১৮

কাহাকেও কাফের বলা

৭৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهٗ كَذٰلِكَ

অর্থঃ হযরত আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ফাসেক অথবা কাফের বলে, আর প্রকৃত পক্ষে সে যদি কাফের-ফাসেক না হইয়া থাকে তবে মন্তব্যকারীর নিজের উপরই ঐ উক্তি ফিরিয়া আসিবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১১

গালি দেওয়া

৭৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ
قِتَالُهُ كُفْرٌ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের সঙ্গে গালি-গালাজ করা অপরাধ এবং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কুফরীর (সমতুল্য)।
– মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১১

মিথ্যা বলা

৮০ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ
مِيْلًا مِّنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে তখন ফেরেস্তাগণ ঐ মিথ্যা ভাষণের দুর্গন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলিয়া যায়। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৩

চোগলখোরী

৮১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

অর্থঃ হযরত হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। (চোগলখোর বলে ঐ ব্যক্তিকে যে দুই ব্যক্তির মাঝে একের দোষ অন্যের নিকট গাহিয়া ফিরে।) – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১১

দুমুখো স্বভাব

৮২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِّنْ نَّارٍ

অর্থঃ হযরত আম্মার রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়াতে যাহার দুমুখো (স্বভাব) ছিল কেয়ামতের দিন তাহার মুখ হইবে আগুনের। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৩

বিদ্রূপ করা

৮৩ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ
وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানদার ব্যক্তি কখনো অপরাধ, অভিশাপ ও গাল-মন্দকারী হয় না।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৩

অভিশাপ দেওয়া

৮৪ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি কখনো অভিশম্পাতকারী হইতে পারে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৩

৮৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَا بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ

অর্থঃ হযরত ছামুরাহ্ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা পরস্পর এইরূপ বলিও না যে, তোমার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ এবং এইরূপও বলিও না যে, তোমার উপর আল্লাহ্র গজব নাজিল হউক, এইরূপও বলিও না যে, তুমি দোজখে যাও, তুই জাহান্নামে যা। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৩

মন্দভাবে কাহারো বিবরণ প্রদান করা

৮৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِىْ قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ ـ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত সুফিয়া (রাঃ)–এর (দৈহিক গড়নের) কথা উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে, তিনি এইরূপ খাটো। এতদ্শ্রবণে রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এমন কথা বলিয়াছ যাহা সমূদ্রের সঙ্গে মিশাইলে উহাকেও সে নষ্ট করিয়া দিবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৪

মাতা–পিতাকে কষ্ট দেওয়া

৮৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ ـ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মাতা–পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং মাতা–পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪১৯

৮৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ

অর্থঃ হযরত আবু বকরাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলে মানুষের যাবতীয় গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন কিন্তু মাতা–পিতাকে কষ্ট দেওয়া এমন মহাপাপ যাহার শাস্তি আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতেই দিয়া দিবেন।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২১

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

৮৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاتَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যেই কওমের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকিবে সেই কওমের উপর আল্লাহ্র রহমত নাজিল হইবে না। - মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২০

ফায়দাঃ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হইল মাতা-পিতা এবং অপরাপর আত্মীয়গণের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা। ইহা এমন মারাত্মক অপরাধ যে, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিন্নকারী অবস্থান করিবে তাহাদের উপর আল্লাহ্র রহমত নাজিল হইবে না।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া

৯০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ـ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নহে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২২

গণক ও জ্যোতিষের শরণাপন্ন হওয়া

৯১ নং হাদীসঃ

وَحَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَاَلَهٗ شَيْئًا لَمْ يُقْبَلْ لَهٗ صَلٰوةَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

অর্থঃ হযরত হাফছা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, যেই ব্যক্তি কোন গণক, জ্যোতিষ বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করিবে তাহার চল্লিশ রাতের নামাজ কবুল হইবে না। ("চল্লিশ রাত" অর্থ শুধু রাতই নহে, বরং উহার সঙ্গে চল্লিশ দিনও যোগ হইবে। আরবীতে রাত-দিনকে একসঙ্গে শুধু 'রাত' দ্বারা উল্লেখ করা হয়। (বাংলাতে উহার বিপরীত, অর্থাৎ রাত-দিনকে একসঙ্গে শুধু 'দিন' দ্বারা বুঝানো হয়। যেমন কেহ বলিল, আমি তোমাদের বাসায় "তিন দিন" থাকিব। ইহার অর্থ শুধু 'তিন দিন" নহে বরং তিন দিনের সঙ্গে তিন রাতও যুক্ত হইবে -অনুবাদক)। - মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৯৩

মিথ্যা শপথ করিয়া মাল বিক্রয় করা

৯২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَايَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَايُزَكِّيْهِمْ ، قَالَ اَبُوْذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهٗ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ।

অর্থঃ হযরত আবু জর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন প্রকার ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি

দান করিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না। হযরত আবু জর (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ঐ বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পরিচয় কি?

এরশাদ হইলঃ

১। যাহারা টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলাইবে।

২। যাহারা (কাহারো উপকার করিয়া) খোঁটা দিবে।

৩। যাহারা মিথ্যা শপথ করিয়া বিক্রয়ের পণ্য চালু করিবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪৩

ত্রুটি গোপন করিয়া বিক্রয় করা

৯৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهْهُ لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللّٰهِ اَوْلَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهُ

অর্থঃ হযরত ওয়াছেলা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি কোন দ্রব্যের ত্রুটি ক্রেতাকে অবহিত না করিয়া বিক্রয় করিবে, সে হামেশা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকিবে অথবা (এরশাদ করিয়াছেন যে,) তাহার উপর ফেরেস্তাগণ অভিশাপ করিতে থাকিবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৪৯

গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা এবং জমির সীমানা চুরি করা

৯৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْاَرْضِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ـ

অর্থঃ আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্'র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে গায়রুল্লাহ্'র নামে (অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারো নামে কোন প্রাণী) জবাই করে। এবং আল্লাহ্'র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে জমির সীমানা গোপন করে। আল্লাহ্'র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে স্বীয় পিতার উপর অভিশাপ করে এবং আল্লাহ্'র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে (দ্বীনের মধ্যে আক্বীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) নূতন কোন বিষয় প্রচলনকারীকে প্রশ্রয় দেয়। – ছহী মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে কয়েক প্রকার মানুষের উপর অভিশাপ করা হইয়াছে।

এক– ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা গায়রুল্লাহ'র নামে প্রাণী জবাই করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে যেমন কোরবানী ও হজ্বের সময় পশু জবাই করা হয়, অনুরূপভাবে প্রতিমা ও পীর–ফকীরকে খুশী করার উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে তাহাদের উপর অভিশাপ করা হইয়াছে।

দুই– ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা জমির সীমানা চুরি করে। ছহী মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে سَرَقَ এর স্থলে غَيَّرَ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা জমির সীমানা স্থানচ্যুত করে তাহাদের উপরও অভিশাপ করা হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেই এই অপরাধটি অধিক হইয়া থাকে। প্রায়শঃ দেখা যায়, খেতের আইল কাটিয়া উহার অংশবিশেষ নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। অথবা জমির নিশানা সরাইয়া কিংবা চুরি করিয়া অপরের জমি দখলের চেষ্টা করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে পাটোয়ারীকে ঘুষ দিয়া জমির নক্সা পরিবর্তন পূর্বক অবৈধভাবে অন্যের জমি দখল করা হয়। মোটকথা, এই ধরনের অপরাধ যাহারা করে তাহাদের উপর অভিশাপ করা হইয়াছে।

তিন– যাহারা নিজের পিতার উপর অভিশাপ করে তাহাদের উপর লা'নত করা হইয়াছে। আজকাল শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অনেক সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এই অপরাধে লিপ্ত।

চার– ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করা হইয়াছে যেই ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে কোন

বেদ্‌আত বা নূতন বিষয় চালু করিয়াছে। বেদ্‌আত আমলের ক্ষেত্রে হউক কিংবা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, উভয়ই প্রত্যাখ্যাত। অতএব, যেই ব্যক্তি কোন বেদ্‌আতীকে স্থান দিল সে তাহারবেদ্‌আত কর্মে সাহায্য করিল। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সেও অভিশাপের উপযুক্ত।

স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ করা

৯৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا اَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু ইহতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নহে যে কোন স্ত্রীকে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলে অথবা কোন গোলামকে তাহার মনীবের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৮২

ফায়দাঃ স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলার অর্থ হইল, কোন স্ত্রীকে বিবিধ উপায়ে ফুসলাইয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তোলা। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া বেশ আনন্দ পায়। এই শ্রেণীর লোকদের ভয়াবহ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করুন, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেছেন, যাহারা স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে বিগড়াইয়া দেয় তাহারা আমাদের দলভুক্ত নহে।

বংশ পরিবর্তন করা

৯৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَاَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى

غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ۔

অর্থঃ হযরত ছা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া নিজের পিতার পরিবর্তে অপর কাহাকেও পিতা বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার জন্য বেহেস্ত হারাম।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৮৭

ফায়দাঃ আজকাল মহামারী আকারে বংশ পরিবর্তনের হিড়িক শুরু হইয়াছে। ঘটা করিয়া নিজের নামের সঙ্গে সৈয়্যদ, শেখ, ছিদ্দিকী, ফারূকী, ওসমানী, আলাভী, রেজভী ইত্যাদি বংশীয় পরিচয় জুড়িয়া দেওয়া হয়। উপরোক্ত হাদীসে এই জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে।

অহংকারের পরিণতি

৯৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ اِلٰى سِجْنٍ فِيْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ ۔

অর্থ হযরত আমর বিন শোয়াইব (রহঃ) স্বীয় পিতা ও দাদা হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন অহংকারীদের অবস্থা পিপিলিকার ন্যায় হইবে। (অর্থাৎ তাহাদের দেহ হইবে পিপিলিকা সদৃশ এবং ছুরত হইবে মানুষের মত,) চতুর্দিক হইতে তাহারা অপমানিত হইতে থাকিবে, তাহাদের উপর থাকিবে প্রজ্বলিত আগুন, তাহাদিগকে দোজখীদের দেহের রক্ত বা পূঁজ পান করানো হইবে (উহার নামই) "তিনাতুল খাবাল"। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪৩৩

ব্যভিচার

৯৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشِ مُغِيبَةٍ قَيَّضَ اللهُ لَهُ ثُعْبَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ হযরত আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন মহিলার বিছানায় উপবেশন করে যাহার স্বামী ঘরে নাই; তবে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন তাহার উপর একটি অজগর সাপ নিযুক্ত করিবেন।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৭৯

ফায়দাঃ সাধারণতঃ বিবাহিতা মহিলারা স্বামীর অনুপস্থিতিতেই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এই কারণেই উপরোক্ত হাদীসে পাকে স্বামীর অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি কাহারো স্বামী গৃহে উপস্থিত থাকে এবং তাহার সম্মতিক্রমেই স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে সেই ক্ষেত্রেও উহা হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদ্‌বিষয়ে ৭৮ নং হাদীসে আলোচনা করা হইয়াছে যে, স্বামীও মহাশাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হইবে।

ব্যভিচার ও সুদের পরিণতি

৯৯ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ ـ

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন জনপদে ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপকতা লাভ করে তখন তাহারা নিজেদের উপর আল্লাহ্‌র

আজাব অবধারিত করিয়া লয়।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৮

১০০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَنَا أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ব্যভিচার করে এবং শরাব পান করে, আল্লাহ্ পাক তাহার ঈমানকে এমনভাবে বাহির করিয়া দেন যেমন মানুষ স্বীয় মাথার উপর দিয়া (দেহের পরিধেয়) জামা বাহির করিয়া ফেলে। – আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩

ফায়দাঃ কোন কোন রেওয়ায়েত মতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ব্যভিচার করে তাহার ঈমান চলিয়া যায়, তবে তখন যদি সে তওবা করে তবে তাহার তওবা কবুল হইবে।

বৃদ্ধ বয়সে ব্যভিচার করা

১০১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ـ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক (নিম্ন বর্ণিত) তিন প্রকার মানুষের সঙ্গে কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি (রহমতের নজরে) দেখিবেন না, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না এবং তাহাদের

উপর ভয়ানক আজাব হইবে-

[এক] বৃদ্ধ ব্যভিচারী।

[দুই] মিথ্যাবাদী রাজা।

[তিন] বিত্তহীন অহংকারী।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫

ফায়দাঃ ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ এবং অহংকার এই তিনটিই কবীরা গোনাহ্ বটে। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে এই তিনটি গোনাহ্‌কে বিশেষভাবে উল্লেখের তাৎপর্য হইল- বৃদ্ধ বয়সে মানুষের নারী সম্ভোগের বিশেষ কোন স্পৃহা থাকে না। সুতরাং এই বয়সে ব্যভিচার করিলে অধিক পাপ হইবে। এমনিভাবে রাজা বাদশাহ্ ও ক্ষমতাবান সমাজপতিদের মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না, তাই তাহাদের মিথ্যা বলা অধিক অপরাধ। (আর বিত্তবানদের জন্য তো অহংকার করা গোনাহ্ বটেই কিন্তু) যাহার কোন অর্থ-বিত্ত ও গর্ব করিবার মত কোন সম্পদ নাই সে যদি অহংকার করে তবে তাহার এই মিথ্যা গর্বে পাপও অধিক হইবে।

বিকৃত যৌন সঙ্গম ও সমমৈথুন

১০২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُوْنٌ مَّنْ اَتَى امْرَاَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا ۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মালাউন (অভিশপ্ত) যে নিজের স্ত্রীর মলদ্বার দিয়া সহবাস করে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৭৬

১০৩ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى رَجُلًا
اَوِ امْرَاَةً فِيْ دُبُرِهَا ۔

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তিকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখিবেন না যেই ব্যক্তি কোন পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে তাহার মলদ্বার দিয়া যৌন বাসনা চরিতার্থ করে।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৯

ফায়দাঃ নিজের স্ত্রী বা কোন বালকের মলদ্বার দিয়া যৌন সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম।

১০৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَى النِّسَاءَ فِيْ اَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মহিলাদের পশ্চাৎপথে যৌন সঙ্গম করিল, সে কুফরী কর্ম করিল।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০

১০৫ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ
اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُوْمَ الْاَرْضِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ كَمَهَ اَعْمٰى عَنِ
السَّبِيْلِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ
تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ قَالَهَا
ثَلَاثًا فِيْ عَمَلِ قَوْمِ لُوْطٍ ۔

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ যে গায়রুল্লাহর জন্য (কোন প্রাণী) জবাই করে, এবং ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেন যে জমির নিশানা স্থানচ্যুত করে এবং ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ যে অন্ধকে পথচ্যুত করে (অর্থাৎ সঠিক পথ হইতে সরাইয়া ভুল পথ ধরাইয়া দেয়) এবং ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ অভিশাপ করিয়াছেন যে স্বীয় মাতা-পিতাকে গালি দেয়, আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করিয়াছেন যে স্বীয় গোলাম-বাঁদীকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সাথে বেলা'র সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করিয়াছেন যে লূত আলাইহিস্‌সালামের কওমের আচরণ করে- শেষোক্ত বাক্যটি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার বলিয়াছেন।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০

ফায়দাঃ "স্বীয় গোলাম-বাদীকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সাথে বেলা'র সম্পর্ক স্থাপন" এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে গোলাম-বাঁদী সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান জানা আবশ্যক। শরীয়তসম্মত গোলাম-বাঁদীকে আজাদ করার পরও তাহাদের সঙ্গে এক প্রকার বিশেষ সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকিত, উহাকে 'বেলা' বলা হয়। পরবর্তীতে মুসলমানগণ জেহাদ ত্যাগ করিলে তাহারা এই নেয়ামত ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের মঝে সমমৈথুনের ব্যাপক প্রচলন ছিল, হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের ন্যায় আচরণ করার প্রতি তিনবার অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে এই অপকর্ম যে তিনি কত বেশী ঘৃণা করিতেন, তাহা পূর্ণভাবে বুঝে আসে।

• খুশবু লাগাইয়া পুরুষদের সামনে যাওয়াও ব্যভিচার

১০৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِي مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْاَةُ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ

بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِيْ زَانِيَةً

অর্থঃ হযরত আবু মূছা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গায়রে মহরম বা পরপুরুষকে দর্শনকারী সকল চক্ষুই ব্যভিচারিণী, আর মহিলারা যদি খুশবু লাগাইয়া কোন মজলিসের পার্শ্ব দিয়া গমন করে তবে সে 'এইরূপ' 'এইরূপ' (এইরূপ এইরূপ বলার দ্বারা "ব্যভিচারিনী" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে)।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড পৃঃ ৮৪

কু-দৃষ্টি

১০৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِيْ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই চক্ষু, দুই পা এবং লজ্জাস্থান ব্যভিচার করে।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬

ফায়দাঃ অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, চোখের যিনা হইল দেখা, মুখের যিনা কথা বলা, কানের যিনা শ্রবণ করা এবং হাতের যিনা স্পর্শ করা। অন্তরে সৃষ্টি হয় কামনা এবং যৌনাঙ্গ উহাকে কার্যকর করে অথবা তাহা অপূর্ণ থাকে (অর্থাৎ সুযোগ হইলে মনের কামনা যৌনাঙ্গ দ্বারা চরিতার্থ হয় আর সুযোগ না পাইলে উহা অপূর্ণ থাকিয়া যায়)। কিন্তু দেহের অন্যান্য অঙ্গ যেই যিনা করিয়াছে উহার গোনাহ্ অবশ্যই হইবে।

বিজাতীয় অনুকরণ

১০৮ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি অন্য কোন কওমের অনুকরণ করিবে সে তাহাদের মধ্যেই গণ্য হইবে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৭৫

ফায়দাঃ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি কর্ম ও বিশ্বাস এবং আমল–আখলাকের ক্ষেত্রে বিজাতীয় ধ্যান–ধারণা, তাহাদের কৃষ্টি–কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসরণ করিবে সে তাহাদের দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

দাড়ি কাটা

১০৯ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ اَوْفِرُوا اللُّحٰى وَ
اَحْفُوْا الشَّوَارِبَ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দাড়ি খুব লম্বা কর এবং গোঁফ ভাল করিয়া কাটিয়া ফেল। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮০

ফায়দাঃ দাড়ি চাঁছা বা কাটিয়া এক মুঠি পরিমাণের কম করা হারাম।

গোঁফ বড় করা

১১০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَّمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهٖ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থঃ হযরত জায়েদ বিন আরকাম রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি স্বীয় গোঁফ চাঁছিবে না সে আমাদের দলভুক্ত নহে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮১

ফায়দাঃ যাহারা বড় বড় গোঁফ রাখেন এবং গোঁফ খাটো করাকে শানের খেলাফ মনে করেন তাহারা উপরোক্ত হাদীস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

কৃত্রিম চুল ব্যবহার এবং শরীর খোদাই করিয়া উল্কি অঙ্কন করা

১১১ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করিয়াছেন (নিজে বা অপর কাহারো দ্বারা কৃত্রিম) চুল সংযোজনকারিনীর উপর এবং (নিজে বা অপর কাহারো দ্বারা) শরীর খোদাই করিয়া নকশা বা উলকি অঙ্কন কারিনীর উপর।

– আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২০

ফায়দাঃ আরবের মহিলাগণ মাথার চুল স্ফীত ও লম্বা করার জন্য কৃত্রিম চুল বা অন্য মহিলাদের চুল ব্যবহার করিত। যাহারা এইরূপ করিত বা করাইত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উপর অভিশাপ করিয়াছেন। ভারতের হিন্দু মহিলাদের মধ্যে এই পদ্ধতি এখনো চালু আছে। ফলে মুসলিম রমণীরাও উহার অনুকরণ শুরু করিয়াছে। আর আজকাল পুরুষদের মধ্যেও কৃত্রিম চুল ব্যবহারের রেওয়াজ শুরা হইয়াছে। যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাও হাদীসের বর্ণিত অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১১২ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِىْ ذٰلِكَ، فَقَالَ وَمَالِىْ لَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا "

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল মহিলার উপর অভিশাপ করিয়াছেন যাহারা শরীর খোদাই করে বা করায়, যাহারা মুখের চুল উপড়াইয়া ফেলে, সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নিজের দন্ত ঘষিয়া সরু বানায়– যাহার ফলে আল্লাহ্‌র বানানো দাঁতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। হযরত ইবনে মাসউদের এই বক্তব্যের উপর জনৈক মহিলা আপত্তি উথাপন করিলে তিনি বলিলেন, আমি ঐ ব্যক্তির উপর কেন অভিশাপ দিব না যাহার উপর স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়াছেন? আল্লাহ্‌র কিতাবেও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলা হইয়াছে–

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থঃ আর রাসূল তোমাদিগকে যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ কর, আর যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন, তাহা হইতে বিরত থাক।

– আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২০

ফায়দাঃ পূর্ববর্তী বর্ণনায় কৃত্রিম চুল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। পরের হাদীসে যেই সকল মহিলা চেহারার চুল উপড়াইয়া ফেলে তাহাদের উপর লা'নতের কথা বলা হইয়াছে। অনেক মহিলা চোখের ভ্রূকে বিশেষ ভঙ্গীমায় রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উহার অংশবিশেষকে উপড়াইয়া ফেলে। যাহারা সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে ঘর্ষণ করিয়া দুই দাঁতের মাঝে ফাক সৃষ্টি করে তাহাদের উপরও অভিশাপ করা হইয়াছে।

নারী ও পুরুষ পরস্পরের পোশাক পরিবর্তন করা

১১৩ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ـ

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক ঐ পুরুষের উপর অভিশাপ করিয়াছেন, যে নারীর ছুরত ধারণ করে এবং আল্লাহ্ পাক ঐ নারীর উপর অভিশাপ করিয়াছেন যে, পুরুষের ছুরত ধারণ করে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮০

সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করা

১১৪ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনাম অর্জনের জন্য পোশাক পরিধান করিবে আল্লাহ্ পাক আখেরাতে তাহাকে জিল্লতী ও অপমানের পোশাক পরাইবেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৭৫

মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কার পরা

১১৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اَمَا لَكُنَّ فِىْ

الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى
ذهبا تظهره إلا عذبت به

অর্থঃ হযরত হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু আনহার বোন বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে রমণীগণ! রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিলে কি তোমাদের চলে না? (অর্থাৎ রূপার অলঙ্কারেই তুষ্ট থাকা চাই, ইহার ব্যবহারে মনে অহঙ্কার ও তাকাব্বুরী সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না। অতঃপর তিনি এরশাদ করেন,) খবরদার! তোমাদের মধ্যে কোন নারী যদি (মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কার ব্যবহার করে তবে উহার জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৭৯

উলঙ্গ নারী

১১৬ নং হাদীসঃ

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، و
نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
لتوجد من مسيرة كذا كذا۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দোজখীদের দুইটি দল আমি দেখিতে পাই নাই (তাহারা আমার পরে জাহির হইবে)ঃ

(এক) এক দল লোক গরুর লেজের মত কোড়া দ্বারা মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করিয়া ফিরিবে।

(দুই) এক শ্রেণীর মহিলা কাপড় পরিধান করিয়াও উলঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে। (তাহারা পর পুরুষকে নিজের দিকে) আকৃষ্টকারিণী হইবে, (নিজে তাহাদের

দিকে) আকৃষ্ট হইবে। তাহাদের মাথা উটের পৃষ্ঠদেশের মত (স্ফীত) হইবে। এই শ্রেণীর মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাইবে না, অথচ জান্নাতের খুশবু বহু দূর হইতেও অনুভব করা যাইবে।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩০৬

ফায়দাঃ অর্ধনগ্ন ও আঁট–সাঁট পোশাক ব্যবহারকারিণী নারীগণ উপরোক্ত হাদীসের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন।

পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় পরা

১১৭ নং হাদীসঃ

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من
الإزار في النار۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পায়ের গোড়ালীর যেই অংশটুকু পায়জামার নীচে থাকিবে উহা জাহান্নামে যাইবে।

ফায়দাঃ পায়ের গোড়ালীর নীচে পায়জামা হউক বা অন্য কোন কাপড় যেমন, সেলোয়ার, লুঙ্গী, লম্বা জামা, আবা ইত্যাদি সবই গোড়ালীর নীচে নামানো হারাম। এই অংশটুকু জাহান্নামে যাইবে অর্থাৎ এই অন্যায়ের জন্য জাহান্নামে যাইতে হইবে।

পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার করা

১১৮ নং হাদীসঃ

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث
من أمتي وحرم على ذكورها۔

অর্থঃ হযরত আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার (আল্লাহ্‌র তরফ হইতে) হালাল করা হইয়াছে এবং আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দুইটি বস্তু হারাম করা হইয়াছে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৭৫

ঘরে কুকুর ও ছবি রাখা

১১৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَ لَا تَصَاوِيْرُ۔

অর্থঃ হযরত আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ঘরে (রহমতের) ফেরেস্তা প্রবেশ করে না যেই ঘরে কুকুর বা ছবি আছে।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮৫

ছবি তৈরী করা

১২০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ الْمُصَوِّرُوْنَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হইল চিত্রকর বা ছবি প্রস্তুতকারী।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮৫

ফায়দাঃ হাতে ছবি অঙ্কন করা বা ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলা অর্থাৎ যে কোন উপায়ে কোন প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা সম্পূর্ণ হারাম। তবে বৃক্ষ, পাহাড়, মসজিদ ইত্যাদির ছবি প্রস্তুত করা হারাম নহে।

১২১ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهٗ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهٗ فِيْ جَهَنَّمَ

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সকল চিত্রকরই জাহান্নামে যাইবে। চিত্রকরের সকল ছবিকেই সেদিন প্রাণ দান করা হইবে (অতঃপর) তাহারা ঐ চিত্রকরকে শাস্তি দিবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একান্তই যদি কিছু করিতে চাও তবে কোন বৃক্ষ বা প্রাণহীন ছবি প্রস্তুত করিতে পার।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৮৫

জ্যোতিষ বা গণকের নিকট গমন করা

১২২ নং হাদীস

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ بِمَا يَقُوْلُ أَوْ أَتٰى امْرَأَتَهٗ حَائِضًا أَوْ أَتٰى امْرَأَتَهٗ فِيْ دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন জ্যোতিষ বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করিল এবং তাহার ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং যেই ব্যক্তি হায়েজ বা মাসিক ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করিল বা স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহার করিল সে ঐ দ্বীন হইতে পৃথক হইয়া গেল

যাহা মোহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৩৯৩

সম্পর্ক ছিন্ন করা

১২৩ নং হাদীসঃ

وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

অর্থঃ হযরত আবু আইউব আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের জন্য ইহা বৈধ নহে যে, সে তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে, সাক্ষাত হইলে পরস্পর মুখ ফিরাইয়া রাখে। তাহাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে (পরস্পরের মাঝে সৃষ্ট এই বৈরী ভাব অবসানের উদ্দেশ্যে) প্রথম ছালাম করে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৭

১২৪ নং হাদীসঃ

وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেস্তের ফটক খুলিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ সকল বান্দাকে

ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয় যাহারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করে নাই, কিন্তু (ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না) যাহার অন্তর কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি হিংসা পোষণ করে। তাহার সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহাকে সুযোগ দাও; যতক্ষণ না সে তাহার সঙ্গে সন্ধি করিয়া লয়।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

১২৫ নং হাদীসঃ

وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রায়িল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়া ছেন, কোন মুসলমানের জন্য ইহা হালাল নহে যে, সে তাহার ভ্রাতার সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। যদি সে তাহার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে, আর ঐ অবস্থায় সে মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাইবে।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

১২৬ নং হাদীসঃ

وعن ابي خراش السلمي رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه

অর্থঃ হযরত আবু খারাশ ছুলামী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের সঙ্গে এক বছর পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন রাখিল, (তাহার অপরাধ এইরূপ) যেন সে তাহার ভাইকে খুন করিল। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪২৮

জোরপূর্বক ইমামতী করা

১২৭ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لَا تُرْفَعُ لَهُمْ صَلٰوتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ -

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এইরূপ যাহাদের নামাজ তাহাদের মাথা হইতে কবুলিয়াতের মাকামের দিকে অর্ধ হাতও উঠানো হয় না, (অর্থাৎ তাহাদের নামাজ কবুল হয় না।)

(এক) ঐ ইমাম যাহার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নাই।

(দুই) ঐ নারী যে এমন অবস্থায় রাত্রি যাপন করিল যে, তাহার স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট নহে।

(তিন) এমন দুই ভাই যাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন রহিয়াছে।

— মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১০০

ফায়দাঃ ইমাম সাহেব যদি শরীয়তের বিবেচনায় ইমামতীর যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন তবে তিনি উপরোক্ত হাদীসের আওতায় পড়িবেন না।

মানুষের নিকট কিছু চাওয়া

১২৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ -

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী

করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকেরা বরাবর মানুষের নিকট ভিক্ষা চাহিতে থাকে, অবশেষে তাহারা কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হইবে যে, তাহাদের চেহারায় সামান্য গোস্তও থাকিবে না। (ফলে মানুষ দূর হইতেই তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে যে, দুনিয়াতে ইহারা মানুষের নিকট চাহিয়া বেড়াইত। দুনিয়াতেই তাহারা নিজেকে অপমান করিয়াছে, এখন আখেরাতেও সকলের সম্মুখে অপদস্থ হইল)।

— মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১২০

১২৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট প্রার্থনা করে সে যেন (আগুনের) কয়লা প্রার্থনা করিল, (অর্থাৎ তাহার সঞ্চিত সম্পদ দোজখের আগুনের কয়লা হইয়া তাহাকে দাহ করিবে।) এখন ইচ্ছা করিলে সে উহাকে বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করিতে পারে।

মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৬২

ফায়দাঃ আজকাল বহু পেশাদার ভিক্ষুক বিবিধ উপায়ে মানুষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই বর্ণিত হাদীসের আওতায় পড়িবে।

মাতম করা

১৩০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নহে যে (কাহারো মৃত্যুতে মাতম করিয়া) মুখে আঘাত করে, জামার কলার ছিড়িয়া ফেলে এবং জাহেলিয়াতের দোহাই দেয়। (অর্থাৎ জাহেলী যুগের এই প্রথাকে অনুসরণ করে এবং তাহা সকলেই করে বলিয়া দোহাই দেয়)।
– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫০

১৩১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَرِئٌ مِّمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ ـ

অর্থঃ হযরত আবু মুছা আশয়ারী রাজ্বিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই যে (শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে) মাথা ন্যাড়া করে, চিৎকার করে এবং কাপড় ছিড়িয়া ফেলে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫০

১৩২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي مَالِكِ نِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ ـ

অর্থঃ হযরত আবু মালেক আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মাতমকারিণী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তবে কেয়ামতের দিন তাহাকে এমন অবস্থায় দাড় করানো হইবে যে, তাহার পরনে খুজলির জামা এবং কিতরানের পায়জামা থাকিবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫০

ফায়দাঃ কিতরান আরবের একটি বৃক্ষের নাম। এই বৃক্ষ হইতে নিসৃত দুধের মত তরল পদার্থ চুলকানি নিবারণের জন্য দেহে মালিশ করা হইত। হাশরের দিন মাতমকারিণী হিমলার সারা দেহে চুলকানি ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর উহার উপর কিতরানের দুধ মালিশ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাকে খুজলির জামা ও কিতরানের পায়জামা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ‘কিতরান’ তাহার চুলকানি নিবারণের পরিবর্তে উহাকে আরো উত্তেজিত করিয়া তাহাকে আজাব দিতে থাকিবে।

১৩৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতমকারিণী মহিলা এবং (তাহার মাতম) শ্রবণকারিণীর উপর অভিশাপ দিয়াছেন। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫১

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা

১৩৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ ـ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির যদি দুইজন স্ত্রী থাকে আর সে যদি তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করে তবে কেয়ামতের দিন সে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় হাজির হইবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৭৯

স্বামীর অবাধ্যতা

১৩৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلٰى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে বিছানায় আহবানের পর স্ত্রী যদি উহাতে সাড়া না দেয় আর স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তবে ভোর হওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর উপর ফেরেস্তাগণ অভিশাপ করিতে থাকিবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্

ফায়দাঃ হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় স্বামীর কর্তব্য হইল স্ত্রী সহবাস না করা এবং স্ত্রীর কর্তব্য হইল স্বামীকে সহবাসের সুযোগ না দেওয়া।

বেপর্দা হওয়া

১৩৬নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ـ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নারী হইল লুকাইয়া রাখার বস্তু। যখন সে (বেপর্দা) বাহির হইবে তখন শয়তান তাহার উপর নজর দিতে থাকিবে। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৬৯

ফায়দাঃ অর্থাৎ নারী যখন বেপর্দা অবস্থায় বাহির হয় তখন স্বয়ং শয়তান এবং শয়তানের অনুগত চরিত্রহীন লোকেরা তাহার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কুদৃষ্টির গোনাহ্ তখন হইতেই লেখা হইতে থাকে। আর এই "কুদৃষ্টি" হইল

ব্যভিচারের প্রথম সোপান।

শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সঙ্গে বেপর্দার পরিণতি

১৩৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ـ

অর্থঃ হযরত ওকবা বিন আমের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, খবরদার! তোমরা (গায়রে মাহরাম) স্ত্রীলোকের গৃহে প্রবেশ করিও না। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! স্ত্রীলোকের শ্বশুরালয়ের পুরুষদের (দেবর বা ভাশুরদের) সম্পর্কে কি হুকুম? এরশাদ হইল, শ্বশুরালয়ের পুরুষ-আত্মীয় তো মৃত্যুতুল্য।১ – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৮৬

১। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয় স্বজনকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ মহিলাদের দেবর, ভাশুর, নন্দাই প্রমুখ আত্মীয়দের সঙ্গে গভীরভাবে পর্দা করা উচিত। পর্দা তো সকল পুরুষের সঙ্গেই জরুরী, তবে এদের সামনে আসিতে এমন ভয় করা উচিত যেমন মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে। কারণ এই সকল আত্মীয় স্বজনকে একান্ত আপন মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে হাসি তামাশা ও কৌতুক করা হয়। স্বামীভাবেন, এরা তো নিজেদের লোক, এদেরকে কি করিয়া বাঁধা দেই? শয়তান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া ক্রমে উভয়কে অপরাধের দিকে আকর্ষণ করে। একজন পরপুরুষের তুলনায় নিকটাত্মীয়দের দ্বারা এই অপরাধ সংঘটন অধিক সহজ। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সঙ্গে বিশেষভাবে পর্দার তাকীদ করিয়াছেন। –অনুবাদক।

গায়রে মাহ্‌রামের সঙ্গে অবস্থান করা

১৩৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

অর্থঃ হযরত ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখনই কোন (গায়রে মাহ্‌রাম) নারী পুরুষ নির্জনে একত্রিত হয তখন নির্ঘাত শয়তান তাহাদে তৃতীয় জন হয় (যে তাহাদিগকে অপরাধের দিকে আকর্ষণ করে)। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৬৯

কাহারো ছতর দেখা বা নিজের ছতর দেখানো

১৩৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَّلَا مَيِّتٍ -

অর্থঃ হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আলী! নিজের উরু (অন্য কাহারো সম্মুখে) উলঙ্গ করিও না এবং কোন জীবিত বা মৃতের উরুর দিকে তাকাইও না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৬৯

আহারের যোগান না দেওয়া

১৪০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُّضِيْعَ مَنْ يَّقُوْتُ -

অর্থঃ আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ গোনাহ্‌গার হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তাহার জিম্মায় যেই সকল মানুষের আহার যোগানোর দায়িত্ব রহিয়াছে সে উহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। (অর্থাৎ তাহাদের আহার যোগান দেয় না।) – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২৯০

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে বিবি–বাচ্চা, মাতা–পিতা এবং গৃহপালিত পশু ইত্যাদি সকলের আহারের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকেই স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়া উচিত।

প্রস্রাব হইতে সতর্ক না হওয়া

১৪১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবরের অধিকাংশ আজাব পেশাবের কারণে হইয়া থাকে। – মোসতাদরাকে হাকিম ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩

ফায়দাঃ যাহারা পেশাবের ছিটা, ঢিলা–কুলুখ ইত্যাদির এহ্‌তেমাম করেন না এবং ভালভাবে পাক ছাফ না হইয়াই উঠিয়া যান তাহারা উপরোক্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন।

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ তরক করা

১৪২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَيَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ -

অর্থঃ হযরত হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ পবিত্র জাতের কসম যাহার (কুদরতী) হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করিতে থাক; অন্যথায় শীঘ্রই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আজাব আসিবে। অতঃপর তোমরা দোয়া করিলে তোমাদের দোয়া কবুল করা হইবে না। – মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪৩৬

১৪৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهٗ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্‌সালামকে হুকুম করিলেন যে, অমুক বস্তিকে উহার অধিবাসী সহ উল্টাইয়া দাও। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! ঐ বস্তিতে আপনার এমন এক বান্দা বসবাস করেন যিনি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আপনার নাফরমানী করেন নাই (তাহাকে সহইকি উল্টাইয়া দিব?) এরশাদ হইল, তাহাকেসহ সকল অধিবাসী সমেত উল্টাইয়া দাও। কেননা (বস্তিবাসীদের নাফরমানী দেখিয়াও) তাহার চেহারা কখনো মলিন হয় নাই। (অর্থাৎ সে নিজে এবাদতগুজার ছিল বটে, কিন্তু বস্তিবাসীকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী হইতে বাঁধা প্রদান তো দূরের কথা উহা দেখিয়া তাহার চেহারাতেও কোন দিন ভাবান্তর সৃষ্টি হয় নাই)।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৪৩৯

হযরত ছাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা

১৪৪ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِيْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ۔

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লা বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, যখন তোমরা ছাহাবা কেরামের সমালোচনাকারীদিগকে দেখিবে তখন তাহাদিগকে বলিবে যে, তোমাদের অপরাধের দরুন আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হউক।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৫৫৪

১৪৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِيْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ

অর্থঃ আবু ছাইদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার ছাহাবাগণকে মন্দ বলিও না। কেননা (আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাহাদের মরতবা এইরূপ যে,) নিঃসন্দেহে যদি কেহ ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে তবুও উহা ছাহাবাদের এক মুদ ও উহার অর্ধ পরিমাণের সমানও হইবে না।

– মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৫৫৩

অবৈধ অসিয়ত করা

১৪৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ

سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ
فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ - إِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে এমন মহিলা ও পুরুষ আছে যাহারা ষাট বৎসর যাবৎ আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদারী করে, অতঃপর যখন মৃত্যু ঘনাইয়া আসে তখন (অবৈধ) অসিয়ত করিয়া ওয়ারিশগণের ক্ষতিসাধন করে। ফলে দোজখ তাহাদের উপর ওয়াজিব হইয়া যায়। অতঃপর হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত তেলাওয়াত করেন–

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ - إِلٰى قَوْلِهِ
تَعَالٰى وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থঃ ...... অছিয়ত পূর্ণ করার পর– যেই অছিয়ত করা হইয়াছে, ঋণ (শোধ)– এর পর, এই শর্তে যে, (অছিয়তকারী ওয়ারেছদের) কাহারো ক্ষতি না করে, এই নির্দেশ আল্লাহ্র তরফ হইতে করা হইয়াছে। আর আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল। এই বর্ণিত নির্দেশাবলী আল্লাহ্র আহকাম। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে এইরূপ বেহেস্তসমূহে দাখিল করিবেন যাহার তলদেশে নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, তাহারা অনন্তকাল উহাতে অবস্থান করিবে; আর ইহা বিরাট সফলতা।

– সুরা নেছা রুকু ২

শেষ নিবেদন

আল্ হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ্ পাকের লাখ লাখ শুক্‌র যে, তিনি এই মূল্যবান গ্রন্থটি শেষ করার তওফীক দান করিয়াছে। দ্বীনী কিতাব কোন বিনোদন গ্রন্থ নহে, বরং উহা পাঠ করিতে হইবে আমলের নিয়তে। অতীতের তুলনায় বর্তমানে ধর্মীয় গ্রন্থের পাঠক বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে উন্নতি হইয়াছে কম।

পাঠকবর্গের নিকট আমার বিশেষ নিবেদন, কিতাবটিকে বার বার পাঠ করুন এবং উহার আলোকে নিজের হালাতের পর্যালোচনা করুন। পরকালের স্থায়ী জীবনকে সামনে রাখিয়া দুনিয়ার যাবতীয় পাপ–পঙ্কিলতা পরিহার পূর্বক শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করুন।

মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত সত্য। আজ দুনিয়াতে যাহারা পাপ করিবে পরকালে তাহারা উহার শাস্তি ভোগ করিবে, অস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করিয়া যাহারা শরীয়তের বিধান মান্য করিবে পরকালে তাহারা চিরস্থায়ী সুখ লাভ করিবে। আল্লাহ্ পাকের এই বিধান চিরসত্য, ইহাতে কোন ভুল নাই। অথচ এই সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়াও আমরা পাপ ও গোনাহের পথ ত্যাগ করিতেছি না। জীবন ও যৌবনের সকল শক্তিমত্তা উত্তীর্ণের পর বার্ধক্যে আসিয়াও আমরা পাপের পথ পরিহার করিতেছি না। জীবন সায়াহ্নে এক পা যখন কবরে চলিয়া গিয়াছে তখনো যদি আমরা পাপের পথ হইতে ফিরিয়া না আসি তবে উহার অর্থ হইবে, হয় আমরা কোরআন–হাদীসে বর্ণিত পরকালকে বিশ্বাস করিতেছি না অথবা জানিয়া শুনিয়াই আখেরাতের কঠিন আজাব ভোগ করিতে প্রস্তুত হইতেছি।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

অর্থঃ আর প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য করা উচিৎ যে, সে আগামীকল্যের জন্য কি প্রেরণ করিয়াছে। – ছুরা হাশর রুকুঃ ৩

বস্তুতঃ আত্মসমালোচনাই হইল জীবনের পরিশুদ্ধি ও আত্মার উন্নতিসাধনের অন্যতম উপায়। সর্বদা এই বিষয়ে চিন্তা করা যে, অতীত জীবনে কি করিয়াছি, আল্লাহ্‌র বিধান কতটুকু লংঘিত হইয়াছে, পূণ্য ও নেক আমল যাহা করা হইয়াছে উহা কতটুকু বিধিসম্মত হইয়াছে, আমলের মধ্যে এখলাস ও রিয়ার অবস্থান কিরূপ- ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সামনে রাখিয়া যখন আত্মসমালোচনা করা হইবে, তখন জীবনের পাপ-পূণ্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাইবে। এই মোরাকাবার মাধ্যমে মানুষ যখন দেখিতে পাইবে যে, অতীত জীবনে জমার খাতায় পূণ্য বলিতে যাহা জমা হইয়াছে উহার বিপরীতে পাপ ও গোনাহের এক সুবিশাল পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহার মনে সৃষ্টি হইবে অনুশোচনা। এই অনুশোচনাই হইল 'তওবা' যাহার পথ ধরিয়া মানুষ পাপ ও গোনাহ্ হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহ্‌র পথে ধাবিত হয়।

বস্তুতঃ মোমেন ব্যক্তি আখেরাতের ব্যাপারে কখনো বে-ফিকির ও শঙ্কামুক্ত থাকিতে পারে না। মোমেনের শান হইল, সকল সময় সে জীবনের পাপ-পূণ্যের খতিয়ান তলাইয়া দেখিতে থাকিবে এবং নফ্‌স ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ পূর্বক গোনাহ্ হইতে বিরত থাকিয়া বেশী বেশী নেক আমল করিতে থাকিবে।

আমার মুসলমান ভাই সকল! সময় থাকিতে সতর্ক হউন, গোনাহ্ ত্যাগ করিয়া এখলাসের সহিত নেক আমলে তরক্কী করিতে থাকুন, তবেই আখেরাতে দোজখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া জান্নাত লাভ করা যাইবে। ইহাই আসল কামিয়াবী।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط

অর্থঃ অতএব, যাহাকে দোজখ হইতে রক্ষা করা হইল এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হইল, ফলতঃ সে পূর্ণ সফলকাম হইল।

– ছূরা আল ইমরান, রুকুঃ ১৯

উপরোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে বলিতেছে, দোজখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জান্নাত লাভ করাই প্রকৃত কামিয়াবী।

মানুষ দুনিয়ার অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতাকে কামিয়াবী মনে করিতেছে। দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হইতেছে। আল্লাহ্‌র নাফরমানী এবং পাপের মাধ্যমে যাহা হাসিল হয় তাহা কখনো মানুষের জন্য কল্যাণ বহিয়া আনিবে না। বরং খালেছ দিলে যাবতীয় পাপ হইতে তওবা করিয়া হকুল্লাহ ও হকুল এবাদ আদায় পূর্বক শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপনের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে যাবতীয় নাফরমানী হইতে মুক্ত রাখিয়া বেশী বেশী নেক আমল করার তওফীক দান করুন।

= শেষ =

পরিশিষ্ট

(অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)

তওবা সংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা

ছহী বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু ছাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বনী ইস্রাইলের এক ব্যক্তি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করিয়াছিল। পরে সে তওবা করার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহ্ওয়ালার সন্ধানে বাহির হইল। এক রাহেব (সংসার বিরাগী আল্লাহ্গত প্রাণ ব্যক্তি)-এর সাক্ষাত পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার তওবা কবুল হইবে কি? রাহেব জবাব দিল, তোমার তওবা কবুল হইবার নহে। এই কথা শুনিবামাত্র সে ঐ রাহেবকেও হত্যা করিয়া ফেলিল (এইবার তাহার হাতে মানব হত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ হইল)। কিন্তু উহার পরও সে তওবার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহ্ওয়ালার সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। এক আলেমের সাক্ষাত পাইয়া তাহার নিকট সে আরজ করিল, আমি একশত মানুষ হত্যা করিয়াছি। আমার তওবা কবুল হইবে কি? আলেম বলিলেন, তওবা কবুল হইতে কোন বাঁধা নাই। যখনই তওবা করিবে কবুল হইবে। তুমি অমুক বস্তিতে যাও, সেখানে কিছু লোক আল্লাহ্র এবাদতে লিপ্ত আছে। তুমিও তাহাদের সঙ্গে এবাদত করিতে থাক। সে ঐ বস্তির দিকে যাত্রা করিলে পথে তাহার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। মুমূর্ষু অবস্থায় কোন ক্রমে সে তাহার সীনাকে ঐ বস্তির দিকে ঘুরাইয়া দিল। অর্থাৎ তওবার উদ্দেশ্যে যেই বস্তির দিকে সে যাইতেছিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া যতটুকু সম্ভব নিজেকে সেই দিকে আগাইয়া দিল।

মৃত্যুর পর রহমত ও আজাবের ফেরেস্তাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া বিবাদ শুরু হইল। রহমতের ফেরেস্তা বলিতে লাগিল, সে তওবার ফিকির করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত রহমতের আচরণ হওয়া উচিত। আজাবের ফেরেস্তা যুক্তি দেখাইয়া বলিল,-সে তওবা করিতে পারে নাই; অতএব হাতার সঙ্গে আজাবের মোয়ামালা হওয়াই সঙ্গত। এই সময় আল্লাহ্ পাক (মৃত ব্যক্তি তওবার উদ্দেশ্যে যেই বস্তির দিকে যাইতেছিল সেই) বস্তিকে হুকুম করিলেন, তুমি ঐ মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হইয়া যাও। আর যেই বস্তি হইতে সে যাত্রা করিয়াছে উহাকে হুকুম করিলেন, তুমি মৃত ব্যক্তি হইতে দূরে সরিয়া যাও। অতঃপর আল্লাহ্ পাক হুকুম করিলেন, উভয় বস্তির দূরত্ব পরিমাপ করিয়া দেখ, মৃত ব্যক্তি কোন্ বস্তির নিকটবর্তী। ফেরেস্তাগণ মাপিয়া দেখিলেন, যেই বস্তির দিকে সে তওবার উদ্দেশ্যে আগাইতেছিল সেই বস্তি তাহার দিকে মাত্র এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী, আর যেই বস্তি হইতে সে রওয়ানা হইয়াছে উহা সেই বস্তির তুলনায় এক বিঘত পরিমাণ দূরে। সুতরাং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

আল্লাহু আকবার! একশত মানুষের হত্যাকারী, যে এখনো তওবাও করে নাই; শুধু তওবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল মাত্র, আল্লাহ্ পাক তাহার তওবার এরাদাকেই এমন কদর করিলেন যে, এক বস্তিকে নিকটে আসিতে এবং আরেক বস্তিকে দূরে সরিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন। ফলে উভয়ের দূরত্বের মধ্যে এক বিঘত ব্যবধান সৃষ্টি হইল, আর উহাকেই উছিলা করিয়াই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

উপরোক্ত ঘটনায় অপর যেই বিষয়টি লক্ষণীয় তাহা হইল, রাব্বুল আলামীনের দরবারে আল্লাহ্ওয়ালাদের শান ও মর্যাদা ছিল কত উর্দ্ধে। তাঁহারা যেই বস্তিতে বসিয়া আল্লাহ্র এবদাত-বন্দেগী করিতেন, একশত মানুষের হত্যাকারীর তওবা কবুলের জন্য সেই জমিনকে নির্বাচন করা হইতেছে। আল্লাহ্ পাক তো জমিনের যে কোন অংশের তওবাই কবুল করিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি স্বীয় রহমত ও মাগফেরাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইবার জন্য তাঁহাদের নির্বাচন করিয়া প্রকারান্তরে আল্লাহ্ওয়ালাদের শান ও মর্যাদা প্রকাশ করিয়াছেন।

এক মদ্যপের তওবা

এক মদ্যপ বন্ধু-বান্ধব লইয়া সর্বদা মদের আসরে পড়িয়া থাকিত। একবার সে মদের পূর্বে আহারের জন্য কিছু ফল ক্রয় করিতে স্বীয় গোলামকে চার দেরহাম দিয়া বাজারে পাঠাইল। গোলাম বাজারে যাওয়ার পথে দেখিতে পাইল, হযরত মনসুর বিন আম্মার বসরী (রহঃ)-এর নিকট এক ফকীর ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। জবাবে হযরত মনসুর বলিতেছেন, যে এই ফকীরকে চার দেরহাম

দান করিবে আমি তাহার জন্য চারটি দোয়া করিব। গোলাম হযরত মনসুরের এই কথায় প্রভাবিত হইয়া ঐ চার দেরহাম ফকীরকে দান করিয়া দিল। এইবার তিনি গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল তুমি কি দোয়া চাও? গোলাম বিনীতভাবে আরজ করিল–

☆ আমার মনিব যেন আমাকে আজাদ করিয়া দেয়।

☆ আমি যেন এই দেরহামগুলির প্রতিদান পাই।

☆ আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে এবং আমার মনিবকে তওবা করিবার তওফীক দান করেন।

☆ আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে, আমার মনিবকে, আপনাকে এবং এই কওমকে ক্ষমা করিয়া দেন।

হযরত মনসুর বিন আম্মার বসরী (রহঃ) গোলামের উপরোক্ত মক্ছুদসমূহ কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করিলেন। গোলাম এইবার খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। মনিব তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল। মনিব জানিতে চাহিলেন, তুমি কি কি দোয়া করাইয়াছ? উত্তরে গোলাম বলিল, আমার প্রথম দোয়া ছিল, আপনি যেন আমাকে মুক্ত করিয়া দেন। মনিব সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলাম। তোমার দ্বিতীয় দোয়া কি ছিল বল। সে বলিল, আমি যেন ঐ চার দেরহামের প্রতিদান পাই। মনিব বলিলেন, আমার পক্ষ হইতে তোমাকে ঐ চার দেরহাম হাদিয়া। তোমার তৃতীয় দোয়ার কথা বল। সে বলিল, আল্লাহ্ পাক যেন আপনাকে ও আমাকে তওবা করার তওফীক দান করেন। মনিব সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় পাপ হইতে তওবা করিলেন। সব শেষে গোলাম তাহার চতুর্থ দোয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলিল, আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে, আপনাকে, ঐ বুজুর্গকে এবং গোটা কওমকে ক্ষমা করিয়া দেন। শেষোক্ত দোয়ার উত্তরে মনিব বলিলেন, ইহা আমার কাজ নহে।

রাতে মনিব স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন বলিতেছেঃ "তুমি যখন তোমার এখ্তিয়ারভুক্ত তিনটি কাজ করিয়াছ, তবে কি তুমি মনে করিতেছ, যাহা আমার এখ্তিয়ারভুক্ত তাহা আমি পুরণ করিব না? আমি তোমাকে,

গোলামকে, মনসুর বিন আম্মারকে এবং অপরাপর সকলকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

এক মূর্তি পূজকের ঘটনা

প্রখ্যাত ছুফী হযরত আব্দুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ (রহঃ) বলেন, আমরা একবার এক নৌযানে সাগর বক্ষে ছফর করিতেছিলাম। সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে আমাদের নৌযান এক দ্বীপে যাইয়া ঠেকিল। আমরা ঐ দ্বীপে নামিয়া দেখিতে পাইলাম তথায় এক ব্যক্তি মূর্তি পূজা করিতেছে। আমরা নিকটে গিয়া তাহাকে বলিলাম, ঐ মূর্তি তোমার হাতে বানানো, তাহার কোন ক্ষমতা নাই, সে নিজেই অপরের সৃষ্টি, সুতরাং সে পূজার যোগ্য নহে। উত্তরে সে জানিতে চাহিল, তোমরা কিসের পূজা কর? আমরা সংক্ষেপে বলিলাম, আমরা ঐ পাক জাতের এবাদত করি, গোটা আসমান ও জমিনের সর্বত্র যাহার রাজত্ব। এইবার সে জানিতে চাহিল–

ঃ তোমরা কিভাবে তাহার সন্ধান পাইলে?

ঃ সেই পাক জাতের এক দূত (পয়গম্বর) আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার সন্ধান দিয়াছেন।

ঃ তিনি এখন কোথায়?

ঃ আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে যেই দায়িত্ব দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি সেই দায়িত্ব সম্পন্ন করিবার পর তাঁহাকে উঠাইয়া নিয়াছেন।

ঃ তিনি কি কোন নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন?

ঃ হাঁ! তিনি আল্লাহ্‌র কালাম রাখিয়া গিয়াছেন।

ঃ আমাকে উহা দেখাও। আমরা তাহাকে কোরআন শরীফ দেখাইলে সে বলিল–

ঃ আমি ইহা পাঠ করিতে পারি না। তোমরা আমাকে পড়িয়া শোনাও। আমরা একটা ছুরা পাঠ করিতে শুরু করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তি পূজক কাঁদিতে লাগিল। ছুরা শেষ হওয়ার পর সে বলিল, যেই পবিত্র জাতের এই কালাম কোন অবস্থাতেই তাঁহার নাফরমানী করা চলে না। তাঁহার যাবতীয়

হুকুম আহ্‌কাম আন্তরিকভাবে মান্য করা আবশ্যক। অতঃপর সে পূর্ব ধর্ম ত্যাগ পূর্বক তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গেল। আমরা তাহাকে দ্বীনের জরুরী আহ্‌কামসহ কয়েকটি ছুরা শিখাইয়া দিলাম।

রাতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলে সে আমাদিগকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা আমাকে যেই আল্লাহ্‌র পরিচয় দিয়াছ তিনি কি নিদ্রা যান? উত্তরে আমরা বলিলাম, তিনি অতন্দ্র, নিদ্রা হইতে পবিত্র। এইবার সে বলিল, তোমরা কেমন মানুষ! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ঘুমান না আর তোমরা ঘুমাইতেছ? আমরা নওমুসলিমের এই উক্তি শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। যাহাই হউক, কয়েকদিন অবস্থানের পর সেই দ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় ঐ ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে চলিল। দীর্ঘ ছফরের পর আমরা আবাদান শহরে আসিয়া পৌছাইলাম। এক দিন আমি সঙ্গীদের নিকট হইতে ঐ নও মুসলিমের জন্য কিছু চাঁদা উঠাইয়া তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, আপনার হাত খরচের জন্য কয়েক দেরহাম হাদিয়া গ্রহণ করুন। আমার এই প্রস্তাব শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে অবাক বিস্ময়ে সে কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিল, কি অদ্ভুত কাণ্ড! তোমরাই আমাকে পথ দেখাইয়াছ আর এখন তোমরাই উহার উপর আমল করিতেছ না। আমি যখন দ্বীপে থাকিয়া মূর্তি পূজা করিতেছিলাম তখনো তিনি আমাকে ধ্বংস করেন নাই। আর এখন তাঁহার গোলামী গ্রহণ করিয়াছি। এখন কি তিনি আমার সহায় হইবেন না? তিন দিন পর খবর পাইলাম, লোকটি মৃত্যু শয্যায়। আমি তাহার নিকট গমন করিয়া আরজ করিলাম, আপনার কোন হাজত থাকিলে আমাকে বলুন। তিনি জবাব দিলেন, যেই আল্লাহ্ আপনাদিগকে দ্বীপে পাঠাইয়াছেন সেই আল্লাহ্‌ই আমার যাবতীয় হাজত পুরণ করিয়া দিয়াছেন। হযরত আব্দুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ (রহঃ) বলেন, হঠাৎ আমার তন্দ্রা আসিয়া গেল। স্বপ্নযোগে আমি দেখিতে পাইলাম, একটি অপূর্ব সবুজ–শ্যামল বাগান। বাগানের মাঝে একটি সুন্দর গম্বুজ। গম্বুজের মধ্যে সুশোভিত এক আসনে এক অনিন্দ সুন্দরী যুবতী উপবেশন করিয়া আছে। এত সুন্দর নারী ইতিপুর্বে আর কখনো আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সে আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, অনুগ্রহ পূর্বক বিলম্ব না করিয়া তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। তাহার বিচ্ছেদ বেদনা আমি আর সহিতে পারিতেছি না। আমি অধীর আগ্রহে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। হঠাৎ আমার নিদ্রা টুটিয়া গেলে দেখিতে পাইলাম, সেই নওমুসলিম ততক্ষণে

পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি তাহার কাফন–দাফনের ব্যবস্থা করিলাম। রাতে আবার স্বপ্নযোগে সেই বাগান, গম্বুজ, আসনে উপবিষ্টা সেই সুন্দরী যুবতী এবং তাহার পাশে আমাদের নওমুসলিমকে দেখিতে পাইলাম। সে তখন কালামে পাকের নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিতেছিল–

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ -

অর্থঃ এবং ফেরেস্তাগণ তাহাদের নিকট আগমন করিতে থাকিবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া, তোমরা শান্তির সহিত বসবাস করিবে, উহার কল্যাণে যে, তোমরা দৃঢ়পণ ছিলে। সুতরাং ঐ জগতে তোমাদের পরিণাম অতিশয় শুভ।

দুনিয়া আল্লাহ্‌র অলীদের সেবা করে

শেখ আবুল ফাওয়ারেছ শাহ্ ইবনে শুজা' কিরমানী একদা শিকারে বাহির হইলেন। তৎকালে তিনি কিরমানের প্রশাসক ছিলেন। শিকারের সন্ধান করিতে করিতে তিনি এক বিজন ভূমিতে আসিয়া পৌছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে এক যুবক এবং তাহার আশেপাশে অসংখ্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে। শাহ্ ইবনে শুজাকে দেখিবামাত্র জন্তুগুলি তাহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। যুবক সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা দিলে তাহারা আক্রমণ হইতে বিরত হইল। এইবার সে আগাইয়া আসিয়া বাদশাহ্‌কে ছালাম করিয়া কহিল, হে বাদশাহ্! দুনিয়ার মোহে আপনি আখেরাতের কথা ভুলিয়া বসিয়াছেন। মজাদার আহার ও ভোগ–বিলাসের ফিকিরে আল্লাহ্‌র বন্দেগী হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক আপনাকে দুনিয়ার রাজত্ব ও ধন–দৌলত এই জন্য দিয়াছেন যেন আপনি উহা দ্বারা আল্লাহ্‌র এবাদত–বন্দেগী করেন। অথচ আপনি ঐ সুযোগ ও সম্পদকে দুনিয়ার ভোগ–বিলাসের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। যুবক যখন বাদশাহ্‌কে এই নসীহত করিতেছিল তখন হঠাৎ কোথা হইতে এক বৃদ্ধা মহিলা হাতে পানির পেয়ালা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা পানির পেয়ালাটি যুবকের হাতে তুলিয়া দিলে প্রথমে সে নিজে পান করিয়া পরে বাদশাহ্‌কে দিল। বাদশাহ্ ঐ পানি পান করিয়া বলিল, আমি জীবনে কখনো এত ঠাণ্ডা ও সুস্বাদু পানীয় পান করি নাই। ইতিমধ্যে ঐ

বৃদ্ধা গায়েব হইয়া গিয়াছে। যুবক এইবার বাদশাহ্‌কে বলিল, এই বৃদ্ধাই হইল 'দুনিয়া'। আল্লাহ্ পাক তাহাকে আমার সেবা ও খেদমতের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। আপনার কি জানা নাই যে, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে সৃষ্টি করার পর তাহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, হে দুনিয়া! যেই ব্যক্তি আমার সেবা (এবাদত) করিবে তুমি তাহার সেবা করিবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি আমার এবাদত না করিয়া তোমার সেবা করিবে তুমি তাহার দ্বারা আরো বেশী বেশী খেদমত লইবে। যুবকের এই সকল কথা শুনিবার পর বাদশাহ্ সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিলেন। পরবর্তীতে এই বাদশাহ্ একজন খাঁটি আল্লাহ্‌ওয়ালা হিসাবে পরিণত হইলেন।

এক বাদশাহ্ ও বাঁদী

হযরত মালেক বিন দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার বসরা শহরের এক গলিপথে কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক বাঁদী দেখিতে পাইলেন। সে শাহী বাঁদীর মত জাক-জমক ও চাকর-চাকরানীতে পরিবেষ্টিত বর্ণাট্য ভঙ্গিমায় পথ চলিতেছিল। হযরত মালেক বিন দীনার তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে বাঁদী! তোমার মনিব তোমাকে বিক্রয় করিবে? বাঁদী ফকীরবেশী হযরত মালেক বিন দীনারের কথায় অবাক হইয়া বলিল, আবার বল কি বলিতেছ? তিনি পুনরায় ঐ একই কথা বলিলেন। অবাক বিস্ময়ে বাঁদী বলিল, মনিব আমাকে বিক্রয় করিলেও তোমার মত ফকীর কি আমাকে খরীদ করিতে পারিবে? হযরত মালেক বলিলেন, আমি তোমার চাইতেও ভাল বাঁদী খরীদ করিতে সক্ষম। এই কথায় বাঁদী হাসিয়া উঠিল এবং ফকীরকে মনিবের নিকট হাজির করিতে খাদেমগণকে নির্দেশ দিল।

বাঁদীর মুখে ফকীরের বিস্তারিত ঘটনা শুনিয়া মনিবও হাসিয়া উঠিল এবং ফকীরকে দরবারে হাজির করিতে নির্দেশ দিল। কিন্তু হযরত মালেক বিন দীনারকে দরবারে হাজির করিলে তাঁহাকে দেখিবামাত্র মনিবের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি চান? হযরত মালেক শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, তোমার বাঁদী আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহার মূল্য দিতে পারিবেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমার নিকট তাহার মূল্য দুইটি খেজুরের বিচিতুল্য। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে

হাসিয়া উঠিল। মনিব জানিতে চাহিল। আপনি কি হিসাবে এই দাম সাব্যস্ত করিলেন? তিনি বলিলেন, তাহার মধ্যে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। আর ত্রুটিযুক্ত বস্তুর মূল্য নগণ্যই হইয়া থাকে। মনিব তাহার বাঁদীর ত্রুটির কথা জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সুগন্ধী ব্যবহার না কলিলে তাহার দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। এক দিন দাঁত পরিষ্কার না করিলে দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। মাথায় তৈল চিরুনি ব্যবহার না করিলে উকুন আসিয়া বাসা বাঁধে। প্রথম দর্শনে পাগল বালিয়া ভ্রম হয়। বয়স একটু বৃদ্ধি পাইলে যৌবনে ভাটা পড়িয়া বার্ধক্য দেখা দেয়। মুখের থুথু, লালা, হায়েজ, নেফাস ইত্যাদি উপসর্গের পাশাপাশি দুঃখ-কষ্ট তাহার নিত্য সহচর। তাহার ভালবাসা নিঃস্বার্থ নহে। আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই সে তোমার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করিতেছে। স্বার্থের সামান্য বিঘ্ন ঘটিলে মুহূর্তে তোমাকে ত্যাগ করিয়া আরেক জনের সঙ্গে তোমার মতই ভালবাসার দাবী করিবে। তাহার কথার কোন ঠিক নাই। সব ছল-চাতুরী।

হযরত মালেক বিন দীনার বলেন, পক্ষান্তরে আমার নিকট যেই বাঁদী আছে সে একেবারেই সহজলভ্য। তাহাকে ক্রয় করিতে আমার একটি কানা-কড়িও খরচ হয় নাই। অথচ যে কোন বিবেচনায় সে তোমার এ বাঁদী হইতে অনেক মূল্যবান। সে কর্পূর, মেশক, জাফরান, মণি-মুক্তা ও নূরের তৈরী। সে লবণাক্ত পানিতে থুথু নিক্ষেপ করিলে উহা মিষ্ট পানিতে পারিণত হয়। কোন মৃত দেহের সামনে যাইয়া কথা বলিলে সে জীবিত হইয়া কথা বলিতে শুরু করিবে। সূর্যের সামনে হাত রাখিলে সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। অন্ধকার ঘরে আসিলে ঘর আলোকিত হইয়া যায়। সাজ সজ্জা করিয়া পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিলে সমগ্র পৃথিবী বিমোহিত হইয়া যাইবে। মেশক ও জাফরানের বাগানে প্রতিপালিত সেই বাঁদী ইয়াকূত ও মারজানের শাখায় বিচরণ করিয়াছে। সে 'তাছনীম' নহরের পানি পান করে। ওয়াদা ভঙ্গ ও কৃত্রিম ভালবাসার ছল-চাতুরী তাহার জানা নাই।

হযরত মালেক বিন দীনার উপরোক্ত বর্ণনা দানের পর মনিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তুমিই বল পয়সা খরচ করিতে হইলে কোন্ বাঁদীর জন্য খরচ করা উচিৎ? জাবাবে সে বলিল, আপনি যেই বাঁদীর প্রশংসা ও বিবরণ দিয়াছেন সেই বাঁদীই ক্রয়যোগ্য ও সকলের জন্য কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। হযরত মালেক বলিলেন, সেই মহামূল্যবান বাঁদী এত সহজলভ্য যে, দেশ-কাল-পাত্র

নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকটই সেই বাঁদীর মূল্য মওদুজ রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সকলেই উহা খরীদ করিতে পারে। তাহার মূল্য হইলঃ রাতে উঠিয়া দুই রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া, আহারের সময় কোন অভুক্তকে শরীক করা, পথিক আঘাত পাইতে পারে এমন বস্তুকে পথ হইতে সরাইয়া দেওয়া এবং দুনিয়াতে ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া সাধারণ জীবন যাপন করা। নিজের যাবতীয় শ্রম ও সাধনাকে অস্থায়ী দুনিয়ার পিছনে না জড়াইয়া চিরস্থায়ী আখেরাতের উদ্দেশ্যে উহা ব্যয় করা। এই কয়টি বিষয়ের উপর আমল করিতে পারিলে পরকালে বেহেস্তের স্থায়ী সুখ লাভ করা যাইবে।

হযরত মালেকের বিবরণ শেষ হইলে মনিব বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করিল, শায়েখ যাহা বলিলেন তাহা কি সত্য? বাঁদী বলিল, ধ্রুব সত্য! তাহার কথায় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মনিব এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীর হাতে কিছু অর্থ তুলিয়া দিয়া তাহাকে আজাদ করিয়া দিলেন। গোলামদিগকেও প্রচুর অর্থ দান করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। ঘর-দোর ও যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি আল্লাহ্‌র পথে দান করিয়া শরীরের সকল অহংকারী পোশাক খুলিয়া ফেলিলেন। এইবার তিনি নিঃস্ব-একা। সংসারে তাহাকে আটকাইয়া রাখার আর কোন বন্ধন নাই। ঘরের দরজায় ঝুলানো মোটা একটি কাপড় দেহে জড়াইয়া পথে বাহির হওয়ার আয়োজন করিলেন। এই সময় তাহার বাঁদী ডাকিয়া বলিল, হে সরদার! তোমার পর আমার জীবন অর্থহীন। এই বলিয়া সে জাঁকজমকের সকল পোশাক খুলিয়া একটি মোটা কাপড় পরিধান করিয়া স্বীয় মনিবের সঙ্গী হইল।

হযরত মালেক বিন দীনার তাহাদিগকে দোয়া করিয়া বিদায় দিলেন। তাহারা দুইজন সেই দিন হইতে যাবতীয় পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লার এবাদতে মশগুল হইলেন। পরে ঐ হালাতেই তাহাদের ইন্তেকাল হইল।

দুই বাদশা'র ঘটনা

একদা এক বিলাসী বাদশাহ্ শিকারের সন্ধান করিতে করিতে গভীর জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই বিরান জঙ্গলে এক যুবক মৃত মানুষের কতগুলি হাড় সামনে লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে। বাদশাহ এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই কঙ্কালসার যুবকটি কোথা হইতে এই বিরান ভূমিতে আসিল, মানুষের এত কঙ্কালই বা সে কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করিল। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আগাইয়া গিয়া তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! তুমি এখানে কি করিতেছ, তোমার দেহের এই করুণ দশা কেন, তুমি কোথা হইতে এই বিরান ভূমিতে আসিয়াছ? বাদশাহ্‌র প্রশ্নের উত্তরে যুবক বলিল, আমি এক দীর্ঘ ছফরে যাত্রার অপেক্ষা করিতেছি। দুইজন মক্কেল আমাকে ছফরের পথ-ঘাট সম্পর্কে অবহিত করিয়া বলিতেছে- তুমি এক সংকীর্ণ ও কষ্টদায়ক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গমন করিতেছ। ছফরের যাত্রা পথেই তোমাকে মাটির নীচে দাফন করা হইবে। সেখানে তুমি পোকামাকড় ও কীটের আহারে পরিণত হইবে। তোমার দেহ বিনাশ হইবার পর অবশেষে হাড়গুলিতেও ক্রমে পঁচন ধরিবে। আর ইহাই ছফরের শেষ মঞ্জিল নহে; বরং কবর হইতে পুনরুত্থানের পর হাশরের ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। অতঃপর শেষ পরিণতি ভাল কি মন্দ কিছুই জানা নাই। এই দীর্ঘ ছফরের ভয়াবহতা ও অনিশ্চিত পরিণতির দুর্ভাবনাই আমাকে "দুনিয়ার সকল খেল-তামাশা ও বিলাস-ব্যঞ্জন হইতে পৃথক করিয়া এই বিরান ভূমিতে লইয়া আসিয়াছে।

বাদশাহ্ যুবকের কথা শুনিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিলেন, হে যুবক! তোমার কথা শুনিয়া আমার অন্তর হইতে পার্থিব ভোগ-বিলাসের সকল চিন্তা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আমাকে কথাগুলি আরেকবার শোনাও। যুবক পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার সম্মুখে যেই হাড়গুলি দেখিতেছেন উহা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌দের। পার্থিব ভোগ-বিলাসের মোহে তাহারা আখেরাতের কথা ভুলিয়া বসিয়াছিল। অবশেষে একদিন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পূর্ণ হইবার পূর্বেই মৃত্যু তাহাদের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইল। এখন এই হাড়গুলি পুনরায় জোড়া লাগিয়া মানবদেহে পরিণত হইবে। অতঃপর তাহাদের আমল অনুযায়ী জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই যুবক কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। বাদশাহ্ যখন প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি নীরবে চোখের পানি ঝরাইতে লাগিলেন। সেই রাতেই তিনি সকল রাজকীয় পোশাক খুলিয়া বিষণ্ন বদনে দুইটি চাদর জড়াইয়া রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন।

পরবর্তীতে সেই বিলাসী বাদশাহ্ অতীতের সকল ত্রুটি ও অপরাধ হইতে তওবা করিয়া আল্লাহ্র এবাদতে মশগুল হইলেন।

☆

এক জালেম বাদশাহ্ আল্লাহ্ পাকের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করিত। দেশের মুসলিম প্রজাগণ তাহার অত্যাচার ও ধর্মদ্রোহিতায় অতিষ্ঠ হইয়া তাহাকে বন্দী করিল। পরামর্শের পর তাহাকে জ্বলন্ত উনানের উপর হাড়িতে চড়াইয়া তিলে তিলে শেষ করার সিদ্ধান্ত হইল। হাড়িতে চড়াইবার পর সে একে একে তাহার সকল প্রভুকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, আমি সারা জীবন তোমাদের এবাদত করিয়াছি, আজ তোমরা আমাকে এই কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার কর। কিন্তু তাহার প্রার্থনায় কেহই সাড়া দিল না। অবশেষে সে নিরুপায় হইয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া لا اله الا الله বলিয়া আল্লাহ্ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করিল। আল্লাহ্ পাক তাহার ডাকে সাড়া দিলেন। আগুনকে নির্বাপিত হওয়ার হুকুম দিয়া পাতিলসহ বাদশাহ্কে আকাশে উঠাইয়া লইলেন। বাদশাহ্ পাতিলে বসিয়া আরামের সহিত لا اله الا الله এর জিকির করিতে করিতে মহাশূন্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাকে এক বিধর্মী জনপদে অবতরণ করানো হইল। সেখানে অবতরণের পরও তিনি কালেমায়ে তাইয়্যেবার জিকির অব্যাহত রাখিলেন। লোকেরা তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজের পরিচয় দিয়া বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ দিলেন। অধিবাসীগণ বাদশাহ্'র মুখে এই বিস্ময়কর ঘটনা শুনিয়া একযোগে সকলে তওবা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

কুকুরের সেবা করিয়া মুক্তিলাভ

বোখারার অত্যাচারী শাসক একদা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, চর্মরোগাক্রান্ত একটি কুকুর পথের পাশে শীতে কাঁপিতেছে। কুকুরটির করুণ অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। সে কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া উহার সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সহচরগণকে নির্দেশ দিল। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ্ নিজে রোগাক্রান্ত কুকুরটির গায়ে ঔষধ লাগাইয়া উহাকে আগুনের সেক দিল। উপযুক্ত চিকিৎসার পর অল্প দিনেই কুকুরটি সুস্থ হইয়া উঠিল। উহার দুই দিন পরই বাদশাহ্'র ইন্তেকাল হইল। ইন্তেকালের পর এক বুজুর্গ বাদশাহ্কে স্বপ্নে

দেখিলেন। বুজুর্গ বাদশাহ্'র অত্যাচার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি বাদশাহ্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্ পাক তোমার সাথে কি আচরণ করিয়াছেন? জবাবে সে জানাইল, আল্লাহ্ আমাকে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, তুমি ছিলে এক কুকুর আর অন্য এক কুকুরের উছিলায় তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। আর তোমার উপর যত মানুষের হক ছিল উহা আমি নিজের পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দেওয়ার এরাদা করিলাম।

এক বিলাসী সরদারের তওবা

মোহাম্মদ বিন ছাম্মাক (রঃ) বলেন, মুছা বিন মোহাম্মদ বিন সোলায়মান হাশেমী বনী উমাইয়ার একজন বিখ্যাত সরদার ছিলেন। এই বিলাসী সরদার দিবারাত্র খানা-পিনা, খেল-তামাশা, নারীসঙ্গ ও নাচ-গান লইয়া মত্ত থাকিত। এক কথায় ভোগ-বিলাস ছাড়া তাহার জীবনে যেন আর কোন কাজ ছিল না। প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক এই সরদারের রূপ-যৌবনও ছিল অসামান্য। পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী সরদার প্রথম দর্শনেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহার বার্ষিক আমদানী ছিল তিন লক্ষ তিন হাজার দীনার। উহার সবটাই সে আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া দিত। তাহার সুরম্য প্রাসাদটি ছিল স্থাপত্য শিল্পের মূর্ত প্রতীক। সকাল-বিকাল প্রাসাদের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া সে পথচারীদের আনাগোনা অবলোকন করিত। প্রাসাদের পিছনে ছিল এক ফুলের বাগান। সেই দিকের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া সরদার রকমারি ফুলের সুঘ্রাণ ও স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়াস পাইত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল একটি হস্তীদন্ত নির্মিত গম্বুজ। স্বর্ণ ও রূপার কারুকার্যে সুশোভিত ঐ গম্বুজের অভ্যন্তরে ছিল এক সুদর্শন সিংহাসন। সরদার মাঝে মাঝে মহা মূল্যবান রাজকীয় পোশাক ও মাথায় দামী আমামা পরিয়া সেই সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিত। ডানে বামে ইয়ার বন্ধু এবং পিছনে চাকর-নৌকরদিগকে স্ব স্ব স্থানে নিযুক্ত করিয়া সে রং-তামাশার আসর জমাইত। সিংহাসনের সামনে অনতিদূরে ছিল একটি ঝুলন্ত পর্দা। পর্দা হটাইলেই সেখানে দেখা যাইত একদল সুসজ্জিত নর্তকী। সর্দারের ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাহারা মজলিশ সরগরম করিয়া নাচগানের ঝড় তুলিত। গভীর রাত পর্যন্ত এই আসর চলিবার পর সকলে যার যার ঘরে চলিয়া গেলে সরদার তাহার ইচ্ছামত কোন রূপসী নর্তকীকে সঙ্গে লইয়া খাস কামরায় রাত্রি যাপন করিত।

মোটকথা, এইরূপ ভোগ-বিলাসের মধ্যেই সরদার তাহার জীবনের দীর্ঘ সাতাইশ বৎসর কাটাইয়া দিল। এক দিনের ঘটনাঃ

সরদার রং মহলে নাচগান ও নেশায় চূর হইয়া পড়িয়া ছিল। হঠাৎ খোলা জানালা দিয়া এক করুণ স্বর আসিয়া তাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়া অন্তরে গিয়া আঘাত করিল। সেই সুরে কি যে ছিল, উহা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সরদারের বুকের ভিতরটা যেন তোলপাড় করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার নেশা ছুটিয়া গেলে নাচগান বন্ধ করিয়া সেই করুণ সুরের প্রতি মনোযোগী হইল। সেই সুর থামিয়া থামিয়া একটা করুণ আর্তনাদের স্পন্দন তুলিয়া গোটা পরিবেশটাকেই যেন বেদনার্ত করিয়া তুলিল। সরদার তাহার অনুচরদিগকে হুকুম করিলেন, যাও! ঐ সুর অনুসরণ করিয়া আগাইয়া দেখ কে এই করুণ সুর তুলিয়াছে। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। ঘটনাস্থলে গিয়া তাহারা দেখিতে পাইল শীর্ণদেহী এক যুবক মসজিদে দাঁড়াইয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছে। যুবকের বিবর্ণ দেহে গোস্ত বলিতে যেন কিছুই নাই, মাথার চুল এলোমেলো। গায়ে দুই খণ্ড কাপড় জড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেন মিনতির ভঙ্গিতে পবিত্র কালাম পড়িতেছে। তাহারা যুবককে সরদারের নিকট নিয়া হাজির করিল।

সরদার যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পড়িতেছিলে? যুবক বলিল, আমি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছিলাম। সরদার উহা শুনিতে চাহিলে যুবক নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করিল-

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۝ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ - وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ - عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

অর্থঃ নেককারগণ অত্যন্ত আরামে থাকিবে। তাহারা পালঙ্কসমূহের উপর (বসিয়া বেহেস্তের সুখপ্রদ চমৎকার আসবাবসমূহ) দেখিতে থাকিবে। হে শ্রোতা! তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে সুখের পরিচয় পাইবে। (আর তাহারা পান করার জন্য সিলমোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব পাইবে। যাহাতে কস্তুরীর সিলমোহর হইবে; আর

এইরূপ বস্তুর প্রতিই লালসাকারীদের লালসা করা উচিৎ। আর উহার সংমিশ্রণ 'তস্‌নীম' (নামক ঝরনার পানি) দ্বারা হইবে। অর্থাৎ এমন এক ঝরণা- যাহা হইতে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করিবে।

যুবক তেলাওয়াতের পর উহার তরজমা শুনাইয়া বলিল, হে সরদার! তুমি দুনিয়ার ধোকায় পড়িয়া আছ। তোমার এই বালাখানা ও বিলাস উপকরণের সঙ্গে বেহেস্তের নাজ ও নেয়ামতের কোন তুলনা হইতে পারে না। বেহেস্তীদের জন্য বালাখানা, আহার, পানীয় এবং অপরাপর নেয়ামতের কথা মানুষ কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে না। তাহাদের জন্য সবুজ রং এর অপূর্ব রেশমী পোশাক, নরম-কোমল গালিচা, সুশোভিত বাগান ও নহর, দুই রকম স্বাদ বিশিষ্ট অসংখ্য ফল ইত্যাদি হাজারো নেয়ামত মওজুদ রাখা হইয়াছে। এই সকল নেয়ামত তাহারা ইচ্ছামত ভোগ করিবে, কোন প্রকার বাঁধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে না। আর কাফের ও গোনাহ্‌গারদের জন্য সেখানে ভয়াবহ আগুনের লেলিহান শিখা অপেক্ষা করিতেছে। সেই আগুনের তাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। দোজখবাসীগণ মুক্তি চাইলে তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে অমান্য করিয়া দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলে; এখন শাস্তি ভোগ করিতে থাক।

যুবকের নসীহতগুলি সরদারের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। সে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া যুবককে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবনের যেই মূল্যবান সময়গুলি সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও অবহেলায় নষ্ট করিয়াছে উহার উল্লেখ করিয়া অনুশোচনা ও আক্ষেপ করিতে লাগিল। চাকর-নৌকর, গোলাম-বাঁদী একে একে সকলকে বিদায় করিয়া অবশেষে ঘরের যাবতীয় বিলাসসামগ্রী, খাট-পালঙ্ক, দামী দামী পোশাক, প্রসাধন, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া ছদকা করিয়া দিল। এইবার সে প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকাশ্যে এবং গোপন গোনাহের জন্য গোপনে তওবা করিয়া মসজিদে গিয়া দিবা-রাত্র আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল হইল। দুইটি মোটা কাপড় ও জবের রুটির উপরই দিন গুজরান করিতে লাগিল। পরবর্তীতে সেই সরদার এবাদত-বন্দেগীতে এতটা নিমগ্ন হইয়া গেলেন যে, অবিরামভাবে রাতে বিনিদ্র এবাদত এবং দিনে রোজা রাখিতে লাগিলেন। সরদার পূর্ব হইতেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে এই পরিবর্তনের ফলে সর্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে

তাঁহার নিকট দ্বীনদার নেককার ও আল্লাহ্ওয়ালাদের আনাগোনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোন কোন বুজুর্গ তাঁহার নিকট আরজ করিলেন, ভাই! আল্লাহ্ পাক তো বান্দার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। আপনি নফ্সকে এত কষ্ট দিতেছেন, স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু যত্ন নিন। উত্তরে তিনি বলিতেন, ভাই সকল! সারাটা জীবন আমি আল্লাহ্ পাকের ভয়াবহ নাফরমানীতে কাটাইয়াছি। ---------- এই কথা বলিয়াই তিনি অজস্র ধারায় ক্রন্দন করিতে থাকিতেন।

শেষ জীবনে এই বুজুর্গ সরদার দুইটি মোটা কাপড় দেহে জড়াইয়া একটি থালা ও একটি বাটি লইয়া পদব্রজে হজ্বের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত ছফরের পর একদিন মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হজ্ব আদায়ের পর সেখানেই ইন্তেকাল করিলেন। মক্কায় অবস্থানকালে তাঁহার হালাত ছিল, রাতের বেলা হজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বুক ভাসাইয়া দিতেন আর নিজের বিগত জীবনের অপরাধ ও ত্রুটি সমূহের উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করিতেনঃ আয় পরওয়ারদিগার! সারাটা জীবন আমি তোমার নাফরমানী ও গাফলতের মধ্যে কাটাইয়া দিয়াছি। জীবনের যাবতীয় সম্পদ ও সুযোগ তোমার হুকুমের খেলাফ ব্যয় করিয়াছি। তোমাকে মুখ দেখাইবার মত আমার কোন আমল নাই। এখন তোমার অনুগ্রহই আমার ভরসা। তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করার যোগ্যতা আমার নাই, আমার মিনতি শুধু তোমার রহমতের দরিয়ার কিনারায় আমাকে সামান্য ঠাঁই করিয়া দিও। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিও। নিঃসন্দেহে তুমিই একমাত্র ক্ষমাকারী।

রোগীর সেবায় এক বুজুর্গ

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, বাগদাদের এক সওদাগর সকল সময় আল্লাহ্ওয়ালাদের সমালোচনা করিত। কিছুকাল পর দেখা গেল, তাহার স্বভাবের আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে বুজুর্গদের সমালোচনা ত্যাগ করিয়া তাহাদের ছোহ্বত এখতিয়ার করিয়াছে এবং পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের পিছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছে। একদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তো আল্লাহ্ওয়ালাদের সমালোচনা করিতে। তোমার এই পরিবর্তনের হেতু কি? উত্তরে সে বলিল, আমি তাঁহাদিগকে যেমন মনে করিতাম আসলে তাঁহারা তেমন নহেন। অতঃপর ঘটনার বিবরণ দিয়া সে

বলিল, একদিন আমি দেখিতে পাইলাম, প্রখ্যাত বুজুর্গ আবু নছর জামে' মসজিদ হইতে দ্রুত বাহির হইয়া কোথাও যাইতেছেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এতবড় বুজুর্গ অথচ নামাজের পর একদণ্ড মসজিদে অবস্থান করিলেন না। আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, তিনি বাজার হইতে নরম নরম রুটি, কাবাব ও হালুয়া খরীদ করিলেন। তাঁহার আহারের আয়োজন দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, বুজুর্গ আসলে একজন ভোজন-বিলাসী বটে। বাজার শেষ করিয়া তিনি জঙ্গলের পথ ধরিলেন। আমার ধারণা হইল, আহারে বসিবার জন্য বুজুর্গ কোন শ্যামল উদ্যানের সন্ধানে চলিয়াছেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম। একটানা আছর পর্যন্ত হাটিয়া তিনি এক গ্রামের মসজিদে গিয়া উঠিলেন। নামাজ আদায়ের পর তিনি একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক রোগী শায়িত ছিল, বুজুর্গ যত্নের সহিত তাহাকে আহার করাইতে বসিলেন। এই সুযোগে আমি গ্রাম দেখিতে বাহির হইলাম। কিছুক্ষণ পর সেই ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সেখানে বুজুর্গ নাই। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে জানাইল, তিনি বাগদাদ চলিয়া গিয়াছেন। আমি বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাগদাদ এখান থেকে কত দূর? উত্তরে সে বলিল, প্রায় ৮০ মাইল। আমি শঙ্কিত হইয়া "ইন্নালিল্লাহ্" পড়িলাম। সঙ্গে টাকা-কড়ি নাই, অজানা পথ-ঘাট, কি করিয়া বাগদাদ ফিরিব, কে আমাকে সাহায্য করিবে, এই শঙ্কটের কথা কাহার নিকট বলিব- ইত্যাদি ভাবনায় আমার সর্বাঙ্গ যেন অবস হইয়া আসিতে লাগিল। আমার বিপন্নদশা দেখিয়া অসহায় রোগীটি বলিল, তুমি এখানেই অবস্থান কর। আগামী শুক্রবার তিনি আবার আমাকে আহার কারাইতে আসিবেন তখন তুমি তাহার সঙ্গে যাইতে পারিবে।

রোগীর কথা শুনিয়া আমি একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গেলাম। যেই বুজুর্গ সুদূর বাগদাদ হইতে ৮০ মাইল পায়ে হাটিয়া আসিয়া সযত্নে একজন রোগীর সেবা করেন তাঁহার সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি কেমন করিয়া "ভোজন-বিলাসী" ধরনের অন্যায় ধারণা পোষণ করিলাম? এই কথা চিন্তা করিয়া নিজেকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। আমার কেবলি মনে হইতে লাগিল, এই শূন্য ঘরে মৃত্যুপথযাত্রী যেই রোগীটিকে ক্ষণিক পূর্বেও আমি একান্ত অসহায় ভাবিয়াছিলাম তাহারও মাথা গুজিবার একটি ঠাঁই আছে। আছে সপ্তাহান্তে আহার যোগাইবার মত একজন দরদী স্বজন। কিন্তু আমার অবস্থা যে আরো করুণ, আরো বিপন্ন। এই এক সপ্তাহ আমি কিভাবে কাটাই, আহারের ব্যবস্থা

কি হইবে, সপ্তাহান্তে যিনি আসিবেন তিনি যদিবা আমার পরিচিত কিন্তু ইতিপূর্বেই তাহার সম্পর্কে আমি যেই অন্যায় ধারণা পোষণ করিয়াছি; অতঃপর তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বিবেক আমাকে বার বার দংশন করিতে লাগিল।

অবশেষে দুর্যোগের সেই সপ্তাহও শেষ হইল। বুজুর্গ আগের মতই রোগীর খোঁজ-খবর লইয়া তাহাকে আহার করাইলেন। আহারান্তে রোগী আমাকে দেখাইয়া বলিল, আবু নছর! এই ব্যক্তিটি গত সপ্তাহে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিল। সেই হইতে এখানে পড়িয়া আছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাও। বুজুর্গ আমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আমার পিছনে লাগিয়াছ? আমি নীরবে অপরাধ স্বীকার করিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া বাগদাদ রওয়ানা হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল; সন্ধার পূর্বেই আমরা দীর্ঘ ৮০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাগদাদ শহরে আসিয়া পৌছাইলাম। বুজুর্গ আমাকে বলিলেন, ঘরে ফিরিয়া যাও এবং আর কখনো এইরূপ আচরণ করিও না। ঐ ঘটনার পর হইতে আমি খাঁটি অন্তরে তওবা করিয়া ঐ বুজুর্গের ছোহবতে থাকিয়া সঠিক পথের সন্ধান পাইলাম।

হযরত মালেক বিন দিনারের তওবা

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মালেক বিন দিনারের প্রথম জীবনটা ভাল কাটে নাই। দিবা-রাত্র শরাবে লিপ্ত থাকিতেন। তাহার তওবা সম্পর্কে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার এক বাঁদীর গর্ভে এক মেয়ে সন্তান জন্ম হয়। মেয়েটাকে আমি যারপরনাই স্নেহ করিতাম। তাহার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার স্নেহ-মমতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্নেহের আতিশয্যে তাহাকে সর্বদা আমি সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম। সে যখন একটু একটু হাঁটিতে শিখিয়াছে তখনকার ঘটনাঃ

আমি যখন শরাব পান করিতে বসিতাম তখন সে আমার হাত হইতে শরাবের পাত্র ছিনাইয়া লইয়া আমার কাপড়ে ঢালিয়া দিত। আমার সেই প্রাণাধিক প্রিয় নয়নমণিটি দুই বছর বয়সেই ইন্তেকাল করে।

এক রাতের ঘটনাঃ রাতটি ছিল একই সঙ্গে শবেবরাত ও জুমুআর রাত্রি। আমি মদের নেশায় মত্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, হাশরের মাঠ

কায়েম হইয়াছে। সকলের সঙ্গে আমিও কবর হইতে উঠিয়া মাঠের দিকে চলিয়াছি। হঠাৎ পিছনে কিসের শব্দ পাইয়া দেখিলাম, কালো বর্ণের এক বিরাট অজগর সাপ আমার দিকে হা করিয়া আসিতেছে। আমি ভয় পাইয়া সামনের দিকে ছুটিতে লাগিলাম। সাপটিও আমাকে তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে ছুটিল। এইভাবে কিছুক্ষণ দৌড়াইবার পর এক জায়গায় ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত এক বৃদ্ধের সাক্ষাত পাইলাম। আমি তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিনীতভাবে বলিলাম, আমাকে এই সাপের হাত হইতে রক্ষা করুন। তিনি বলিলেন, সাপ আমার তুলনায় অনেক শক্তিশালী। তাহাকে প্রতিরোধ করা আমার কাজ নহে। তুমি সামনে আগাইতে থাক, হয়ত মুক্তির কোন উপায় হইতে পারে। আমি সামনে দৌড়াইতে লাগিলাম। সাপও আমাকে তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে ছুটিল। অবশেষে একটা টিলা দেখিয়া উহার উপরে গিয়া উঠিলাম। কিন্তু সেখানে উঠিয়াই জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। সাপের ভয়ে আমি জাহান্নামেই পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছিলাম। অদৃশ্য হইতে হঠাৎ কে যেন বলিয়া উঠিল, "পিছনে সরিয়া দাঁড়াও" তুমি জাহান্নামী নও। আমি পিছনে সরিয়া আসিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাপও আমাকে তাড়া করিয়া উঠিল। গায়েব হইতে পুনরায় আওয়াজ আসিল। আমি সাহায্যের জন্য আবারো সেই বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিলাম, আমি এই কঠিন বিপদ হইতে মুক্তির জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিলেন না। আমার করুণ নিবেদন শুনিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমি বড় কমজোর, তোমাকে সাহায্য করিতে পারিব না। তুমি ঐ পাহাড়ে যাও, সেখানে মুসলমানদের আমানত জমা আছে। যদি তোমার কোন আমানত থাকে তবে সে তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবে। আমি সেদিকে ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম একটি গোলাকার পাহাড়। উহার চতুর্দিকে স্বর্ণের কপাট বিশিষ্ট দরজাগুলিতে রেশমী পর্দা ঝুলানো। আমি সেখানে গমন করিতেই ফেরেস্তারা দরজা খুলিয়া সন্ধান করিতে লাগিল যে, সেখানে আমাকে উদ্ধার করার মত কোন আমানত আছে কিনা। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারার অনেক শিশু বাহির হইল। একটি শিশু চিৎকার দিয়া বলিয়া উঠিল, কি দুর্ভাগ্যের কথা! তোমরা সকলে এখানে উপস্থিত থাকিতে সাপ যে তাহাকে ধরিয়াই ফেলিল। চিৎকার ধ্বনীর সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা সকলে এদিকে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ আমার সেই মৃত মেয়েকে দেখিতে পাইলাম। আমাকে

দেখিবামাত্র সে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, ইনিই তো আমার আব্বা! এই বলিয়া সে তীর বেগে ছুটিয়া একটি নূরের ঘরে উঠিয়া বাম হাত বাড়াইয়া আমার ডান হাত ধরিল। আমিও উপরে উঠিয়া পড়িলাম। সে ডান হাতে সাপকে ইশারা করিতেই সে পিছনের দিকে পালাইয়া গেল। অতঃপর সে আমাকে বসাইয়া নিজে আমার কোলে আসিয়া বসিল। এইবার আমার দাড়িতে হাত ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল–

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ -

অর্থঃ ঈমানদারদের জন্য কি ইহার সময় আসে নাই যে, তাহাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর নসীহতের এবং যেই সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হইয়াছে উহার সম্মুখে অবনমিত হয়, –ছুরা হাদীদ, রুকুঃ ২

তাহার এই কথা শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরাকি কোরআন শরীফ শিক্ষা কর? সে বলিল, হাঁ! আমরা কোরআন শরীফ শিক্ষা করিতেছি। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ সাপ আমার পিছনে কেন লাগিয়াছিল? সে বলিল, উহা হইল আপনার বদ আমল! আপনি দিনের পর দিন উহাকে লালন করিয়া এত শক্তিশালী করিয়াছিলেন যে, সে আপনাকে দোজখের দ্বারপ্রান্তে লইয়া গিয়াছিল। অতঃপর সেই বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, উহা আপনার নেক আমল। আপনি তাহাকে এত কমজোর ও দুর্বল করিয়া রাখিয়াছেন যে, সে আপনার বদ আমলের সঙ্গে মোকাবেলা করিতে পারে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেটী! তোমরা এই পাহাড়ে কি কর? সে বলিল, আমরা মুসলমানের ছেলে–মেয়ে। কেয়ামত পর্যন্ত আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিব। আপনারা আসিলে আমরা সুপারিশ করিব। কিছুক্ষণ পরই আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। জাগ্রত হওয়ার পরও স্বপ্নে দেখা সেই সাপের ভয়ে আমি কম্পিত ছিলাম। সকালে আমার যাবতীয় সম্পদ দান করিয়া বিগত জীবনের পাপাচারের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করিলাম। ইহাই আমার তওবার ইতিবৃত্ত।

গ্রন্থকার বলেন, কবরে মৃতের সঙ্গে যদি নেক আমল থাকে তবে সে তাহার জন্য যাবতীয় আরামের ব্যবস্থা করে। কবরকে নূরাণী ও প্রশস্ত করিয়া তাহাকে সকল বিপদ–আপদ হইতে হেফাজত করে। পক্ষান্তরে তাহার সঙ্গে যদি বদ

আমল থাকে তবে সে কবরকে অন্ধকার ও সংকুচিত করিয়া বিবিধ উপায়ে তাহাকে শাস্তি দিতে থাকে। গ্রন্থকার আরো বলেন, একবার আমি ইথিউপিয়ার কোন এক শহরে এক বুজুর্গের নিকট শুনিয়াছি, এক মুরদারকে দাফনের পর লোকেরা যখন ফিরিয়া আসিতে লাগিল তখন তাহারা ঐ কবর হইতে এক বিকট শব্দ শুনিতে পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কবর হইতে একটি কালো রং–এর কুকুর বাহির হইল। ঐ সময় তথায় এক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। তিনি কুকুরকে বলিলেন, তোর বিনাশ হউক, তুই আবার কোন্ বালা নাজিল হইলি? কুকুর বলিল, আমি এই মাইয়্যেতের বদ আমল। বুজুর্গ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কবরে যেই বিকট শব্দ হইল উহা কি তোকে প্রহারের শব্দ, নাকি মাইয়্যেতকে? সে বলিল, উহা ছিল আমাকে প্রহারের শব্দ। কারণ, ঐ মুরদার ছূরা ইয়াছীন– ইত্যাদি যাহা আমল করিত উহারা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হাজির হইয়াছে এবং আমাকে মাইয়্যেতের নিকটেও ঘেষিতে দেয় নাই। (গ্রন্থকার বলেন,) আসলে তাহার 'নেক আমল' তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ছিল। ফলে আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে সে বদ আমলের উপর জয়ী হইয়াছে। যদি বদ্ আমল শক্তিশালী হইত তবে সে–ই জয়ী হইত এবং মাইয়্যেতকে আজাব দিত।

অপর এক গোনাহ্গারের ঘটনায় প্রকাশঃ মৃত্যুর পর তাহাকে দাফনের জন্য কবর খনন করিবার পর দেখা গেল, কবরের ভিতর এক ভয়ংকর সাপ। লোকেরা অন্য এক জায়গায় কবর খনন করিল। কিন্তু সেখানেও সেই একই সাপ। এমনিভাবে পর পর প্রায় ৩০ টি কবর খনন করিবার পরও দেখা গেল, সকল কবরেই সেই ভয়ংকর সাপ। অবশেষে বাধ্য হইয়া সাপের সঙ্গেই তাহাকে দাফন করা হইল। এই সাপ হইল তাহার বদ্ আমল।

একটি অলৌকিক ঘটনা

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, একদা আমি তাওয়াফ করার সময় হঠাৎ এক মহিলার উপর আমার নজর পড়িল। সে কাঁধের উপর একটি শিশু লইয়া চিৎকার করিয়া ফরিয়াদ করিতেছিলঃ হে দয়াময়! হে দয়াময়!! তোমার সেই ওয়াদা। আমি আগাইয়া গিয়া মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের কি ওয়াদা ছিল? জবাবে সে এক মর্মন্তুদ ও বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ দিয়া বলিল, একবার আমি এক নৌযানে চড়িয়া সমুদ্রে ছফর করিতেছিলাম। ঐ নৌযানে এক তেজারতী কাফেলাও ছিল। নৌযানটি গভীর সমুদ্রে যাওয়ার পর

হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করিয়া ভীষণ তুফান শুরু হইল। মুহূর্তে সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে সকল যাত্রী ও মালামালসহ নৌযানটি ডুবিয়া গেল। কিন্তু অলৌকিকভাবে আমি এবং আমার এই শিশুটি একটি তক্তার উপর অক্ষত অবস্থায় ভাসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখিতে পাইলাম, অদূরে আরেকটি তক্তার উপর এক হাবশী পুরুষ ভাসিয়া রহিয়াছে। রাতের আঁধার কাটিয়া সকাল হইবার পর হাবশী ভালভাবে আমার দিকে তাকাইয়া দেখিল। ক্রমে তাহার চোখে মুখে আদীম লালসা ফুটিয়া উঠিল। হাবশী আগাইয়া আসিয়া আমার তক্তায় উঠিল এবং আমাকে অপকর্মের প্রস্তাব দিল। আমি ঐ পাষণ্ডের প্রস্তাবে অবাক হইয়া তাহাকে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমার অন্তরে কি আল্লাহ্‌র ভয় বলিতে কিছুই নাই? একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, আমরা কি ভয়াবহ মুসীবতে লিপ্ত আছি। এই অকুল দরিয়ায় কি অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ পাক এখনো আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন এবং যে কোন মুহূর্তে আমরা চরম দুর্ঘটনার শিকার হইতে পারি। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানী না হইলে এই মহাবিপদ হইতে আমাদের মুক্তির কোন উপায় আছে কি? অথচ এই কঠিন বিপদের সময়ও তুমি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিতে চাহিতেছ?

পাষণ্ড হাবশী আমার কথার জবাবে বলিল, তোমার ঐ সকল কথা রাখ, কোন ছল-চাতুরীই তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহার কথায় আমি প্রমাদ গুণিলাম। তখন এই শিশুটি আমার কোলে ঘুমাইতেছিল। আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিলে সে কাঁন্না করিতে লাগিল। আমি কাল ক্ষেপনের উদ্দেশ্যে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি ছবুর কর। আমি তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া লই, অতঃপর ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে হাবশী অধৈর্য হইয়া বাচ্চাটিকে আমার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করিল, আমি আকাশের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করিলামঃ হে আল্লাহ্! তুমি মানুষের পশুবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিতে পার। তুমি আমাকে এই পাষণ্ডের হাত হইতে রক্ষা কর। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার ফরিয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই হঠাৎ সমুদ্র হইতে এক ভিষণ আকৃতির জন্তু মুখ হা করিয়া ভাসিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাবশীকে গ্রাস করিয়া পুনরায় পানিতে ডুবিয়া গেল। আল্লাহ্ পাক স্বীয় কুদরত দ্বারা এইভাবেই আমাকে ঐ পাষণ্ডের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। অতঃপর সমূদ্র তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে আমি এক দ্বীপে যাইয়া ঠেকিলাম। দ্বীপটি ছিল শস্য-শ্যামল। আমি সেখানেই আল্লাহ্

পাকের পক্ষ হইতে মুক্তির কোন উপায়ের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইভাবে আমার চার দিন কাটিয়া গেল। পঞ্চম দিনে আমি দূর হইতে একটি জাহাজ দেখিতে পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটি টিলার উপর উঠিয়া কাপড় নাড়িয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। নাবিক আমাকে দেখিতে পাইয়া একটি নৌকা যোগে তিন ব্যক্তিকে দ্বীপে পাঠাইয়া আমাকে উদ্ধার করিল। জাহাজে উঠিয়া আমি দেখিতে পাইলাম, আমার সেই নয়নমণি সেখানে বসিয়া আছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া ওঠার পূর্বেই আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। আমার দুই চোখ ছাপাইয়া অজস্র ধারায় আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। আমি সকলকে বলিলাম, ইহা আমার আত্মজ, আমার কলিজার টুকরা, আমার নয়নমণি। কিন্তু তাহারা আমার এই আচরণে বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি পাগল, তোমার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। আমি বলিলাম, আমার বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পায় নাই, আর আমি পাগলও নই।

অতঃপর আমি আনুপূর্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলে তাহারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহাদের দলপতি বলিল, বেটী! তুমি বড় আশ্চর্য ঘটনা শোনাইয়াছ। এইবার আমরাও তোমাকে একটি আশ্চর্য ঘটনা শোনাইব। আমরা অনুকূল বাতাসে জাহাজ চলাইয়া সামনে আগাইতেছিলাম। হঠাৎ এক বিশাল জন্তু জাহাজের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেই জন্তুটির পিঠের উপর এই শিশুটি বসা ছিল। তখন গায়েব হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, তোমরা যদি এই শিশুটিকে লইয়া না যাও তবে ধ্বংস হইয়া যাইবে। সুতরাং আমরা ঐ জন্তুর পিঠ হইতে শিশুটিকে জাহাজে উঠাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটি পানিতে ডুবিয়া গেল। এখন আমরা এই ঘটনায় এবং তোমার মুখ হইতে শোনা ঘটনায় প্রভাবিত হইয়া অতীতের নাফরমানী ও পঙ্কিল জীবন হইতে তওবা করিতেছি। ঐ জাত বড় পবিত্র, যিনি স্বীয় বান্দাদিগকে ভালবাসেন এবং বিপদে তাহাদের সাহায্য করেন।

পঙ্কিল জীবন হইতে তওবা করার কয়েকটি ঘটনা

গ্রন্থকার বলেন, আমি বড় বড় বুজুর্গদের মুখে এই ঘটনা শুনিয়াছি যে, এক বুজুর্গ একদিন এক বেশ্যা মেয়েলোকের সাক্ষাত পাইয়া তাহাকে বলিলেন, আজ এশার নামাজের পর আমি তোমার ঘরে যাইব। বেশ্যাটি বড় প্রীত হইল। এতবড় বুজুর্গ 'খদ্দের' হইয়া তাহার ঘরে আসিবেন ইহা কল্পনা করিয়া তাহার

খুশীর আর অন্ত নাই। ঘটনা যে শুনিল সে-ই বিস্মিত হইল।

সন্ধ্যার পর মহিলা সাজগোজ করিয়া বুজুর্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তিনি যথা সময় মহিলার ঘরে আগমন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। মহিলা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি চলিয়া যাইতেছেন? বুজুর্গ মহিলার প্রতি তাওয়াজ্জুহ প্রদান পূর্বক বলিলেন, হাঁ! আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, সুতরাং আমি চলিয়া যাইতেছি। বুজুর্গের রূহানী তাওয়াজ্জুহ্ ঐ মহিলার উপর ক্রিয়া করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তওবা করিয়া স্বীয় উপার্জিত যাবতীয় সম্পদ ত্যাগ করিল। বুজুর্গ এক ফকীরের সঙ্গে তাহার বিবাহ পড়াইয়া দিলেন এবং ওলীমার আয়োজনের নির্দেশ দিয়া বলিলেন, ওলীমা হিসাবে শুধু রুটি তৈরী কর, তরকারীর কোন প্রয়োজন নাই।

এদিকে শহরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি মহিলার নিয়মিত খদ্দের ছিল। তাহাকে কেহ গিয়া খবর দিল যে, তোমার সেই মহিলাটি তওবা করিয়া ফেলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই এক ফকীরের সাথে তাহার বিবাহ সম্পন্ন হইবার পর এক্ষণে শুধু শুষ্ক রুটি দ্বারা ওলীমার আয়োজন চলিতেছে। বিস্তারিত ঘটনা শুনিয়া সে বুজুর্গকে অপমান করার উদ্দেশ্যে সংবাদদাতার হাতে দুই বোতল শরাব দিয়া বলিল, শায়েখকে আমার ছালাম দিয়া বলিবে, ঘটনা শুনিয়া আমি অত্যন্ত খুশী হইয়াছি এবং ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, বিবাহের ওলীমায় শুধু রুটি প্রস্তুত করা হইয়াছে, সুতরাং আমি দুই বোতল শরাব পাঠাইয়া দিলাম। ইহাকেই যেন তরকারী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শায়েখ কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বোতল দুইটি গ্রহণ পূর্বক সংবাদদাতাকে বলিলেন, তুমি বেশ বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছ, এই বলিয়া বোতল দুইটি ভাল করিয়া ঝাকাইয়া একটি পাত্রে ঢালিয়া আহার করিতে বসিলেন।

সংবাদদাতা বলেন, শায়েখ যখন বোতল হইতে শরাব ঢালিতে লাগিলেন তখন আমি স্পষ্ট দেখিলাম যে, বোতল হইতে ঘী নির্গত হইতেছে এবং উহার চমৎকার ঘ্রাণে চতুর্দিক মোহিত হইতেছে। বুজুর্গ আমাকেও আহারে শরীক করিলেন। জীবনে কখনো আমি এত সুস্বাদু ঘী দেখি নাই। পরে সে এই ঘটনা ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করিলে সেও বিস্মিত হইল এবং বুজুর্গের দরবারে আসিয়া তওবা করিয়া আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী ত্যাগ করিল।

হযরত হাছান রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, বনী ইস্রাইলে এক অনিন্দ সুন্দরী দুশ্চরিত্রা মহিলা ছিল। সে একশত দীনারের কমে কাহাকেও দেহ দান করিত না। এক আবেদ ঐ মহিলার রূপ-যৌবন দেখিয়া তাহার আশেক হইয়া গেলেন। কিন্তু তাহার নিকট কোন টাকা-পয়সা ছিল না। তাই তিনি অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথে বাহির হইলেন এবং বহু কষ্ট-ক্লেশে মজদুরী করিয়া একশত দীনার সংগ্রহ করিলেন। পরে মহিলার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, তোমার রূপ-যৌবন আমাকে আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছে, তাই আমি তোমার সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে বহু শ্রমের বিনিময়ে একশত দীনার সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ মহিলা একটি স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিত। সে উহাতে বাসিয়া আবেদকে নিকটে আহবান করিল। আবেদ আহলাদিত হইয়া তাহার সান্নিধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে দাঁড়াইবার কথা স্মরণ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহিলাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মহিলা তাহার পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতেছি। মহিলা অবাক হইয়া বলিল, আপনিই তো বলিয়াছিলেন, আমার রূপ-যৌবন দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং আমার সঙ্গলাভের জন্য বহু কষ্ট করিয়া একশত দীনার সংগ্রহ করিয়াছেন, অথচ এক্ষণে আমাকে ভোগ করার সুযোগ পাইবার পর কেন আমাকে ত্যাগ করিতেছেন? মহিলার প্রশ্নের জবাবে বুজুর্গ বলিলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই পাপের কি জবাব দিব? এই কথা স্মরণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। কেয়ামতের কঠিন দিবসে আমাদের সকলকে আল্লাহ্র সামনে হাজির হইয়া যাবতীয় পাপ-পূণ্যের হিসাব দিতে হইবে। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি করিতে পারি না। ইতিপূর্বে আমার অন্তরে তোমার জন্য যেই ভালবাসা সৃষ্টি হইয়াছিল এক্ষণে উহা ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। আবেদের কথাগুলি মহিলার মনেও ক্রিয়া করিল, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, তোমার বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে আমিও তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করিলাম। আবেদ গৃহ ত্যাগ করিতে চাহিলে মহিলা তাহাকে বিবাহ করার অঙ্গীকার প্রার্থনা করিল। জবাবে আবেদ বলিলেন, নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাইবে। অতঃপর তিনি একটি চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া শহরের দিকে চলিয়া গেলেন।

উক্ত ঘটনার পর ঐ দুশ্চরিত্রা মহিলাও বিগত জীবনের যাবতীয় পাপাচার হইতে তওবা করিয়া আবেদের সন্ধানে শহরে গমন করিলেন। মহিলার নাম ছিল মালেকা। আবেদকে কেহ জানাইল, মালেকা আপনাকে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। পরে মালেকার সঙ্গে সাক্ষাত হইলে আবেদ হঠাৎ এক চিৎকার দিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আবেদের ইন্তেকালে মালেকা হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন। সত্যিকার অর্থেই তিনি আবেদকে অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। পরে তিনি সন্ধান পাইলেন, আবেদের এক ভ্রাতা জীবিত আছেন। অবশেষে তাহাকেই তিনি বিবাহ করিলেন। আল্লাহ্ পাক তাহাকে সাতটি নেক সন্তান দান করিলেন। কালে তাহারা সকলেই আল্লাহ্র অলী হইয়াছিলেন।

☆

রেজা ইবনে আমর আন্নাখ্য়ী বর্ণনা করেন, কুফা নগরীতে এক সুদর্শন আল্লাহ্ওয়ালা যুবক ছিল। সে এক সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়িয়া একেবারেই দেওয়ানা হইয়া গেল। মেয়েটিও তাহার প্রেমে পাগলপনরা ছিল। যুবক মেয়ের পিতাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে পিতা জানাইল, আমার মেয়ে ইতিপূর্বেই তাহার এক চাচাতো ভাইয়ের বাগদত্তা হইয়া আছে। এদিকে এই প্রেমিক-প্রেমিকা ভালবাসার তীব্র অনলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ভস্ম হইতেছিল। মেয়েটি এক দূত পাঠাইয়া যুবককে জানাইল, প্রিয়! আমার অদর্শনে তোমার হৃদয়ের উপর দিয়া ভালবাসার ঝড়ো-হাওয়া কি তীব্র তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। তুমি হয়ত জানিয়াছ, তোমার বিরহ বেদনায় এই অভাগিনী কতটা বে-কারার হইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছে। তুমি বিনে আমার এই জীবন একবারেই অর্থহীন। এই বিচ্ছেদ, এই বিরহ, প্রেমের এই জ্বালা আমি আর সহিতে পারিতেছি না। তুমি যদি সম্মত হও, তবে আমি সকল কিছু ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট চলিয়া আসিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে যদি তুমি আমার নিকট চলিয়া আসিতে চাও, তবে এই মুহূর্তে আমি উহার যাবতীয় আয়োজন করিয়া দিতেছি।

প্রেমিকার প্রস্তাবের জবাবে যুবক দূতের নিকট জানাইয়া দিল, আমি উভয় প্রস্তাবের কোনটিতেই সম্মত নই। আমার ভয় হইতেছে, যদি এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের হুকুমের অমান্য করা হয় তবে তিনি আমাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন। আমি ভয় করি ঐ আগুনকে যাহার দাহনশক্তি কখনো হ্রাস পায় না এবং যাহার স্ফুলিঙ্গ কখনো নির্বাপিত হয় না।

দূতের মুখে যুবকের বার্তা শুনিয়া মেয়েটি বিস্মিত হইয়া বলিল, এমন সুদর্শন যুবক এই যুবা বয়সে প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাইয়াও আল্লাহ্র বিধান অমান্য করিতেছে না! খোদার কসম! আল্লাহ্র ভয় সকলের অন্তরেই এক প্রকার হওয়া উচিৎ। অতঃপর সে সকল দুনিয়াদারী ত্যাগ করিয়া একটি চট দেহে জড়াইয়া আল্লাহ্র দরবারে তওবা করিয়া এবাদতে লিপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু ঐ যুবকের পবিত্র চেহারা সে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিল না। যুবকের ভালবাসার দহনে তিলে তিলে নিঃশেষ হইয়া অবশেষে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

প্রেমিকার ইন্তেকালের পর যুবকের দেহ-মন ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সে মাঝে মধ্যে তাহার প্রেমিকার কবর জেয়ারত করিত। একদিন সে স্বপ্নে তাহার প্রেমিকাকে ভাল অবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়া! তুমি কি অবস্থায় আছ? জবাবে সে নিম্নের আরবী ছন্দটি পাঠ করিল-

نعم المحبة يا حبي محبتنا -

حبا يعود الى خير واحسان

অর্থঃ হে বন্ধু! আমাদের ভালবাসা এমন পবিত্র ছিল যাহা মানুষকে শুধু কল্যাণের দিকে আকর্ষণ করে। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখন কোথায় আছ? জবাবে সে বলিল-

الى نَعِيم وَعيش لا زوال لهُ -

فى جنة الخلد ليس بالفاني -

অর্থঃ আমি জান্নাতে খুল্দের ঐ আয়েশ ও নেয়ামতে আছি যাহা কখনো বিনাশ হইবার নহে। যুবক বলিল, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারি নাই; তুমিও আমাকে স্মরণ রাখিও। এই কথা শুনিয়া মেয়েটি বিচলিত হইয়া বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আমিও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। আমি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিয়াছি, তুমি এবাদত-বন্দেগী করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে থাক- এই কথা বলিয়া সে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে তোমাকে দেখিতে পাইব? সে বলিল, শীঘ্রই তুমি আমার নিকট চলিয়া আসিবে। ঐ ঘটনার সাতদিন পরই যুবক ইন্তেকাল করিল।

কায়'বুল আহ্বার (রহঃ) বলেন, বনী ইস্রাইলের এক ব্যক্তি এক দুশ্চরিত্রা মহিলার সঙ্গলাভের পর গোছল করিবার উদ্দেশ্যে এক নহরে অবতরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে পানি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, হে আদম সন্তান! তোমার কি লজ্জা-শরম বলিতে কিছুই নাই? তুমি তো তওবা করিয়াছিলে যে, আর কখনো এই অপরাধ করিবে না। এই কথা শুনিয়া সে ভয় পাইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিল। অতঃপর সে পথে পথে ঘুরিয়া শুধু বলিতে লাগিল- "আমি সারা জীবন আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করিয়াছি।" একদিন সে এক পাহাড়ে উঠিয়া দেখিতে পাইল, সেখানে ১২ জন মানুষ আল্লাহ্ পাকের এবাদতে মশগুল। এই দৃশ্য দেখিয়া সেও তাহাদের সঙ্গে এবাদতে লিপ্ত হইয়া গেল। কিছু দিন পর সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আবেদগণ ঘাস ও চারাগাছের সন্ধানে লোকালয়ের দিকে চলিল। পথে একটি নহর অতিক্রমের সময় সেই লোকটি বলিল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, ঐখানে এক বস্তু আমার বিগত জীবনের অপরাধ সম্পর্কে অবগত। সুতরাং তাহার নিকট গমন করিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে।

অবশেষে আবেদগণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া নহর অতিক্রম করিতে লাগিল। এই সময় নহর বলিয়া উঠিল, হে আবেদগণ! তোমাদের সঙ্গীটি কোথায়? জবাবে তাহারা জানাইল, সে বলিতেছে এখানে এমন এক বস্তু আছে, যে তাহার বিগত অপরাধ সম্পর্কে অবগত। তাহার সম্মুখে আসিতে তাহার সঙ্কোচবোধ হইতেছে, এই কারণে সে আমাদের সঙ্গে আসিতে পারে নাই। আবেদগণের এই কথা শুনিয়া নহর বলিল, ছোব্হানাল্লাহ! তোমাদের কোন সন্তান বা আপনজন কোন অপরাধ করিবার পর যদি সে তওবা করিয়া পুনরায় সুপথে ফিরিয়া আসে তবে কি তোমরা তাহাকে আর ভালবাসিবে না? তোমাদের সঙ্গীটিও তওবা করিয়া পুনরায় নেক আমল করিতে শুরু করিয়াছে। এখন আমিও তাহাকে ভালবাসি। তোমরা তাহাকে লইয়া আস এবং নহরের প্রান্তে আল্লাহ্র এবাদত করিতে থাক। আবেদগণ ঐ ব্যক্তিকে এই সুসংবাদ দান করিল এবং নহরের প্রান্তে আসিয়া এবাদত করিতে লাগিল। তাহারা দীর্ঘকাল এইখানে এবাদত করিবার পর এক সময় ঐ ব্যক্তি এখানেই ইন্তেকাল করিল। তাহার ইন্তেকালের পর নহর আওয়াজ দিয়া বলিল, হে আবেদগণ! হে আল্লাহ্র বান্দাগণ!! তাহাকে আমার পানি দ্বারা গোসল দিয়া আমার পাশেই দাফন কর, যেন কেয়ামতের দিন আমার অঙ্গন হইতেই তাহার পুনরুত্থান হয়। আবেদগণ

নহরের কথামত মৃতের দাফন-কাফন সম্পন্ন করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, আজ রাতে তাহারা কবরের পাশেই শয়ন করিবে এবং সকালে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। কিন্তু সকালে তাহারা ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাইল, কবরের উপরে ১২টি সাইপ্রাসবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা এই বিস্ময়কর ঘটনার বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে এখানেই অবস্থান করিতে ইশারা করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা সেখানেই এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল রহিল। তাহাদের মধ্যে কেহ ইন্তেকাল করিলে তাহাকে ঐ কবরের পাশেই দাফন করা হইত। এইভাবে একে একে সকলেই ইন্তেকাল করিল। বনী ইস্রাইলের লোকেরা সেই কবরস্থান জেয়ারত করিত।

তওবার আগে ও পরে

হযরত মূছা আলাইহিস্সালামের জমানায় বনী ইস্রাইলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকেরা হযরত মূছা (আঃ)-এর নিকট আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন।

হযরত মূছা আল্লাইহিস্ সালাম বনী ইস্রাইলের সত্তর হাজার মানুষ লইয়া আল্লাহ্র দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! আমাদের উপর তোমার রহমত ও বৃষ্টি বর্ষণ কর। দুগ্ধপোষ্য শিশু, চতুষ্পদ জন্তু এবং বৃদ্ধ নামাজীদের উছিলায় আমাদের উপর রহম কর। কিন্তু হযরত মূছা (আঃ)-এর দোয়ায় বৃষ্টি তো হইলই না বরং আকাশ পূর্বাপেক্ষা পরিষ্কার হইয়া সূর্যের আলো আরো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

হযরত মূছা (আঃ) পুনরায় দোয়া করিলেন, হে পরওয়ারদিগার! যদি আপনার দরবারে আমার মরতবা হ্রাস পাইয়া থাকে তবে আখেরী জমানার নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উছিলায় নিবেদন করিতেছি, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। সঙ্গে সঙ্গে ওহী নাযিল হইলঃ হে মূছা! আমার দরবারে তোমার মরতবা হ্রাস পায় নাই; কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রহিয়াছে, যে চল্লিশ বছর যাবৎ নাফরমানী করিয়া আমার সঙ্গে মোকাবেলা করিতেছে। তুমি ঘোষণা করিয়া দাও, যেন তোমাদের মধ্য হইতে সেই ব্যক্তি বাহির হইয়া যায়। তাহার কারণেই আমি বৃষ্টি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। হযরত মূছা (আঃ) আরজ করিলেন, এলাহী! আমি দুর্বল, আমি

কম্‌জোর। আমার দুর্বল কণ্ঠের ঘোষণা সত্তর হাজার মানুষ কিভাবে শ্রবণ করিবে? এশাদ হইলঃ আপনি ঘোষণা দিন, আমি উহা সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দিব।

হযরত মূছা আল্লাইহিস্‌সালাম ঘোষণা দিলেন, হে ঐ গোনাহ্‌গার ব্যক্তি! যে চল্লিশ বছর যাবৎ গোনাহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সঙ্গে মোকাবেলা করিতেছ, তুমি আমাদের সমাবেশ হইতে বাহির হইয়া যাও। তোমার কারণেই বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত মূছা (আঃ)–এর এই ঘোষাণা শুনিয়া গোনাহ্‌গার ব্যক্তিটি চতুর্দিকে নজর দিয়া দেখিল, সমাবেশ হইতে কেহই বাহির হয় নাই। এক্ষণে সে মনে মনে ভাবিল, আমাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। এখন আমি যদি সমাবেশ হইতে বাহির হই তবে সকলের দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হইবে, এই বিশাল জনতার সম্মুখে আমাকে অপমানিত হইতে হইবে। পক্ষান্তরে আমি যদি এই সমাবেশস্থল ত্যাগ না করি তবে আমার একার কারণে সকলে বৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবে। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সে কাঁন্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাপড়ে মুখ গুঁজিয়া স্বীয় অপরাধবৃত্তির উপর অনুশোচনায় বিদগ্ধ হৃদয়ে আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে আরজ করিল এলাহী! আমি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ তোমার নাফরমানী করিয়াছি, তুমি আমাকে সুযোগ দিয়াছ। এখন আবার আমি আনুগত্য করিতে তোমার দরবারে হাজির হইয়াছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর।" তাহার দোয়া শেষ হইবার পূর্বেই কোথা হইতে এক খণ্ড সাদা মেঘ ভাসিয়া আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইল।হযরত মূছা আলাইহিস্‌সালাম বিস্মিত হইয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! সমাবেশ হইতে কেহই তো বাহির হয় নাই। তবে এই বর্ষণের রহস্য কি? এরশাদ হইলঃ

হে মূছা! এতদিন যেই ব্যক্তির কারণে বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার কারণেই বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইয়াছে। হযরত মূছা (আঃ) পুনরায় আরজ করিলেন, আয় মওলায়ে কারীম! ঐ ব্যক্তিকে আমাকে একবার দেখাও। এরশাদ হইল, মূছা! যখন সে আমার নাফরমানী করিত তখনো আমি তাহাকে আপমান করি নাই; এখন সে আমার ফরমাবরদারী করিতেছে এখন কি করিয়া তাহাকে অপমানিত করিব?

— সমাপ্ত —